

অষ্টাদশ বর্ষ

[পৌষ, ১৩৩৭]

নবম উপস্থাপন

শ্রীদীনেন্দ্রকুমার রায়-সম্পাদিত

ব্রহ্মসংলহরী

উপন্যাস-মালার

২১৩ নং উপস্থাপন

গিরিচূড়ার বন্দী

[প্রথম সংস্করণ]

২৮ নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা

‘লহরী’ বৈদ্যুতিক মেশিন-প্রেসে

শ্রীবিনয়ভূষণ বসু কঙ্কর মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

‘ব্রহ্মসংলহরী’ কার্যালয়—

২৮ নং শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা ।

রাজ্য সংস্করণ পাঁচ ‘সকা’,—স্থলভ সাধাবণ, বার আন। মাত্র ।

পরিচূড়ার বন্দী

...প্রথম...কল্প

ভাঙ্গা বোতলে চিঠি

লগ্নেব প্রসিদ্ধ ডিটেক্টিভ রবার্ট ব্লেক আহারের পর তাঁহার বসিবার ঘরে বসিয়া তাঁহার সহকারী শ্বিথের সহিত গল্প করিতেছিলেন। সেদিন ভয়ানক শীত। মিঃ ব্লেকের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন ছিল না, হাতে তেমন কোন জরুরী কাযও ছিল না; সুতরাং তাঁহাদের গল্প বেশ জমিয়া আসিয়াছিল। সেই সময় মিঃ ব্লেকের গৃহকর্ত্রী মিসেস্ বার্ভেল একখানি কার্ড আনিয়া তাঁহার হাতে দিল।

মিঃ ব্লেক কার্ডখানির উপর চোখ বুলাইয়া বলিলেন, “মিঃ লুই জি ব্রে! —লোকটি কে? চিনিতে পারিলাম না ত!”

শ্বিথ হাসিয়া বলিল, “ব্রে? ‘ব্রে’ মানে ত গর্দভ-কণ্ঠের রাগিণী, বোধ হয় কোন গর্দভ তাহার মালিকটিকে হারাইয়া আপনার সাহায্যে তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করিতে আসিয়াছে; কার্ডের মারফৎ রাগিণী ভেজিয়াছে।”

মিঃ ব্লেক ভ্রু কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, “নামটা অপরিচিত হইলেও ভ্রলোকটির সঙ্গে দেখা করিতে দোষ কি? মিসেস্ বার্ভেল, এই কার্ডের মালিককে এখানে পাঠাইয়া দাও।”

মিসেস্ বার্ভেল তাঁহার আদেশের প্রতীক্ষায় দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া ছিল। সে তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ ত্যাগ করিল।

মিঃ ব্রে মিঃ ব্লেকের নিকট তাহার নামের যে কার্ড পাঠাইয়াছিল,

তাহাতে তাহার ঠিকানাটিও লেখা ছিল। সেই ঠিকানা “সাউথ বেণ্ড, ইণ্ডিয়ানা, আমেরিকা।” স্বতরাং আগন্তুক যে আমেরিকান, এ বিষয়ে তাহার সন্দেহ রহিল না। কিন্তু মিঃ ব্রের জন্ত তাঁহাকে অধিক কাল প্রতীক্ষা করিতে হইল না; দুই মিনিটের মধ্যেই জমকাল পরিচ্ছদধারী একটি হুণ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ পুরুষ মিঃ ব্রেকের উপবেশন-কক্ষে প্রবেশ করিল। লোকটির ভাবভঙ্গি দেখিয়া তাহাকে খুব মাতব্বর এবং কাযের লোক বলিয়াই মিঃ ব্রেকের ধারণা হইল; লোকটি যে আমেরিকান, ইহাও তিনি বুঝিতে পারিলেন।

মিঃ ব্রেক আগন্তুককে দেখিয়া উঠিয়া-দাঁড়াইয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন; ভদ্রলোকটি তাহার হাতে দুই একটা ঝাঁকুনি দিয়া উৎসাহ ভরে বলিল, “অত্যন্ত বাধিত হইলাম মিঃ ব্রেক! আমি আপনার মূল্যক্কন সময় নষ্ট করিতে আসিয়াছি; কিন্তু কাযটা সম্ভব হইল কি না ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। আমি একটা প্রকাণ্ড ধাঁধায় পড়িয়া উপদেশ লাভের জন্ত ব্যাকুল হইয়াছি, কিন্তু এ বিষয়ে আপনার অপেক্ষা যোগ্যতর লোক এদেশে কেহ আছেন বলিয়া আমার জ্ঞান নাই, এইজন্ত আপনার নিকটেই আমাকে আসিতে হইল।”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আসিয়া ভালই করিয়াছেন মিঃ ব্রে! আপনি বসিয়া শাস্তিদ্ধ করুন।”

মিঃ ব্রে ব্রেকের সম্মুখস্থ চেয়ারে বসিয়া দুই এক মিনিট নিঃশব্দে চুরুট টানিল, তাহার পর মিঃ ব্রেকের সম্মুখে ঝুঁকিয়া বলিল, “টাইরল কোথায় তাহা কি আপনি জানেন মিঃ ব্রেক!”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “হাঁ, দুই একবার আমি সেখানে গিয়াছি বটে, কেন বলুন তা?”

মিঃ ব্রে বলিল, “পরে বলিতেছি; সেখানে গিয়া কাষ্টিলো পাহাড় কোন দিন দেখিয়াছিলেন কি?”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “টেন্টিনোব কাষ্টিলো পাহাড়?”

মিঃ ব্রে বলিল, “হাঁ, সেই পাহাড়ের কথাই বলিতেছি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “উহার কথা শুনিয়াছি বটে ; কিন্তু আমার দেখিবার সুযোগ হয় নাই। সেই পাহাড়ের চূড়ায় একটা পুরাতন দুর্গ আছে শুনিয়াছি :—এ কথা কি সত্য নহে ?”

মিঃ ব্রে বলিল, “আপনি ঠিকই শুনিয়াছেন মিঃ ব্লেক ! দেখিয়া মনে হয়—দুর্গটি মধ্য যুগে নিৰ্ম্মিত হইয়াছিল, গিরিদুর্গে যাহা যাহা থাকা প্রয়োজন—সকলই সেখানে বর্তমান। এই গিরিচূড়াটি অত্যন্ত উচ্চ,—গগনস্পর্শী। তাহারই মাথার উপর দুর্গটি নিৰ্ম্মিত। সেকালের যে সকল মিস্ত্রী এই দুর্গ নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিল তাহাদের অদ্ভুত কার্য্যপ্রণালী দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাহাদের কাযের কোন খঁত পাওয়া যায় না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, সেকালের শিল্পীদের গুণপনা অসাধারণ ছিল, সর্ব্বত্রই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় ; কিন্তু আপনি তাহাদের গুণকীর্তন করিবার জন্যই আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। আপনি কি উদ্দেশ্যে এ কথা তুলিয়াছেন তাহা এখন পর্য্যন্ত—”

আগন্তুক বলিল, “আপনি এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করুন মিঃ ব্লেক,—মুহূর্ত্তমাত্র ; আপনি এখনই তাহা জানিতে পারিবেন। কিন্তু আমার আশঙ্কা, সকল কথা শুনিয়া আপনি হয় ত আমাকে পাগল মনে করিবেন, এবং (স্মিতক্বে দেখাইয়া) আপনার এই তরুণ বন্ধুটিকে বলিবেন সময় নষ্ট করিবার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কৌশল আপনার জানা আছে। এইরূপ আশঙ্কা থাকিলেও আমি যাহা বলিতে আসিয়াছি তাহা আপনাকে ধৈর্য্য ধারণ করিয়া শুনিতে হইবে। আমি সাধারণ আমেরিকান পর্য্যটক মাত্র, আমার দেশভ্রমণে কোন বিশেষত্ব নাই। আমি আজ প্রভাতে পার্শ্বিস হইতে লণ্ডনে আসিয়াছি ; লণ্ডনে পৌছিয়া প্রথমই আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলাম। আপনাকে সকল কথা না বলিয়া স্থির থাকিতে পারিতেছি না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনার কি বলিবার আছে বলুন।”

মিঃ ব্রে বলিল, “আমি দুই তিন সপ্তাহ পূর্বে টেনটিনো গিয়াছিলাম।

কি চমৎকায় দৃশ্য, আর বায়ু-হিল্লোল—কিন্তু থাক সে কথা ; সেই দৃশ্যগৌরবের ও বায়ুহিল্লোলের মাধুর্যের কথা শুনিবার জন্য আপনার আগ্রহ না থাকাই সম্ভব। কাবোর আলোচনা ছাড়িয়া কাবের কথা বলি। আমি দেশভ্রমণ উপলক্ষে সেই অঞ্চলে আসিয়া, একদিন বাইকে চড়িয়া একাকী কাষ্টিলো পাহাড়ের তলা দিয়া বেড়াইতে যাইতেছিলাম। তখন বেলা প্রায় শেষ হইয়াছিল। পাহাড়ে—দেশ, সন্ধ্যার পূর্বেই চতুর্দিকে অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল। পাহাড় সোজা খাড়া হইয়া উঠিয়াছে—আর আমি ঠিক তাহার নীচে। মাথার উপর শত শত ফিট উচ্চ পাহাড়। পাহাড়ের চূড়ায় সেই গিরিভূগ। পাহাড়ের চূড়া হইতেই হঠাৎ একটা বোতল নীচে আসিয়া পড়িল ; উহা একটা সাধারণ কাচের বোতল। বোতলটা আমার প্রায় দশ গজ আগে মাটিতে পড়িয়া, একটা ছোটখাটো বোমার মত শব্দ করিয়া চূর্ণ হইল ; সঙ্গে সঙ্গে বোতলভাঙ্গা কাচের টুকরাগুলো সবেগে চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িল। তাহা আমার শরীরের পাচ ছয়টি স্থানে বিদ্ধ হইল। সেগুলি গভীর হইয়া না বিঁধিলেও যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “অল্পে? জন্য আপনি বাঁচিয়া গিয়াছিলেন বলুন।”
(You had a narrow escape.)

মিঃ ব্রে বলিল, “সে কথা আর বলেন কেন মিঃ ব্লেক ! সে যাত্রা কোন-রকমে প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। যদি আমি দুই সেকেন্ড মাত্র আগাইয়া যাইতাম, তাহা হইলে বোতলটা ঠিক আমার মাথায় পড়িত, আর সেই স্থানেই আমার দেশভ্রমণের সম্বন্ধ মিটিয়া যাইত।”

স্মিত স্তব্ধভাবে মিঃ ব্রে’র গল্প শুনিতেছিল ; সে এতক্ষণ পরে বলিল, “আপনার কি বিশ্বাস—বোতলটা সেই পাহাড়ের চূড়ার ভূগ হইতে নিষ্কিপ্ত হইয়াছিল ?”

মিঃ ব্রে বলিল, “আমার বিশ্বাস ! বিশ্বাসের কথা কি বলিতেছেন ? আমি জানি সেই ভূগ হইতেই তাহা নীচে নিষ্কিপ্ত হইয়াছিল !” হাঁ, বাজি রাখিয়া আমি একথা বলিতে পারি। যদি তাহা ঠিক আমার মাথায় পড়িত তাহা

হইলে বজ্রাঘাতে মরিলে মানুষ যেমন তাহা জানিতে পারে না, সেইরূপ বোতলাঘাতে আমার মৃত্যু হইল—ইহাও জানিতে পারিতাম না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এরূপ উচ্চ স্থান হইতে বোতলটা আপনার মাথায় পড়িলে আপনার প্রাণ যাইত এবিষয়ে সন্দেহ নাই।—তাহার পর কি হইল?”

মিঃ ব্রে বলিল, “বোতলটা আমার সম্মুখে পড়িয়া গুঁড়া হইল। পাঁচ সাতটা কাচের টুকরা আমার দেহের বিভিন্ন স্থানে বিধিয়া গেল দেখিয়া আমি ক্ষেপিয়া উঠিলাম; আমার ধারণা হইল, কেহ অসতর্ক ভাবে বোতলটা নীচে ছুড়িয়া ফেলিয়াছিল। সুতরাং আমার মনের ভাব তখন কিরূপ হইয়াছিল তাহা আপনি সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন। আমি হতবুদ্ধি হইয়া উদ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম; আমার মনে হইল, কোন নির্কোষ লোক দুর্গের কোন জানালা দিয়া বোতলটা নীচে ফেলিয়া দিয়াছে। লোকটা নির্কোষ ভিন্ন আর কি?—পাহাড়ের নীচে পথ, সেই পথে মানুষ যাতায়াত করে, ইহা জানিয়াও যে ঐ ভাবে বোতল নিক্ষেপ করে—তাহাকে বুদ্ধিমান বলিব?”

স্বিথ বলিল, “লোকটা অসাবধান—এরূপ অত্মমান করা কি অসঙ্গত হইবে?”

মিঃ ব্রে বলিল, “আপনারাই তাহা বিচার করুন। আমি বোতলের টুকরাগুলো আমার গা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া, অবশিষ্ট অংশটা পরীক্ষা করিতে গিয়া সেই স্থানে একখান ভাঁজকরা কাগজ দেখিতে পাইলাম। কাগজখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শুষ্ক। তাহা সেই বোতলের মধ্যেই ছিল ইহা সহজেই বুঝিতে পারিলাম।”

স্বিথ আগ্রহ ভরে বলিল, “ওহো! বোতলটা ঐভাবে নীচে ছুড়িয়া ফেলিবার অর্থ এখন বেশ বুঝিতে পারিলাম।”

মিঃ ব্রে বলিল, “হাঁ, এইবার আসল বিষয়ে আসিয়া পড়িলাম। তাহার পর কি হইল বলিতেছি। আমি সেই কাগজখানি গুড়াইয়া লইয়া ভাঁজ খুলিয়া তাহা পড়িয়া দেখিলাম। ইংরাজী অক্ষরে এক ছত্র লেখা—তাঁহা দেখিয়াই আমার রাগ জল হইয়া গেল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ইংরাজী ভাষায় লিখিত চিঠি?”

মিঃ ব্রে বলিল, “তা’ না হইলে আমার রাগ জল হইবে কেন ? ইটালী দেশের এক নির্জন প্রদেশের পাহাড়ের চূড়া হইতে একটা বোতল নীচে পড়িয়া গুঁড়া হইয়া গেল, আর তাহার ভিতর ইংরাজী ভাষায় লিখিত পত্র ! ব্যাপার কি, তাহা জানিবার জন্ত আমার প্রচণ্ড কৌতূহল হইল। আমি গিরিপাদবর্তী কাষ্টিলো গ্রামে উপস্থিত হইয়া সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম সেই গিরিচূড়ার দুর্গে সংসারবিরাগী একটি বৃদ্ধ বাস করেন—তাঁহার নাম কাউন্ট ফেরারা।”

স্মিথ হাসিয়া বলিল, “ফেরারী বলুন ; তা’ বোতলের ভিতর যে কাগজ-খানি ছিল, তাহাতে ইংরাজী ভাষায় কি লেখা ছিল তাহা ত বলিলেন না ?”

মিঃ ব্রে বলিল, “তাহা এখনই আপনাদিগকে দেখাইব। প্রথমে কাউন্ট ফেরারা সম্বন্ধে আমার যাহা বলিবার আছে তাহা বলিয়া লই। আমি বিশ্বস্ত সূত্রে জানিতে পারিলাম, এই বৃদ্ধটি বহুকাল হইতে সেই দুর্গম দুর্গে বাস করিতেছেন। তিনি নিতান্ত নিরীহ শান্তিপ্রিয় লোক, অত্যন্ত সাদাসিধা ভাবে কালযাপন করেন। সেখানে তাঁহার দুই একটি ভৃত্য আছে তাহারাই না কি তাঁহার পরিচর্যা করে। তিনি কাহাকেও দশনদান করেন না, দুর্গের বাহিরেও পদার্পণ করেন না, পাহাড়ের নীচে গ্রামের ভিতর নামিয়া আসা ত দূরের কথা।”

মিঃ ব্রে বলিলেন, “আপনি কাউন্ট ফেরারাকে দেখিতে গিয়াছিলেন কি ?”

মিঃ ব্রে বলিল, “তাঁহার সম্বন্ধে দেখা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম ; কিন্তু চেষ্টা করিলে সেকালে হয়-ত দিল্লীর বাদশাহের বেগমকে দেখিতে পাওয়া যাইত, কিন্তু একালের কাউন্ট ফেরারার বদন-দর্শন অসাধ্য ব্যাপার ! গিরিচূড়ার সেই দুর্গম দুর্গে যাতায়াতের একটি মাত্র উপায় আছে ; একটি অদ্ভুতাকৃতি কাঠের দোলা দুর্গের এক প্রান্ত হইতে কপিকল ও সুদীর্ঘ রজ্জুর সাহায্যে পাহাড়ের নীচে নামাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহাতেই নামা উঠা করা চলে।”

মিঃ ব্রে বলিলেন, “সেই দুর্গে প্রবেশ করিবার অস্ত্র কোন উপায় নাই ?”

মিঃ ব্রে বলিল, “না, অস্ত্র কোন উপায় নাই। বিনা কার্য্যে সেখানে গমন নাই। কিন্তু কাউন্ট কাহারও সহিত কোন কার্য্যের সম্বন্ধ রাখেন না।

আমি তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হয় নাই। আমি কোন কৌশলে সেই দোলায় উঠিয়া হয়-ত দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিতাম, কিন্তু সেরূপ কার্যে আমার উৎসাহ হয় নাই। বিশেষতঃ আমার রাগও পড়িয়া আসিয়াছিল, এবং সকল দিক বিবেচনা করিয়া সেই রহস্ত ভেদ করা অতঃপর আমার অসাধ্য মনে হইয়াছিল।”

মিঃ ব্রেক বলিলেন, “আপনি যে পত্রখানি পাইয়াছিলেন, তাহার সাহায্যে রহস্তের কোন সূত্র আবিষ্কৃত হইত না কি?”

মিঃ ব্রে বলিল, “আমার বিশ্বাস, যথাসাধ্য চেষ্টা করিলে রহস্তভেদ হইতেও পারে। আপনি সেই পত্রখানি দেখুন, তাহা দেখিলে প্রকৃত ব্যাপার কতকটা বুঝিতে পারিবেন; এসম্বন্ধে আপনার অভিমত জানিবার জন্য আমার আগ্রহ হইয়াছে।”—ব্রে তাহার পকেট-বহি খুলিয়া তাহার ভিতর হইতে একখানি পত্র বাহির করিল; পত্রখানি সে মিঃ ব্রেকের হাতে দিল।

স্মিথ বলিল, “পত্রখানি আমি দেখিতে পারি কি?” সে মিঃ ব্রের সম্মতিতে অপেক্ষা না করিয়াই মিঃ ব্রেকের ডেস্কের উপর বুঁকিয়া-পড়িয়া পত্রখানি পাঠ করিতে লাগিল।

পত্রখানি সজ্জিগু ; কোন একটা ভোঁতা কলম দিয়া ফিকা কালীতে তাহা লেখা হইয়াছিল; তাহাতে এই কয়েকটি কথা লিখিত ছিল,—

“আমি এখানে বন্দী হইয়াছি। আমাকে উদ্ধার কর।—লায়নেল ব্রেট।”

মিঃ ব্রেক পত্রখানি পাঠ করিয়া হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইলেন। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া ব্রেকে বলিলেন, “পত্রখানি সজ্জিগু হইলেও অত্যন্ত রহস্তপূর্ণ! ইহা পাঠ করিয়া আপনার কি মনে হইয়াছিল মিঃ ব্রে! এই লায়নেল ব্রেট কে? নামটি কি আপনার পরিচিত?”

মিঃ ব্রে বলিল, “লোকটিকে আমি চিনি না, উহার নামও পূর্বে কোন দিন শুনি নাই। আমি সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম কাষ্ট্রি, পল্লীর কেহই ঐ লোকটি সম্বন্ধে কোন কথা জানে না; এমন কি, কেহ তাহার নাম

পর্যন্ত শুনে নাই। এ যে কি ব্যাপার তাহাও বুঝিতে পারি নাই। আমি ত আপনাকে বলিয়াছি, আমি আজই সকালে ইংল্যাণ্ডে আসিয়াছি; এদেশে আসিয়া এই ঘটনার কথা সর্বপ্রথমে আপনাকেই বলিলাম।”

স্মিথ বলিল, “লায়নেল ব্রেট!—কেন কষ্টা, আপনি ত—”

মিঃ ব্লেক স্মিথের কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, “আঃ, তুমি থামো হে!—মিঃ ব্রে, আপনি বলিতেছেন—কোনও দিন আপনি লায়নেল ব্রেটের নাম শুনে নাই?”

মিঃ ব্রে বলিল, “ঐ পত্রেই নামটা প্রথম দেখিলাম, পূর্বে কখন শুনি নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহা হইলে এই বিষয়টি আমার অপেক্ষা আপনার অধিকতর দুর্বোধ্য: আমি কিহু সরল ভাবেই আপনার নিকট স্বীকার করিতেছি এই পত্রখানি যে জাল নহে—ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।”

মিঃ ব্রে বলিল, “যাহার কিছুই জানি না তাহা খাটি কি জাল কিরূপে বুঝিব? জাল হইতেও পারে। তামাসা হওয়াও কি অসম্ভব? কেহ মজা দেখিবার জন্ত ঐ কাণ্ড করে নাই, একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যায় কি?—এই জন্তই ত আপনার সঙ্গে পরামর্শ করিতে আসিয়াছি; কিন্তু যদি ভীতিহীন একটা বাজে উ’ড়ো চিঠির আলোচনায় আপনার সময় নষ্ট করিয়া থাকি তবে তাহা বড়ই ক্ষোভের বিষয় হইবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আপনি সকল কথা আমার গোচর করিলেন, এজন্ত আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি মিঃ ব্রে! ইহা সম্পূর্ণ অমূলক না হইতেও পারে। আশা করি অনুসন্ধানের ফলে প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারা যাইবে। বিশ্বয়ের বিষয় এই যে, ইটালী দেশের একটি নিভৃত প্রদেশের গিরিচূড়া হইতে যে পত্রখানি বোতলের মারফৎ পাহাড়ের নীচে ঝিকপথের উপর নিক্ষিপ্ত হইল, তাহা ইংরাজী ভাষায় লিখিত, এবং তাহা কোন ইতালীয়মানের সম্মুখে না পড়িয়া যাহার সম্মুখে পড়িল ইংরাজীই তাহার মাতৃভাষা! এরূপ যোগাযোগ দুর্লভ নয় কি? শুনিলে মনে খটকা বাধে, অথচ

পত্রখানি যদি আকাশ হইতে পড়িত তাহাও অসম্ভব মনে হইত না, কারণ লায়নেল ব্রেট আকাশ হইতেই অদৃশ্য হইয়াছিল।”

মিঃ ব্রেঃ মিঃ ব্লেককে বলিল, “আপনি কি তবে এই লায়নেল ব্রেটকে জানেন? অর্থাৎ তাহার সম্বন্ধে কোন জনরব শুনিয়াছেন কি? কাল্পনিক নাম নয়?”

মিঃ ব্লেক গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “মাননীয় লায়নেল ব্রেটের মৃত্যু হইয়াছে বলিয়াই জানি।” যুবকটি লণ্ডনবাসী লর্ড গেনথর্ণের একমাত্র পুত্র, পিতার অগাধ সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী। গত জুলাই মাসে তাহার মৃত্যু-সংবাদ শুনিতে পাইয়াছিলাম।”

মিঃ ব্রেঃ ক্ষণকাল নিমন্ত্রণ থাকিয়া বলিল, “গত জুলাই মাসে? কিরূপে তাহার মৃত্যু হইয়াছিল মহাশয়?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহার মৃত্যুর সহিত আপনার এই গল্পটির অল্প একটু সামঞ্জস্য আছে; এইজগুই আপনার গল্পটি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক বলিয়া মনে হইয়াছে। মাননীয় লায়নেল ব্রেটের মৃত্যুর চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই; কিন্তু অবস্থা বিবেচনায় সকলেরই ধারণা হইয়াছে সে জীবিত নাই। গত জুলাই মাসে সে গগন-পথে উধাও হইয়া হঠাৎ নিরুদ্ধেশ হইয়াছে।”

মিঃ ব্রেঃ বলিল, “গগন-পথে উধাও হইয়া নিরুদ্ধেশ! তবে কি তিনি এরোপ্লেনে দেশ-ভ্রমণে যাত্রা করিয়া আর ফিরিয়া আসেন নাই?” কথাটা আমার নিকট সম্পূর্ণ নূতন বটে!—তাহার চক্ষু হঠাৎ প্রদীপ্ত হইল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না। গত জুলাই মাসে ব্রেট ইংল্যান্ড ত্যাগ করে; তাহার ইচ্ছা ছিল সে একাকী উড়িয়া ((to fly solo) ইংল্যান্ড হইতে ভারতে যাইবে। তাহাকে ফ্রান্সের উপর দিয়া নির্বিঘ্নে উড়িয়া যাইতে দেখা গিয়াছিল; সুইটজারল্যান্ডের কিয়দংশ পর্য্যন্ত তাহার এরোপ্লেন দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।”

মিঃ ব্রেঃ বলিল, “তবে ত তিনি ঐ পথেই গিয়াছিলেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হা, ঐ দিকেই সে গিয়াছিল বটে ; কিন্তু হুইট্‌জার-
ল্যাণ্ড পার হইবার পর আর তাহার এরোপ্লেন দেখিতে পাওয়া যায়
নাই। তাহার এরোপ্লেন অদৃশ্য হওয়ার পর তাহার অনুসন্ধানের ক্রটি
হয় নাই, কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। এইজন্য সকলেরই
ধারণা হইয়াছিল ত্রেট কুয়াসায় বা ঝটিকাবর্ত্তে পড়িয়া পথ হারাইয়াছিল,
এবং সেই সঙ্কটকালে এরোপ্লেনখানি বশে রাখিতে না পারায় বিপন্ন হইয়া
প্রাণ হারাইয়াছিল।”

মিঃ ব্রে বলিল, “এরোপ্লেনখানি ভাঙ্গা অবস্থায় কোথাও পড়িয়া
থাকিতে দেখা যায় নাই ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না, তাহার চিহ্নমাত্র কোথাও দেখিতে পাওয়া
যায় নাই। অনেকের ধারণা তাহা ভূমধ্যসাগরে পড়িয়াছিল। আপনার
স্মরণ থাকিতে পারে গত গ্রীষ্মকালে কয়েকজন বিমানবিহারী ঠিক ঐ
ভাবেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। কি গভীর আগ্রহে, মহা উৎসাহভরেই
তাহারা স্বদেশ ত্যাগ করিয়াছিল ! কিন্তু অবশেষে তাহারা সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য
হইয়াছিল—যেন বাতাসে মিশিয়া গিয়াছিল ; তাহাদের কাহারও কোন
সন্ধান পাওয়া যায় নাই। মিঃ ত্রেটের পরিণামও সম্ভবতঃ সেইরূপ শোচনীয়
হইয়াছিল।”

মিঃ ব্রে বলিল, “তাঁহার গগন পথে যাত্রা করিবার তিন মাস
পরে কাষ্টিলোর গিরিচূড়া হইতে এই পত্রখানি বোতলে পুরিয়া কি আমাকে
লক্ষ্য করিয়া নিক্ষেপ করা হইয়াছিল ! পত্রখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত
এবং লায়নেল ত্রেটের স্বাক্ষরিত। এ যে বড়ই অদ্ভুত ব্যাপার মিঃ
ব্লেক !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “প্রকৃত রহস্য কি, তাহা জানিবার উপায় নাই।
অল্পমানে নির্ভর করিয়া সত্য নির্ণয় করা অসম্ভব ; তবে এই পত্রখানির
ব্যাপার, কাহারও ধান্নাবাজি বলিয়াই সর্বাগ্রে সন্দেহ হয়।”

শ্রী ব্রজবল্লভ বলিল, “কিন্তু কর্ত্তা, প্রকৃত ঘটনার কথাটা ত ভুলিলে চলিবে না ;

লায়নেল ব্রেট টাইরোলের নিকটবর্তী কোনও স্থান হইতে অদৃশ্য হইয়াছিলেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, উহাও বিবেচ্য বিষয় বটে; কিন্তু যদি আমরাগকে স্বীকার করিতে হয়—এই পত্রখানি জাল নহে, ইহা সত্যই লায়নেল ব্রেটের স্বহস্তলিখিত; তাহা হইলে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, সে তাহার এরোপ্লেন লইয়া ঐ পাহাড়ের চূড়ায় নামিয়াছিল।”

মিঃ ব্রে বলিল, “অর্থাৎ তাঁহাকে গিরিচূড়াস্থিত দুর্গের ছাদে (on the roof of the fortress) অবতরণ করিতে হইয়াছিল। তিনি দুর্গের ছাদে পড়িলেন, অথচ মরিলেন না, বাঁচিয়া থাকিলেন; ইহা কি সম্ভব? একথা কি বিশ্বাসযোগ্য?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ঐ সঙ্গে অল্প কথাও বিবেচ্য। সেই গ্রামের ও গ্রামের চতুর্দিকস্থ জনপদের লোকগুলি কি ইহার কিছুই জানিতে পারিত না? যদি তাহার এরোপ্লেনখানি সেই গিরিচূড়ায় অবতরণ করিত তাহা হইলে গ্রামের কোন না কোন লোক তাহা নামিতে দেখিতে পাইত। তাহার ইঞ্জিনের ‘ঘ্যানোর ঘ্যানোর’ শব্দ কাহারও না কাহারও কর্ণগোচর হইত। গ্রামের কোন লোক এরোপ্লেনের সাড়া শব্দ পাইল না, তাহার চিহ্ন মাত্র দেখিতে পাইল না, অথচ তাহা আকাশে ঘুরিতে ঘুরিতে গিরিচূড়ায় নামিয়া আসিল, ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য?”

মিঃ ব্রে বলিল, “না, ইহা বিশ্বাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য বিষয় মিঃ ব্লেক!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ইহা ভিন্ন আরও কথা আছে। মিঃ ব্রেটকে সেখানে কয়েদ করিয়া রাখিবার কারণ কি? সেই সংসারভাগী সন্ন্যাসী বা সংসার-নিলিপ্ত পুঙ্খট অর্থাৎ কাউন্ট ফের্ণার কি উদ্দেশে সহস্রাগত একটি ইংরাজ যুবককে সেখানে আটক করিয়া রাখিবে? মিঃ ব্রে, আপনি এই বিষয়ে আমার সহিত যুক্তি পরামর্শ করিতে আসিয়াছেন, এজন্য আমি আপনার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। বিষয়টি অত্যন্ত কৌতূহলজনক।”

মিঃ ব্রে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “ঈ, মিঃ ব্লেক, এ সম্বন্ধে আমার কিছু কর্তব্য আছে বলিয়াই মনে হইয়াছিল; কিন্তু পুলিশের নিকট এ সকল কথা প্রকাশ করা নিষ্ফল—ইহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আপনি লণ্ডনের সর্বপ্রধান ডিটেক্টিভ, এজ্ঞা সকল কথা আপনারই নিকট প্রকাশ করিলাম,—যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাহা সমস্তই সবিস্তার আপনাকে বলিলাম, একটি কথাও আপনার নিকট গোপন করি নাই। আমার বর্ণনা কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নহে।—আপনি সকল কথাই শুনিলেন, এখন কি করিবেন মনে করিতেছেন?”

মিঃ ব্লেক কয়েক মিনিট চিন্তা করিয়া বলিলেন, “আমি এখন একটি মাত্র কাৰ্য্য করিতে পারি। আমি ব্রেটের পিতা লর্ড গেনথর্গকে এই পত্রখানি দেওয়াই সঙ্গত মনে করিতেছি। ব্রেটের অন্তর্দ্বন্দ্ব অত্যন্ত রহস্যজনক ব্যাপার; স্বতরাং এ সম্বন্ধে যথাযোগ্য তদন্ত হওয়াই প্রার্থনীয়। ব্রেটের মৃত্যুর নিশ্চয়তার কোন প্রমাণ নাই; অথচ সে উড়িতে উড়িতে কোথায় গিয়া পড়িয়াছে তাহাও কেহ দেখিতে পায় নাই। এ অবস্থায় কাষ্টলো গিঁবিচডায় তাহার আবদ্ধ হইয়া থাকা যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, একথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না।”

মিঃ ব্রে বলিল, “এই বিষয়ের সকল ভার আমি আপনার হস্তেই অর্পণ করিলাম মিঃ ব্লেক, আপনি যাহা ভাল বুঝিবেন তাহাই করিবেন। আমার বিশ্বাস, আমি কোন যোগাতর ব্যক্তির হস্তে এই ভার অর্পণ করিতে পারিতাম না। আমার ইচ্ছা ছিল—আর কিছু দিন লণ্ডনে থাকিয়া আপনার তদন্তের ফলাফল দেখিয়া যাই, কিন্তু কোন জরুরী কার্যের জন্ত আমাকে অবিলম্বে স্বদেশে ফিরিতে হইবে। আমি জ্ঞানি আপনার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিব।”

মিঃ ব্রে ব্লেকের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে মিঃ ব্লেক সেই সন্ধিক্ষণ পত্রখানি পুনরবার পরীক্ষা করিলেন। স্থিতি সন্দ্বিগ্ন দৃষ্টিতে পত্রখানির দিকে চাহিয়া বলিল, “কর্তা, লোকটা যে সকল কথা বলিয়া গেল—তাহা কি সত্য?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমার বিশ্বাস—সত্য; তোমার কি মনে হয়?”

স্মিথ বলিল, “আমার মনে হইল উহার কথা অত্যাশ্চর্য।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “অত্যাশ্চর্য মনে করিবার কি কোন কারণ আছে ?
মিঃ ব্রে বিদেশী লোক, আমেরিকান; আমার কাছে আসিয়া কতকগুলি বাজে
কথা বলিয়া তাহার লাভ কি ? বিশেষতঃ, সে যে সকল কথা বলিয়া গেল,
তাহা সত্য কি না ইহা সপ্রমাণ করা কঠিন হইবে না। আমরা কাষ্টিলো গ্রামে
উপস্থিত হইয়া সন্ধান লইলেই ব্রের কথাগুলি সত্য কি না তাহা জানিতে
পারিব। বোতলটা তাহার সম্মুখে পড়িয়া চূর্ণ হইলে ভাঙ্গা বোতলের কাচ
তাহার দেহে বিদ্ধ হইয়াছিল, ইহাতে সে ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় হইয়া কি রকম
হৈ-চৈ করিয়াছিল তাহা তাহার কথা শুনিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি, স্বতরাং
গ্রামের লোকেরা এ সম্বন্ধে কিছুই জানে না—এরূপ মনে করিবার কারণ নাই,
তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেই ইহার প্রমাণ পাইব।”

স্মিথ বলিল, “সে কথা সত্য। যদি সে কোন গুপ্ত কারণে আমাদের কাছে
একটা মিথ্যা গল্প বলিয়া দমবাজি করিয়া থাকে তাহা হইলে কাষ্টিলো গ্রামের
লোকের কাছে সন্ধান লইলে ভাঙ্গা বোতল সম্বন্ধে কোন কথা শুনিতে পাওয়া
যাইবে না; কিন্তু আপনার কি টাইরোলে যাইবার কোন সম্ভাবনা আছে
কর্ত্তা ? একটা হজ্জুকে নির্ভর করিয়া কি সেখানে যাওয়া সম্ভব হইবে ?”

মিঃ ব্লেক উঠিয়া-দাড়াইয়া বলিলেন, “আমি এখন লণ্ডনের পশ্চিম পল্লীতে
লর্ড গেনথর্ণের বাড়ী ভিন্ন অত্র কোন স্থানে যাইবার কথা চিন্তা করি নাই
স্মিথ ! যদি আমার ধারণার কথা জিজ্ঞাসা কর, তাহা আমি এই মাত্র বলিতে
পারি যে, এই ব্যাপারটা আগাগোড়া তামাসা অর্থাৎ মজার ব্যাপার
বলিয়াই আমার ধারণা হইয়াছে।”

স্মিথ বলিল, “আপনার এরূপ ধারণা হইয়া থাকিলে লর্ড গেনথর্ণের নিকট
যাইবার প্রয়োজন কি ? তিনি কি এই সকল কথা শুনিয়া মনে-আঘাত
পাইবেন না ? বিশেষতঃ, এই কাহিনী শুনিয়া লেডি গেনথর্ণের মনের ভাব
কিরূপ হইবে ? তাহারা হয়-ত বিশ্বাস করিয়াছেন তাঁহাদের ছেলেকে সত্যই
মারা গিয়াছে। অদৃষ্টে যাহা ছিল হইয়াছে ভাবিয়া তাঁহারা হয়-ত এত দিন

কিঞ্চিৎ সাস্তুনা লাভ করিয়াছেন ; এ অবস্থায় তাঁহাদের মনে মিথ্যা আশার সঞ্চার করিয়া লাভ কি ?”

মিঃ ব্লেক দৃঢ় স্বরে বলিলেন, “কিন্তু এ সকল কথা লর্ড গেনথর্ণের নিকট আমাকে প্রকাশ করিতেই হইবে। আমি মিঃ ব্রেকে কথা দিয়াছি। তাহার উপর মিঃ ব্রেকের মৃত্যুর কোন অকাটা প্রমাণ এখনও পাওয়া যায় নাই ; সুতরাং লায়োনেল ব্রেক জীবিত থাকিতেও পারে ; হয় ত গিরিচূড়ায় তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। সুতরাং তাহার পিতার নিকট এ সকল কথা প্রকাশ করা উচিত। বিশেষতঃ, এই পত্রের লেখাটি তাঁহারা অনায়াসে সনাক্ত করিতে পারিবেন, তাঁহাদের ছেলের স্বাক্ষর তাঁহারা চিনিতে পারিবেন সন্দেহ নাই। আমি গোপনে লর্ড গেনথর্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিব। তাঁহার স্ত্রীর নিকট এ কথা প্রকাশ করিয়া তাঁহার শাস্তিভঙ্গ করিবার জন্ত আমি আদৌ উৎসুক নহি।”

পাঁচ মিনিটের মধ্যে মিঃ ব্লেক গ্রাস্ভেনর স্কোয়ারে লর্ড গেনথর্ণের গৃহে যাত্রা করিবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন।

কথা ক'প

এক জোয়ালে দুই বলদ !

মিঃ ব্লেক লর্ড গেনথর্ণের স্ত্রপ্রশস্ত লাইব্রেরীতে বসিয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। লর্ড গেনথর্ণ অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে সেই কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন : তাঁহার মুখ গম্ভীর, চক্ষু বিস্ফারিত, ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়িতেছিল। মন সংযত করা তখন তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল।

তিনি চলিতে চলিতে মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিয়া থামিলেন, এবং অসহিষ্ণু ভাবে বলিলেন, “মিঃ ব্লেক, ইহা পাশ্চাত্যবাজি ?—মজা দেখিবার জন্ম কেহ এই ভাবে চালাকি করিয়াছে ? না, তাহা হইতেই পারে না ; তাহা বিশ্বাসের অযোগ্য। এক্ষণে ব্যাপার লইয়া কি কেহ চালাকি করিতে পারে ? আর আমি কি আমার ছেলের হাতের লেখা চিনি না ? এই পত্র লায়নেলেব নিজের হাতে লেখা। আমি সপথ করিয়া বলিতে পারি—ইহা তাহারই হস্তাক্ষর।”

লর্ড গেনথর্ণ ভাবপ্রবণ লোক, তিনি সহজেই উত্তেজিত হইতেন ; মাহা সত্য মনে করিতেন, যদি কেহ তাহা মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিত, বা তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিত, তাহা হইলে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতেন। তাহার যুক্তি প্রমাণ সকলই অগ্রাহ করিতেন, প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার মতের সমর্থন না করিলে, ‘জল উচ’ না বলিলে, তিনি কোন কথা কানে তুলিতেন না। তাঁহার ধারণা ছিল জগতে তাঁহার মত বুদ্ধিমান একজনও নাই। আমাদের প্রতিবেশী ক্ষুদ্র কোল-ব্যাংএরই এখন এইরূপ দ্রাবণ্য, তখন ইংলণ্ডের একজন বড় জমিদার লর্ড গেনথর্ণের দোষ কি ? মিঃ ব্লেক ব্রের নিকট যে পত্রখানি পাঠিয়াছিলেন, তাহার লেখা সনাক্ত করিবার জন্ম মিঃ ব্লেক তাহা লর্ড গেনথর্ণের হাতে দিয়াছিলেন ; পত্রখানি তাঁহার হাতেই ছিল।

তিনি সেই পত্রখানির উপর আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “হাঁ, ইহা আমার ছেলে লায়নেরই হস্তাক্ষর। আপনি কোন্ যুক্তিতে বলিতেছেন—ইহা তাহার হস্তাক্ষর কি না এ বিষয়ে সন্দেহ আছে ? সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাই কি গোয়েন্দাদের পেশা ?”

মিঃ ব্লেক ধীর স্বরে বলিলেন, “স্থির হউন মহাশয় ! আপনার একরূপ উত্তেজিত হওয়া সঙ্গত নহে। যদি আপনার পুত্র সতাই জীবিত থাকে, তাহা হইলে আমি আপনার অপেক্ষা অল্প স্থখী হইব না। কিন্তু এই কাৰ্য্য কাহারও চাতুরী বা ধাম্ভাবাজি হইতেও পারে—একরূপ সম্ভাবনার কথা একেবারেই উড়াইয়া দেওয়া যায় না, ইহাও আপনার বোধগম্য হওয়া উচিত। পৃথিবীতে দুইবৃদ্ধি খেলের অভাব নাই : তাহারা পরের দুঃখ কষ্টে উদাসীন ; একটু নিঃস্বপ্ন আমোদের লোভে তাহারা অসঙ্কোচে শোকার্তের হৃদয়ে কঠোর আঘাত করে, এবং তাহাতেই প্রচুর আনন্দ লাভ করে। মিঃ ব্রে নামক মার্কিন ভদ্রলোকটি ঐ পত্রখানি পাইলে সে উহা আমার হাতে দিয়া যথাস্থানে অম্লসন্ধানের জন্ত আমাকে অম্লরোধ করিয়াছিল ; এই জন্তই আপনার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিতে আমার আগ্রহ হইয়াছিল।”

লর্ড গেনথর্প বলিলেন, “আমার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া আপনি ভালই করিয়াছেন ; হাঁ, আপনি ঠিক কাষই করিয়াছেন। আমার পুত্র জীবিত আছে ইহার অকাটা প্রমাণ তাহার স্বাক্ষরিত এই পত্র। পরমেশ্বরকে ধন্তবাদ যে, সে এখনও জীবিত আছে ; কিন্তু যাহারা তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে, এই দীর্ঘকালেও মুক্তিদান করে নাই, তাহাদিগকে ইহার ফলভোগ করিতে হইবে। আমি তাহাদের যথাযোগ্য দণ্ডের ব্যবস্থা করিব।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “যদি সতাই কেহ তাহাকে ঐভাবে কয়েদ করিয়া রাখিয়া থাকে—তাহা হইলে সে কঠোর দণ্ডের যোগ্য, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কিন্তু কর্তব্য নির্দ্ধারণের পূর্বে আপনাকে কতকগুলি বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। প্রথমতঃ, একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, গত জুলাই মাসে আপনার পুত্র গগন-পথে উধাও হইবার পর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায়

নাই, সেই সময় হইতে সে সম্পূর্ণ নিরুদ্দেশ, এবং এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, কাষ্টিলো গিরি-চূড়া তাহার গগন-পথের অদূরে অবস্থিত থাকিলেও—”

লর্ড গেলথর্প উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “হাঁ, হাঁ, তাহা আমার জানা আছে ; সে কাষ্টিলো পাহাড়ের উপর দিয়া উড়িয়া যাইবার সময়—যে কারণেই হউক, সেখানে নামিয়াছিল। ইহা কি আপনি অসম্ভব মনে করেন মিঃ ব্লেক ! সেই পাহাড়ের চূড়া দেখিয়া তাহার নামিবার সখ হইয়াছিল, গিরি-চূড়াটি পরীক্ষা করিবার জন্ত তাহার আগ্রহ হওয়াও অস্বাভাবিক নহে। সে সেখানে নামিয়াছিল ; কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে তাহাকে সেখানে আটক করা হইয়াছিল। সেই কারণটি কি, তাহা এক দিন আমরা জানিতে পারিব। তাহাকে সেখানে কয়েদ করা হইলে সে তাহার বিপদের সংবাদ জানাইবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু এই কয়েক মাসের মধ্যে সে সেই সংবাদ জানাইবার সুযোগ পায় নাই। সুযোগের প্রতীক্ষায় তাহাকে মাসের পর মাস অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল ; অবশেষে সে কিরূপ অদ্ভুত কৌশলে সংবাদটি জানাইয়াছে—তাহা আপনার সুবিদিত। ঐ যে কি নাম বলিলেন—যে লোকটি সেই গিরি-তুর্গে বাস করে ?—কাউন্ট ফেরারা নয় ? সেই লোকটি পাগল কি না তাহা কিরূপে জানিব ? যদি সে সত্যি উন্মাদ হয়—তাহা হইলে সে পাগলামির খেয়ালেই আমার ছেলেকে এই দীর্ঘকাল সেখানে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে। বেটা শয়তান ! এ রকম বিতিকিচ্ছি বদখেয়ালও পাগলের মাথায় আসিয়া জোটে ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “মহাশয়, আপনি যদি মন স্থির করিয়া ধীরভাবে—”

লর্ড গেলথর্প দুই হাত সবেগে উর্দ্ধে আন্দোলিত করিয়া আবেগভরে বলিলেন, “তুত্তোর মন স্থির ! আপনি আমাকে মন স্থির করিতে উপদেশ দিতেছেন ; কিন্তু আপনি যদি পুত্রের পিতা হইতেন, এবং সেই পুত্র যদি একটা উন্মাদের পাল্লায় পড়িয়া এই ভাবে গিরি-চূড়ায় বন্দী হইত, আর সে পত্র লিখিয়া আপনার সাহায্য প্রার্থনা করিত—তাহা হইলে আপনি কি মন স্থির

করিয়া বিজ্ঞের মত এই রকম উপদেশ দিতেন ? মনকে হুকুম করিলেই মন স্থির হইবে ? আমার বুকের ভিতর কি আগুন জলিতেছে তাহা কি আপনার বুঝিবার শক্তি আছে ? আপনি আমাকে যে সংবাদ দিয়াছেন—তাহা শুনিয়া কোন্ বাপ মন স্থির করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে মহাশয় ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু আপনার পুত্রবাৎসল্য যতই অধিক হউক, আপনাকে ত যুক্তি মানিতে হইবে। আমি আপনাকে আপনার পুত্রের সংবাদ দিয়াছি বটে, কিন্তু ঐ পত্র যে আপনার পুত্রই লিখিয়াছে, বা সে জীবিত আছে—ইহার কোন অকাট্য প্রমাণ আপনাকে দিতে পারিয়াছি কি ? লর্ড গেনথর্গ, আমি আপনার হতাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিয়াছি ; কিন্তু এই আশা যদি পরে নিরাশায় পরিণত হয়, তাহা হইলে তখন আপনি হৃদয়ে কিরূপ গভীর আঘাত পাইবেন, তাহা চিন্তা করিয়া আমার অত্যন্ত দুঃখ হইতেছে।”

লর্ড গেনথর্গ বলিলেন, “আপনার সখের দুঃখ নিশ্চয়জ্ঞান। আপনি আমার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া, এই পত্র আমাকে দিয়া অত্যন্ত ভাল কাষ করিয়াছেন মিঃ ব্লেক ! হাঁ, তাড়াতাড়ি আমাকে সংবাদ দেওয়া খুব ভাল হইয়াছে ; কারণ অবিলম্বে এই ব্যাপারের তদন্ত আরম্ভ করিতে হইবে। ছেলেটা এই কয়মাস ধরিয়া সেখানে কি কষ্ট পাইয়াছে—তাহা চিন্তা করিলেও মাথা ঘুরিয়া উঠে, শরীরের রক্ত গরম হয় ; মন সংযত করা কঠিন হয়। হাঁ, আমি অবিলম্বে সেই গিরিচূড়ায় খানাতল্লাসীর ব্যবস্থা করিব ; সেই পাগলাটাকে ধরিয়া আনিয়া,—কিন্তু সে কাষ পরে হইবে, আগেকার কাষ আগে করি। আপনি মুহূর্তকাল অপেক্ষা করুন।”

লর্ড গেনথর্গ তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষের অগ্র প্রান্তে উপস্থিত হইয়া একটি ঘণ্টার বোতাম স্পর্শ করিলেন। তিনি সেই বোতামে আঙ্গুলের খোঁচা দেওয়ার পূর্বেই মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ও কি করিতেছেন ? আপনার মতলব কি ?”

লর্ড গেনথর্গ বলিলেন, “আমার মতলব ? আমার মতলব কি, তাহা এখনই জানিতে পারিবেন।”

ঔহার আঙ্গুলের খোঁচায় ‘ক্রিং-ক্রিং’ শব্দে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল, এবং

একটি দীর্ঘদেহ সুবেশধারী আন্দালী লর্ড গেনথর্ণের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল।

লর্ড গেনথর্ণ আন্দালীকে বলিলেন, “পোরসন, তোমার মনিব-পত্নীকে জানাও—তিনি এই মুহূর্ত্তে লাইব্রেরীতে আসিয়া আমার সঙ্গে দেখা করিলে সুখী হইব।”

আন্দালী সবিনয়ে বলিল, “যো হুকুম, খোদাবন্দ !”

মিঃ ব্লেক ব্যগ্র ভাবে বলিলেন, “লর্ড গেনথর্ণ ! এ আবার আপনার কি খেয়াল ? আমি আপনার এই ছেলেমানুষীর সমর্থন করিতে অসমর্থ। লেডি গেনথর্ণকে এখন এ সম্বন্ধে কোন কথা না বলাই সঙ্গত মনে করি। তাঁহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া লাভ কি ? ভবিষ্যতে যদি সন্দেহের কোন—”

লর্ড গেনথর্ণ মিঃ ব্লেকের কথায় বাধা দিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “না, না, সন্দেহের বিন্দুমাত্র কারণ নাই। আপনার মনে এত সন্দেহ আসিয়া জুটিতেছে কেন ? আমার ছেলে বাঁচিয়া আছে—ইহার প্রমাণের অভাব কি ? সে গত জুলাই মাসে আকাশে উড়িয়া অদৃশ্য হইয়াছিল ; ঐ পাহাড়ের মাথার উপর উপস্থিত হইবার পর আর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। আমার বিশ্বাস, কোন অজ্ঞাত কারণে তাহাকে সেখানে আটক রাখা হইয়াছে। এত দিন সে এই দুঃসংবাদ পাঠাইবার সুযোগ পায় নাই। এতদিন পরে সে স্বহস্তে এই পত্র লিখিয়া সংবাদ দিয়াছে—এই এক কথা আপনাকে কতবার বলিব ;”

মিঃ ব্লেক তাঁহাকে কোন কথা বলিবার পূর্বেই সেই কক্ষের দ্বার ঠেলিয়া লেডি গেনথর্ণ তাঁহার স্বামীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মিঃ ব্লেক তাঁহার বিরাট দেহ দেখিয়া বৃষ্টিতে পারিলেন মিসেস্ বার্ডেল তাঁহার দেহের তুলনায় ক্ষীণাকীর্ণ ; ওজন করিলে তাঁহার দেহ তিনমন সাঁইত্রিশ সেরের কম হইবে না ! আত্মাভিমান ও ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব তাঁহার মুখমণ্ডলে প্রতিফলিত।

লর্ড গেনথর্ণ তাঁহাকে দেখিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে বলিলেন, “প্রিয়ে, প্রিয়তমে, একটা হুসংবাদ শুন্নিবার জগু তুমি—”

লেডি গেনথর্ণ বাধা দিয়া বলিলেন, “জন, হঠাৎ তুমি একরকম বে-সামান

হইয়া উঠিয়াছ—ইহার কারণ কি, তাহাই আমি সর্বাগ্রে জানিতে চাই।”—
হঠাৎ মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া, একজন অপরিচিত লোককে সেই কক্ষ
উপস্থিত দেখিয়া তিনি কুণ্ঠিত ভাবে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন।

লর্ড গেনথর্প আবেগ ভরে তাঁহার সম্মুখে গিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিলেন,
“আমি কি সত্যি বে-সামাল হইয়াছি? বে-সামাল না হইয়া উপায় আছে?
তোমাকে কি কথা বলিবার জ্ঞান ডাকিয়াছি, জান?—আমাদের লায়নেল
জীবিত আছে। হাঁ, আমাদের জীবনের একমাত্র অবলম্বন লায়নেল স্বয়ং
সংবাদ দিয়াছে সে বাঁচিয়া আছে। সে—”

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই মিঃ ব্লেক দেখিলেন লেডি গেনথর্পের
সর্বান্দ্র কাঁপিতেছে! তাঁহার মূর্ছার উপক্রম দেখিয়া মিঃ ব্লেক তাড়াতাড়ি
তাঁহার সম্মুখে গিয়া দুই হাতে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাঁহার মুখ ব্লটিং
কাগজের মত সাদা হইয়া গেল, উভয় চক্ষু কপালে উঠিল। তাঁহারি অবস্থা
দেখিয়া মিঃ ব্লেক সক্রোধে লর্ড গেনথর্পের মুখের দিকে চাহিলেন। লর্ড
গেনথর্প সংবাদটা যে ভাবে তাঁহার স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিলেন, তাহা অত্যন্ত
গহিত ও মৃঢ়ের কাণ্ড হইয়াছে বলিয়াই ব্লেকের ধারণা হইল। তিনি লেডি
গেনথর্পকে দুই হাত বাড়াইয়া ধরিয়া ফেলিলেন, এবং বাতায়নের নিকট লইয়া
গিয়া একখানি চেয়ারে বসাইয়া দিলেন।

লর্ড গেনথর্প তাঁহার পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া আকুলস্বরে বলিলেন, “দেখ
প্রিয়তমে, আমার কথা শুনিয়া যদি তুমি বিশ্বাস হইয়া থাক, তাহা হইলে!
আমার এই ব্যবহারের জ্ঞান আমি আন্তরিক দুঃখিত; কিন্তু সত্য কথা বলিতে
কি, এই সংবাদে আমি এতই উত্তেজিত হইয়াছিলাম যে—

লেডি গেনথর্প কথঞ্চিৎ আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, “না না, তোমার
কোন দোষ দিতে পারি না; তোমার কথা শুনিয়া আমার এরূপ বিশ্বাস হওয়া
উচিত হয় নাই। তুমি আমার ধন্যবাদের পাত্র; হাঁ তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ।
আমি অনেকটা সামলাইতে পারিয়াছি। কিন্তু তুমি কি বলিতেছিলে জন!
আমার ছেলের—আমার লায়নেলের কি সংবাদ পাইয়াছ? এতদিন পরে

আবার কেন আমার মনের নিবানো আগুন নূতন করিয়া জালিয়া তুলিতেছ ?—আহা বাছা আমার, তুই যে আমার নয়নের মনি !”

বুদ্ধ লর্ড বলিলেন, “হাঁ, তোমার লায়নেল জীবিত আছে। এই দেখ তাহার পত্র,—তাহার হাতের লেখা তুমি ত চেন, এ কি তাহার হস্তাক্ষর নয় ?”—তিনি কল্পিত হস্ত প্রসারিত করিয়া পত্রখানি তাঁহার জ্বর হাতে দিলেন, তাহার পর বলিলেন, “মিঃ ব্লেকের আশঙ্কা, ইহা কোন বদলোকের নষ্টামী ! ওহো, উহার সঙ্গে এখনও তোমার পরিচয় হয় নাই ! আমারই ভুল ! উনি বেকার স্ট্রীটের বিখ্যাত ডিটেক্টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক।—মিঃ ব্লেক, আমার স্ত্রীর সহিত আপনার পরিচয় করিয়া দিতে ভুল হইয়া গিয়াছে ; আমার এই ক্রটি আপনি—”

তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই লেডি গেনথর্গ অধীরভাবে উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “হাঁ, ঠিক বটে ; এ আমার ছেলেরই হস্তাক্ষর।—আমি লায়নেলের লেখা ঠিক চিনিয়াছি। মা ছেলের হাতের লেখা চিনিতে পারিবে না, পরে চিনিবে ? এ পত্র লায়নেলই লিখিয়াছে। কিন্তু জন, এ কি ব্যাপার তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না ! কেহ কি তাহাকে কয়েদ করিয়া রাখিয়াছে ?—কোথায় সে বন্দী হইয়াছে ? এতদিন আমরা তাহার কোন সংবাদ জানিতে পারি নাই কেন ? সে কি অবস্থায় আছে ?—শীঘ্র আমার সকল প্রশ্নের উত্তর দাও।”

লর্ড গেনথর্গ তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, “মিঃ ব্লেকই তোমার এই সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবেন ; আমার অপেক্ষা উনিই সকল কথা ভাল করিয়া তোমাকে বুঝাইতে পারিবেন।—মিঃ ব্লেক, আপনি দয়া করিয়া ঐ সকল বিবরণ উঁহাকে বলুন। আমার শরীরটা বড় অবসন্ন বোধ হইতেছে।”

লর্ড গেনথর্গ আড়ষ্ট ভাবে চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন, লেডি গেনথর্গ ব্যাকুল দৃষ্টিতে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। মিঃ ব্লেক মার নীরব থাকিতে পারিলেন না, তিনি মিঃ লুই জি ব্রের নিকট যে সকল কথা শুনিয়াছিলেন তাহা সমস্তই ধীরে ধীরে লেডি গেনথর্গের গোচর করিলেন।

মিঃ ব্রেক অবিলম্বেই বুঝিতে পারিলেন লেডি গেনথর্ণের বুদ্ধি বিবেচনা ও আত্মসংযমের শক্তি তাঁহার স্বামীর অপেক্ষা অনেক অধিক। তিনি প্রথমে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে আর তাঁহার নারীমূলভ ব্যাকুলতা ও বিহ্বলতার পরিচয় পাওয়া গেল না। মিঃ ব্রেক সকল কথা শেষ করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহার চক্ষু আশার আলোকে উজ্জ্বল হইয়াছে। (her eyes were shining with hope) তাঁহার ওষ্ঠে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা পরিস্ফুট।

লেডি গেনথর্ণ হঠাৎ কম্পিত স্বরে বলিলেন, “দেখুন মিঃ ব্রেক, আমি যে-
 লেই অপরিচিত ভদ্রলোকটিকে—কি বলিলেন তাঁহার নাম?—মিঃ ব্রে? হাঁ,
 মিঃ ব্রেকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইবার সুযোগ পাইলাম না—এজ্ঞ
 আমার অত্যন্ত আক্ষেপ হইতেছে। তিনি লগুনে আসিয়া এ সকল কথা অল্প
 কাহাকেও না বলিয়া আপনার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইহা তাঁহার পক্ষে
 সুবিবেচনার কাযই হইয়াছে। যদি এই পত্রখানি জাল বলিয়া আপনার
 সন্দেহ হইয়া থাকে তাহা হইলে সেই অমূলক সন্দেহ অবিলম্বে মন হইতে
 অপসারিত করুন। আমি দৃঢ়তাব সঙ্গে বলিতেছি—এই পত্রের লেখাগুলি
 আমার পুত্র লায়নেলেবই হস্তাক্ষর। আপনি কি মনে করেন আমি তাহার
 হাতের লেখা চিনিতে পারি নাই? অন্যের হস্তাক্ষর তাহার লেখা বলিয়া
 সিদ্ধান্ত করিয়া প্রতারণিত হইয়াছি? না মহাশয়, আমার চক্ষুকে প্রতারণিত
 করা এত সহজ নয়।”

মিঃ ব্রেক ধীরে ধীরে দৃঢ়স্বরে বলিলেন; “লেডি গেনথর্ণ, আমার সত্য কথা-
 গুলি আপনার প্রীতিকর না হইলে আমার ধৃষ্টতা আপনি মার্জনা করিবেন।
 আমাকে বাধ্য হইয়াই বলিতে হইতেছে—মায়েরা অনেকবারই নিষ্ঠুর জালি-
 ঘাতদের দ্বারা প্রতারণিত হইয়াছেন; যাহা তাঁহারা নিজেদের পুত্রের হস্তাক্ষর
 ভাবিয়া মিথ্যা আশায় উৎফুল্ল হইয়াছেন, পরে প্রতিপন্ন হইয়াছে তাহা বার্ষপর
 জালিয়াতের হস্তাক্ষর বলিয়া এই পত্রখানিও যে ঠিক, জাল এ কথা আমি
 বলিতেছি না; আপনার আশা ভঙ্গ করাও আমার উদ্দেশ্য নহে; আমার

বক্তব্য এই যে, আপনি যে কাষ করিবেন তাহা যেন চারি দিকে দৃষ্টি রাখিয়া করা হয়। হৃদি আপনি আশা করিয়া থাকেন আপনার পুত্র সত্যই জীবিত আছে, তাহা হইলে আপনার সেই আশার পরিণাম যে শোচনীয় হইবে না— একথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা কঠিন।”

লেডি গেনথর্গ বলিলেন, “কিন্তু সে কি সত্যই নিরাপদে আছে?—এই কথা চিন্তা করিয়াই আমার মন উৎকণ্ঠায় পূর্ণ হইয়াছে। সে গিরিচূড়ায় আবদ্ধ হইয়াছে; একটা উন্মাদ ইতালিয়ান সেই ভয়ানক স্থানে তাহাকে আটক করিয়া রাখিয়াছে। এ অবস্থায় আমরা কি করিতে পারি?—লণ্ডনে ইতালিয়ান রাজদূত আছেন, তাহার নিকট গিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলে কি ইহার কোন প্রতিকার হইবে না মনে করেন?”

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “এরূপ চেষ্টার ফল নিশ্চিতই কল্যাণ-প্রদ হইবে না। না, এই পন্থা অবলম্বন করিলে আপনার আশা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। আন্তর্জাতিক আইন হৃদয়হীন কল মাত্র, সেই কলের ভিতর নানা গলদ বর্তমান। ইতালিয়ান গবর্নেন্ট যদি এই ব্যাপারে সত্যই হস্তক্ষেপণ করে, তাহা হইলে সেজন্য আপনাকে দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিতে হইবে। আপনার স্বরণ থাকা উচিত—কাউন্ট ফেরারা সেই দূরারোহ গিরিচূড়াস্থিত দুর্গে বাস করে; তাহার সম্মতি ভিন্ন কেহ তাহার নিকট যাইতে পারে না। যদি সে কোন দুর্ভাগিনীতে আপনার পুত্রকে সেখানে কয়েদ করিয়া রাখিয়া থাকে, তাহা হইলে গবর্নেন্টের তরফ হইতে তদন্ত আরম্ভ হইবার পূর্বেই সে তাহাকে সরাইয়া ফেলিবে নাকি? স্তব্রাং গবর্নেন্টর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কোন ফলের আশা নাই। তবে যদি কেহ গোপনে গিরিচূড়ায় উঠিয়া অন্তর অলক্ষে কাষ্টিলো দুর্গে প্রবেশ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার তদন্তে কোন ফল পাওয়া যাইতেও পারে। সরকারী কর্মচারীদের দ্বারা প্রকাশ্য তদন্ত নিষ্ফল হইবে বলিয়াই আমার মনে হয়।”

লেডি গেনথর্গ হতাশ ভাবে বলিলেন, “তাহা হইলে ত আশা পূর্ণ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই; তবে যদি কেহ গোপনে—”

লেডি গেনথর্ণ কথা শেষ না করিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং মিঃ ব্লেকের সম্মুখে গিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিলেন, “আপনি কি ট্রেন্টিনোয় যাইতে পারিবেন না? আপনি আমাকে দয়া করুন, দয়া করিয়া আমার এই অনুরোধ রক্ষা করুন। আপনি আমার পুত্রের উদ্ধারের ভার লইয়া, তাহাকে মুক্তি দান করিয়া আমার নিকট আনিয়া দিন। টাকা? টাকার জ্ঞাত্য ভাবিবেন না; আপনি এজন্য যত টাকা পারিশ্রমিকের দাবী করিবেন আমার স্বামী তাহাই—

মিঃ ব্লেক তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, “পারিশ্রমিকের কথা আপনি না তুলিলেও কোন ক্ষতি ছিল না; অর্থই যে আমার চরম লক্ষ্য, এরূপ আপনি মনে করিবেন না। যদি আপনার ধারণা হইয়া থাকে আমি ট্রেন্টিনোতে গমন করিলেই আপনার উপকার হইবে—তাহা হইলে আপনি স্থির জানিবেন আমার যতটুকু সাধ্য—আপনার জ্ঞাত্য তাহা আনন্দের সঙ্গেই করিতে প্রস্তুত আছি। আপনার অনুমতি পাইলে আমি আজই সেখানে যাত্রা করিতে পারি, কারণ, এ সকল কাণ্ডে বিলম্ব হইলে নানা প্রকার বিঘ্ন—”

লেডি গেনথর্ণ ব্যগ্রভাবে বলিলেন, “আজই আপনি যাইতে সম্মত আছেন? আঃ, আমাকে বাঁচাইলেন মিঃ ব্লেক! পরমেশ্বর আপসার মঙ্গল করুন। আপনি আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করিবেন না। আজই এই মুহূর্ত্তেই আপনি সেখানে যাত্রা করুন।”

লেডি গেলথর্ণের কথা শুনিয়া তাঁহার স্বামী বলিলেন, “কিন্তু প্রিয়তমে, এই ছুরুহ কারণে যে সকল বাধা বিঘ্ন বর্তমান, সেগুলির কথা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? মিঃ ব্লেক ত পূর্বেই বলিয়াছেন, তাহাকে উদ্ধার করিতে হইলে গোপনে চেষ্টা করিতে হইবে; অন্ত্রের অলক্ষ্যে সেই দুরারোহ গিরিশৃঙ্গে উঠিতে হইবে। মিঃ ব্লেক স্বদক্ষ ডিটেক্টিভ বটে, কিন্তু এই কঠিন কাণ্ড তিনি কিরূপে সম্পন্ন করিবেন? এ যে মানুষের অসাধ্য কৰ্ম্ম! আমি জানি কাষ্টিলো-খোহাড্ড খাড়া উচু হইয়া উঠিয়াছে, তাহার গা’ বহিয়া মাধায় উঠিবার উপায় নাই; বিশেষতঃ, কোন উপায়ে সেখানে উঠিতে পারিলেও কাউন্ট ফেরারার

বিনামূল্যে তাহার দুর্গে কাহারও প্রবেশ করিবার উপায় নাই—এ অবস্থায়—”

মিঃ ব্লেক তাঁহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া বলিলেন, “লর্ড গেনথর্ন, আপনার ঐ সকল কথা ভাবিবার প্রয়োজন নাই। আমি যে কাষের ভার গ্রহণ করি, সেই কার্য্য কিরূপে সুসম্পন্ন করিব—আমিই তাহা ভাবিয়া স্থির করি ; সে জন্ত আমার মক্কেলদের মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন হয় না। আমার মাথায় সকল ভার চাপাইয়া আপনারা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। যদি আপনাদের পুত্রটি জীবিত থাকে, তাহা হইলে আমি তাহাকে উদ্ধার করিয়া আপনাদের হস্তে অর্পণ করিতে পারিব—আমার এই অধীকারে আপনারা নির্ভর করিতে পারেন ; ইহার অধিক আর কোন কথা বলা আমার অসাধ্য।”

মিঃ ব্লেক লর্ড ও লেডি গেনথর্নের নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে তাঁহারা উভয়েই সজ্জিত পত্রখানি পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলেন। হস্তাক্ষর যে তাঁহাদের পুত্রেরই, এ বিষয়ে তাঁহারা নিঃসন্দেহ হইলেও লেডি গেনথর্ন যেন কি একটা উৎকট ধাধায় পড়িয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ও য্রিয়মান হইলেন। কি একটা কথা তাঁহার মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিল ; কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তাহা তিনি স্মরণ করিতে পারিলেন না !

তিনি চিন্তাকুল চিত্তে ডেক্সের উপর দৃষ্টিপাত করিলেন। সেই দিনের একখানি সংবাদপত্র ডেক্সের উপর খোলা পড়িয়া ছিল ; সেই কাগজখানির একটি বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে দৃষ্টি পড়িতেই তাঁহার কণ্ঠ হইতে হর্ষধ্বনি নির্গত হইল ; তিনি উৎফুল্ল দৃষ্টিতে তাঁহার স্বামীদ ঘুখের দিকে চাহিলেন এবং উৎসাহ ভরে বলিলেন, “হাঁ, বিজ্ঞাপনটা দেখিয়া তাহার কথা মনে পড়িল।”

লর্ড গেনথর্ন সবিস্ময়ে পত্নীর মুখের দিয়ক চাহিয়া বলিলেন, “কোন বিজ্ঞাপন দেখিয়া কাহার কথা মনে পড়িল ?”

লেডি গেনথর্ন বলিলেন, “মুন্সিল-আসান ! হাঁ, আজ সকালেই তাঁহার একটা অদ্ভুত কাষের বিবরণ খবরের কাগজে পড়িয়াছিলাম। জন ! সে অতি অসাধারণ লোক ; কোন কঠিন কাষ তাহার অসাধ্য নহে ; ভয় কি বস্তু তাহা

সে জানে না। তাহার পেশীগুলি ইম্পাতের মত শক্ত ; দেহে অস্ত্র বিদ্ধ হইলে সে বেদনা বোধ করে না ! বনের বাঘ তাহাকে আক্রমণ করিলে সে বাঘের ঘাড় ভাঙিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে। যে বিপদ হইতে উদ্ধারের আশা নাই, সে উপযুক্ত পারিশ্রমিক লইয়া সেই বিপদ হইতে বিপন্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করে। সে তাহার আফিসে মক্কেলের সঙ্গে দেখা করে। এই কাগজে সে যে বিজ্ঞাপন দিয়াছে তাহাতে তাহার আফিসের ঠিকানা আছে। আমি তাহার সঙ্গে দেখা করিবার জন্ত এই মুহূর্ত্তেই তাহার আফিসে যাইব। তাহাকেই আমি এই কঠিন কাণ্ডের ভার দিব। সে এই ভার লইলে—”

লর্ড গেনথর্ন স্ত্রীর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, “কিন্তু এ কাণ্ড করা তোমার উচিত হইবে না প্রিয়তমে ! আমরা মিঃ ব্লেকের উপর এই কাণ্ডের ভার দিয়া তাঁহাকে কার্যোদ্ধারের জন্য ইটালী যাইতে অনুরোধ করিয়াছি। এখন আর একজনের উপর ঐ ভাব দেওয়া অত্যন্ত অন্যায় হইবে।”

লেডি গেনথর্ন বলিলেন, “কেন অন্যায় হইবে ? মিঃ ব্লেক ডিটেক্টিভ, গোয়েন্দাগিরিতে তাহার অসাধারণ দক্ষতা, কিন্তু এই মুস্কিল-আসানের যে সকল গুণ আছে তাহা তাঁহার নাই। মিঃ ব্লেক অত বড় উচু পাহাড়ে কি করিয়া উঠিবেন ? সে শক্তি তাঁহার নাই ! এরোপ্লেনের সাহায্যে সেখানে উপস্থিত হওয়া হয় ত কঠিন নহে, কিন্তু তাহাতে গোপনে কার্যোদ্ধারের আশা নাই।”

লর্ড গেনথর্ন বলিলেন, “কিন্তু এই মুস্কিল-আসান লোকটা কে ? তুমি তাহার যে সকল গুণের কথা বলিলে, কোন মানুষের সকল গুণ থাকিতে পারে—ইহা বিশ্বাস করিতে আমার প্রবৃত্তি হয় না ! শরীরে ছোরা বিধিলে বেদনা বোধ করে না, বনের বাঘ ধরিয়া গলা টিপিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে—এ সকল কি বিশ্বাসযোগ্য কথা ? চতুর লোক অর্থোপার্জনের ফন্সীতে বিজ্ঞাপনে কত অসম্ভব কথা লিখিয়া সরল পল্লীবাসীদের প্রতারিত করে তাহা ত তুমি জান না। ও সকল বিজ্ঞাপন অগ্রাহ্য করাই উচিত।”

লেডি গেনথর্ন মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “কিন্তু আমি অগ্রাহ্য করিব না ;

তাহার অদ্ভুত শক্তি সম্বন্ধে আমি অনেক কথাই জানি কি না। না, তুমি আর আমাকে বাধা দিও না; আমি এই মুহূর্তেই তাহার আফিসে গিয়া তাহার সঙ্গে দেখা করিব।”

লর্ড গেনথর্ন হতাশভাবে ক্ষীণস্বরে বলিলেন, “তাহার নাম কি?”

লেডি গেনথর্ন বলিলেন, “ওয়াল্ডো। রিউপাট ওয়াল্ডো। সে এই বিংশ শতাব্দীর হারকুলি।” (গ্রীক পুরাণের ভীম।)

লর্ড গেনথর্ন বলিলেন, “তুমি সেই হাড়গিলের সঙ্গে দেখা করিও না; মিঃ ব্রেকের নিকট আমাকে অপদস্থ করিও না। দুই নোকায় পা দিলে ডুবিয়া মরিবার সুবিধা ঘটে, কিন্তু তাহাতে অন্য কোন লাভ নাই।”

লেডি গেনথর্ন উত্তেজিত স্বরে বলিলেন, “আমার ছেলের উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন হইলে আমি দশ জন লোক নিযুক্ত করিব; তুমি ব্রেকের উপর ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পার, কিন্তু আমি তাহা পারিব না। তুমি পুরুষ, মায়ের প্রাণের ব্যাকুলতা বৃদ্ধিতে পারিবে না। অনেক টাকা খরচ হইবে জানি; সে টাকা তোমাকে দিতে হইবে না। আমি মিঃ ওয়াল্ডোকে এই কাণের ভার দিয়া আসিব। গোয়েন্দা ব্রেক ইহাতে অসন্তুষ্ট হইলে উপায় কি? আমি তাহার অসন্তোষের ভয় করি না।”

স্বামাকে আর কোন কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া লেডি গেনথর্ন সেই কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

সেই দিনই লেডি গেনথর্ন অদ্ভুতকর্মা ওয়াল্ডোর চেয়ারিংক্রশের আফিসে উপস্থিত হইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ওয়াল্ডো সসন্মান তাহার অভ্যর্থনা করিল।

এই সময় ওয়াল্ডো ইংল্যান্ডের সর্বত্র খ্যাতি লাভ করিয়াছিল এবং তাহার অসাধারণ শক্তি সামর্থ্যের বিবরণ সমগ্র ইয়ুরোপে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। একদিন দস্যুবৃত্তি যাহার পেশা ছিল এবং ইংল্যান্ডের সম্রাট সম্রাজ যাহার নাম উচ্চারণ করিতেও ঘৃণা বোধ করিতেন, ভদ্রসমাজে যাহার স্থান ছিল না, সে এক্ষণে একটি নূতন পেশা অবলম্বন করিয়াছিল, যে জন্য সে এখন দেশের সর্বত্র

স্বপরিচিত, সম্মানিত ও প্রশংসিত; এমন কি, ইংল্যান্ডের সম্ভ্রান্ত-বংশীয় নরনারীগণ তাহার আফিসে আসিয়া তাহার সহিত করকল্পন করিতেও কুণ্ঠা বোধ করেন না। সহস্র সহস্র গিনি পারিশ্রমিক দিয়া তাহার সাহায্য লাভ করা তাহার সৌভাগ্যের বিষয় মনে করেন। সমাজে এখন ওয়াল্ডোর অসাধারণ প্রতিষ্ঠা।

যে বিপদ হইতে উদ্ধারের কোন আশা নাই, ওয়াল্ডো বিপন্ন ব্যক্তিকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করে, বিপদের পরিমাণ যত অধিক হয় তাহার উৎসাহ ও ক্ষুণ্ণি সেই পরিমাণে বাড়িয়া উঠে! পৃথিবীতে অল্প কোনও ব্যক্তি জীবিকা নির্বাহের জন্য এরূপ অদ্ভুত পেশা অবলম্বন করিয়াছে কি না। সন্দেহের বিষয়। এই ব্যবসায়ের সে যে বিপুল অর্থ উপার্জন করে—তাহা তাহার আফিসে প্রবেশ করিলেই বৃষ্টিতে পারা যায়। নানাবিধ বহুমূল্য সৌখীন দ্রব্য তাহার বিস্তীর্ণ আফিস স্তসজ্জিত; সর্বত্রই কমলার রূপার নিদর্শন বর্তমান। তাহার গলার হীরার বোতাম, আঙ্গুলে বহুমূল্য হীরাকাঙ্গুরী। সে পর্কে চুরি ডাকাতি করিয়া এত অধিক অর্থ উপার্জন করিতে পারে নাই। কিন্তু কেহ কোন সাধারণ বিপদে পড়িয়া তাহার সাহায্য প্রার্থী হইলে ওয়াল্ডো তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করে না, প্রচুর পারিশ্রমিকের লোভ দেখাইলেও তাহার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে; একবার যদি সে মাথা নাড়িয়া ‘না’ বলে, তাহা হইলে সেই কাষে কোনও মতে তাহাকে রাজী করিতে পারা যায় না। অথচ এক ঘণ্টা পূর্বে সংবাদ পাইলে অতি দ্রুত কাষ সাধনের জন্য সে পৃথিবীর অপর প্রান্তেও যাইতে প্রস্তুত। পসার বুদ্ধির সঙ্গে তাহার কাষের পরিমাণ এতই বাড়িয়া গিয়াছে যে, যখন ইচ্ছা তাহার আফিসে উপস্থিত হইয়া তাহার দেখা পাওয়া কঠিন। কিন্তু লেডি গেনথর্ন সৌভাগ্যক্রমে সেদিন তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন; তাহাকে নিরাশ হইয়া বাড়ী ফিরিতে হয় নাই।

লেডি গেনথর্ন তাহার অমাহুষিক শক্তির পরিচয় সম্বন্ধে অনেক কথাই পূর্বে জানিতে পারিয়াছিলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন আট দশজন বলবান

বাক্তির সম্মিলিত দৈহিক বল অপেক্ষাও ওয়াল্ডোর দেহে অধিক বল ; তাহার দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি অসাধারণ তীক্ষ্ণ । কেবল যে দৈহিক বলেই কোন লোক তাহার সমকক্ষ ছিল না, এরূপ নহে ; তাহার বুদ্ধি ও কৌশলেও সকলকে তাহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে হইত । রহস্য-লহরীর যে সকল পাঠক পাঠিকা ‘আজব আয়না’ ‘পেতনীরদেহের হীরা’ ‘জলে জ্বলে যুদ্ধ’ প্রভৃতি উপন্যাস পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা তাহার শক্তি সামর্থ্য ও বুদ্ধি-কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছেন । যাঁহারা ঐ সকল উপন্যাস পাঠ করেন নাই, তাঁহাদের নিকট ওয়াল্ডোকে পরিচিত করিবার জন্যই এসকল কথা লিখিতে হইল ।

ওয়াল্ডোর দুই একটি কথা শুনিয়াই তাহার সম্বন্ধে লেডি গেনথর্ণের উচ্চ ধারণা হইল । তিনি প্রথমে তাহাকে সকল কথা খুলিয়া না বলিয়া কেবল বলিলেন—তিনি বিপদে পড়িয়া তাহার সাহায্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছেন ।

তাঁহার কথা শুনিয়া ওয়াল্ডো উৎসাহ ভরে বলিল, “আপনি বিপন্ন হইয়াছেন ? যদি আপনার বিপদ অত্যন্ত অসাধারণ হয়—তাহা হইলেই আমি আনন্দের সহিত আপনাকে সাহায্য করিব, অর্থাৎ সেই বিপদ হইতে আপনাকে উদ্ধার করিব । আমার সময় অত্যন্ত মূল্যবান ; এই জন্য আমি আশা করি—আপনি আপনার বক্তব্য বিষয়টি পল্লবিত না করিয়া, কিরূপ বিপদে আপনি আমার সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাহা যথাসম্ভব অল্প কথায় আমার নিকট প্রকাশ করিবেন ।”

লেডি গেনথর্ণ তাহাব কথায় খুসী হইয়া বলিলেন, “আমার বিপদের কথা সংক্ষেপেই আপনাকে বলিতেছি শুভ্রন । ইটালীর টাইরল অঞ্চলে একটি পাহাড় আছে, পাহাড়টি অত্যন্ত উচ্চ এবং দুরারোহ ; সেই পাহাড়ের চূড়ায় একটি পুরাতন গিরিভূগ আছে । আপনাকে সেই পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া গোপনে সেই ভূগম ভূগে প্রবেশ করিতে হইবে ।”

ওয়াল্ডো বলিল, “পাহাড়ের চূড়ায় উঠিয়া অস্ত্রের অজ্ঞাতসারে সেই ভূগে

প্রবেশ করিতে হইবে? হাঁ, কাষটা একটু কঠিন হইবে বলিয়াই মনে হইতেছে; আশা করি এই ভার আমার গ্রহণের অযোগ্য হইবে না।”

লেডি গেনথর্গ বলিলেন, “পূর্বেই বলিয়াছি সেই পাহাড়টি দ্বারোহ, কারণ তাহা ঠিক সোজা হইয়া উঠে উঠিয়াছে, তাহার গা বহিয়া চূড়ায় উঠিবার উপায় নাই; গিরিচূড়ায় যে প্রাচীন দুর্গ আছে—সেই দুর্গে যাইতে হইলে সেকলে ধরণের একটা কাঠের দোলা—একমাত্র অবলম্বন; রজ্জুর সাহায্যে সেই দোলা নীচে নামাইয়া দিলে তাহাতে উঠিয়া দুর্গে প্রবেশ করিতে হয়, আবার ঐ উপায়েই দুর্গ হইতে নীচে নামিতে পারা যায়; বর্তমান কালের ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক ‘লিফ্ট’র মতই দোলার সাহায্যে নামা-উঠা করিতে হয়। কিন্তু আপনি সেখানে উঠিতে সেই দোলার সাহায্য পাইবেন না, কারণ আপনাকে সেখানে গোপনে যাইতে হইবে; দুর্গের কোন লোক আপনার সন্ধান না পায়। এই জন্য আপনাকে পাহাড়ের গা বহিয়াই গিরিচূড়ায় উঠিতে হইবে; কিন্তু শুনিয়াছি—পাহাড়ের গা বহিয়া তাহার মাথায় উঠিবার উপায় নাই। পাহাড়ের গায়ে পা দাঁড়ায় না!”

ওয়াল্ডো প্রশান্ত ভাবে বলিল, “লেডি গেনথর্গ, আপনার কথা শুনিয়া বুঝিলাম এই ভারটি আমার গ্রহণের অযোগ্য নহে। আমি আপনার কাষভার গ্রহণ করিলাম।”

লেডি গেনথর্গ বলিলেন, “কিন্তু আমি ত এখনও আপনাকে সকল কথা বলি নাই মিঃ ওয়াল্ডো! আপনাকে কিরূপ দুর্কহ কাষের ভার গ্রহণ করিতে হইবে তাহা শুনিবার পূর্বেই আপনি আমার কাষের ভার গ্রহণ করিলেন! আপনি সত্যি অসাধারণ মানুষ!”

ওয়াল্ডো বলিল, “একটুও না, অর্থাৎ আমার চারিখানি পা বা দুই তিনটি মাথা নাই; তবে আপনি কিরূপ কাষের ভার দিবেন—সে কথা পরে শুনিলেও ক্ষতি নাই। আপনি সেই পাহাড় সম্বন্ধে যাহা বলিলেন—তাহাই যথেষ্ট লোভনীয়, কারণ উহা একটু মুষ্কিলের কাষ; আর আমার নাম ‘মুষ্কিল-আসান’।”

লেডি গেনথর্গ বলিলেন, “তা বটে ; কিন্তু আপনি সেই সরল পিচ্ছিল পাহাড়ের গা বহিয়া তাহার চূড়ায় উঠিলেও আপনার সিকি পরিমাণ বিপদ কাটিবে বলিয়াই মনে হইতেছে । আপনি সেই দুর্গে প্রবেশ করিলে অবশিষ্ট বার আনা বিপদের প্রকৃত পরিচয় পাইবেন, তাহার পূর্বে নহে ।”

ওয়াল্ডো বলিল, “অর্থাৎ সেই বাকি বার আনা বিপদ সেই স্থানে আমার ঘাড়ে চাপিবে, এই ত আপনার কথা ? আপনার কথা শুনিয়া আমি আনন্দিত হইলাম ।”

লেডি গেনথর্গ বলিলেন, “কিন্তু আর একটা কথা আপনাকে বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি । বেকার স্ট্রিটের ডিটেটক্‌ভ রবার্ট ব্লেককে আমরা পূর্বেই এই ভার দিয়াছি ।”

ওয়াল্ডো উত্তেজিত স্বরে বলিল, “চতুর্ভুজ হইলাম আর কি ! ব্লেককে ভার দিয়াছেন ? তাহা হইলে আমার কাছে আসিবার কি প্রয়োজন ছিল ? ঠাট্টা না কি ?”

ওয়াল্ডোর কঠোর মন্তব্যে লেডি গেনথর্গ হৃদয়ে আঘাত পাইলেন ; তিনি সজল নেত্রে কাতর ভাবে বলিলেন, “মিঃ ওয়াল্ডো, আপনার হৃদয় প্রশস্ত বটে, কিন্তু পুত্রের বিপদে মায়ের হৃদয়ের ব্যাকুলতা বুঝিবার জন্য যেরূপ প্রশস্ত হৃদয়ের প্রয়োজন, আপনার হৃদয় ততখানি প্রশস্ত হইলে আপনি ও রকম কথা বলিয়া আমার মনে কষ্ট দিতেন না ।”

ওয়াল্ডো নারীর নিকট পরাজিত হইয়া লজ্জিত হইল ; তাহার মনে হইল, লেডি গেনথর্গ কিরূপ বিপদে পড়িয়া তাহার সাহায্যপ্রার্থিনী হইয়াছেন তাহা সে তখন পর্যাস্ত শুনিতে পায় নাই ; সে কুণ্ঠিত ভাবে বলিল, “লেডি গেনথর্গ, আমি আপনার নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতেছি ; আপনি আমার দৃষ্টতা মার্জন্য করুন ।—মিঃ ব্লেক স্বদক্ষ ডিটেটক্‌টিভ, ডিটেটক্‌টিভগিরির যোগ্যতা আমার নাই ; সুতরাং আপনি তাহার উপর আপনার কাষের ভার দিয়া অন্যান্য করিয়াছেন, এ কথা বলিতে পারি না এবং সে কথা শুনিয়া আমি ক্ষণে হই নাই ; আমি কেবল জানিতে চাই মিঃ ব্লেক কি আমার সঙ্গে এক যোগে

এই আনন্দজনক কার্যে প্রবৃত্ত হইবেন? আপনার উত্তর শুনিয়া আমার কর্তব্য-পথ স্থির করিব।”

লেডি গেনথর্গ বলিলেন, “আপনারা উভয়ে একযোগে কায করেন—ইহাই প্রার্থনীয়। আমার বিশ্বাস, তাহাতে কায ভাল হইবে। আমার ইচ্ছা আপনি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কি ভাবে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইবেন তাহা স্থির করুন। এরূপ করিলে আমি আনন্দ লাভ করিব, আশ্বস্ত হইব। দেখুন মিঃ ওয়াল্ডো! মিঃ ব্লেকই আমার সঙ্গে দেখা করিয়া আমাকে সংবাদ দিয়াছিলেন—আমার নিকৃদ্দিষ্ট পুত্রটি জীবিত আছে; আমি তাহার জীবনের আশা ত্যাগ করিয়াছিলাম, তিনিই আমার হতাশ হৃদয়ে আশার সঞ্চার করিয়াছিলেন। স্মরণ্য আমার ছেলোটিকে খুঁজিয়া বাহির করিবার ভার তাঁহার হাতে না দিলে চলে কি? তিনি স্বেচ্ছায় সেই ভার গ্রহণ করিয়া আমার নিকট বিদায় লইবার পর আপনার অসাধারণ ক্ষমতার কথা হঠাৎ আমার মনে পড়িল। মিঃ ব্লেকের কার্যদক্ষতায় আমার অগাধ বিশ্বাস থাকিলেও আপনার এরূপ অনেক গুণের কথা আমার জানা আছে—যে সকল গুণে আপনি এই কঠিন কার্যে মিঃ ব্লেকের সহযোগী সহযোগী হইতে পারিবেন।”

ওয়াল্ডো বলিল, “বেশ তাহাই হইবে, এখন আপনার আর যে সকল কথা বলিবার আছে— তাহা বলুন। আপনার সকল কথা এখনও শোনা হয় নাই। মিঃ ব্লেক আপনার কাযের ভার লইয়াছেন শুনিয়া সকল কথা শুনিবার জন্ত আমার আগ্রহ হইয়াছে।”

লেডি গেনথর্গ বলিলেন, “আপনার কথা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম। মিঃ ব্লেকের সঙ্গে আপনার সম্ভাব আছে ত?”

ওয়াল্ডো বলিল, “সম্ভাব? তিনি যে আমার সহোদরের মত!”

লেডি গেনথর্গ আত্মপূর্বিক সকল কথা বিবৃত করিলেন; ওয়াল্ডো আগ্রহ ভরে তাঁহার কথাগুলি শ্রবণ করিল। তাঁহার সকল কথা শুনিয়া ওয়াল্ডো বুঝিতে পারিল—দুরারোহ গিরি-চূড়াস্থিত দুর্গম কাষ্টিলো দুর্গে প্রবেশ করা

কিরূপ কঠিন কায তাহা বুঝিতে পারিয়াই তিনি ব্লেকের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া তাহার সাহায্য-প্রার্থনা করিতে আসিয়াছেন।

লেডি গেনথর্গ অবশেষে বলিলেন, “আমার পুত্র জীবিত আছে। যদিও দীর্ঘকাল হইতে সে নিরুদ্দেশ, তাহার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই এবং এইজন্ত অনেকে তাহার মৃত্যু সংবাদ রটাইয়াছে; কিন্তু আমি মুহূর্তের জন্ত তাহার মৃত্যু-সংবাদ বিশ্বাস করি নাই। আমার মন জানে সে বাঁচিয়া আছে। এতদিন পরে প্রমাণ পাওয়া গেল—সে সত্যি জীবিত আছে। আমি তাহার হাতের লেখা চিনি—সে নিজে ঐ চিঠি লিখিয়াছে; ইহা কি অকাটা প্রমাণ নহে? কাউন্ট ফেরারা সেই গিরি-ভূর্গের মালিক, সে কি উদ্দেশ্যে আমার ছেলেকে সেখানে আটক করিয়া রাখিয়াছে—তাহা বুঝিবার উপায় নাই! লোকটাই হয় পাগল, না হয় কোন ভীষণ অপরাধে অপরাধী—হৃদয়নামে সেখানে গোপনে বাস করিতেছে।”

ওয়াল্ডো বলিল, “আমার মনে হইতেছে—লোকটা বদ্ধ পাগল! নতুবা আপনার পুত্রকে সে অকারণ আটক করিয়া রাখিবে কেন? তাহাকে কয়েদ করিয়া তাহার লাভ কি? যদি সে সত্যি অপরাধী হইত, তাহা হইলে সেখানে স্থায়ী ভাবে না থাকিয়া এত দিন অল্প কোথাও পলায়ন করিত। সে আপনার পুত্রের কোন অনিষ্ট করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না; কারণ, মিঃ ব্রে সেই পাহাড়ের তলা দিয়া যাইবার সময় যে পত্রখানি পাহাড়ের মাথা হইতে পড়িতে দেখিয়াছিলেন, এবং যাহা কুড়াইয়া আনিয়া মিঃ ব্লেককে দিয়াছিলেন, সেই পত্রখানি আপনার পুত্রই বোতলে পুরিয়া নীচে ফেলিয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়।”

লেডি গেনথর্গ বলিলেন, “আপনি :ও মিঃ ব্লেক এই কাণের ভার লইয়া ইটালী যাত্রা করিলে আমি যে কি করিয়া ইংলণ্ডে থাকিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমার মন একরূপ ব্যাকুল হইয়াছে যে, আমি এক মুহূর্তও এদেশে থাকিতে পারিব না, মিঃ ওয়াল্ডো!—আমিও আপনাদের সঙ্গে যাইব মনে করিতেছি।”

ওয়াল্ডো দৃঢ়স্বরে বলিল, “না, না ; ও কাষ আপনি কখন করিবেন না । আপনি আমাদের সঙ্গে বাইবার সঙ্কল্প তাগ করুন ।”

লেডি গেনথর্ণ ক্ষুব্ধ স্বরে বলিলেন, “কিন্তু আমার প্রাণ যেরূপ ব্যাকুল হইয়াছে—তাহাতে—”

ওয়াল্ডো বাধা দিয়া বলিল, “আপনি কিরূপ অশ্রীর হইয়াছেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি ; কিন্তু আর একটা কথাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে । আপনার পুত্রকে সেই পাহাড়ের মাথায় দীর্ঘকাল ধরিয়া আটক করিয়া রাখা হইয়াছে ; ইহার কারণ আমাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, তাহা অনুমান করাও আমাদের অসাধ্য । কিন্তু তাহার মৃত্যু হইয়াছে—সকলের মনে এষ্ট বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য কাউন্ট ফেরারা কিরূপ উৎসুক—তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি । এ অবস্থায় যদি সে জানিতে পারে আপনি ও আপনার স্বামী সেই পাহাড়ে’ জেলায় উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা হইলে তাহার সন্দেহ হইবে আপনাদের পুত্র জীবিত আছে—এ সংবাদ কোন উপায়ে আপনারা জানিতে পারিয়াছেন । তখন সে কি করিবে তাহা কি বুঝিতে পারিতেছেন না ? আপনারা তাহার অপরাধের প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাহাকে বিপন্ন করিতে পারেন এই আশঙ্কায় সে আপনার পুত্রকে হত্যা করিবে এবং তাহার অন্তিমের যে কিছু প্রমাণ আছে—তাহা সমস্তই নষ্ট করিবে ।—অবশ্য ইহা আমার অনুমান মাত্র, কিন্তু অনুমান হইলেও এ অনুমান অসঙ্গত নহে ।”

কাউন্ট ফেরারা পাগলই হউক আর বদমায়েসই হউক, সে লেডি গেনথর্ণের পুত্রকে কয়েদ করিয়া রাখিয়া থাকিলে কোন কারণে হঠাৎ তাহাকে হত্যা করিবে—ওয়াল্ডো ইহা বিশ্বাস না করিলেও লেডি গেনথর্ণকে ভয় দেখাইয়া তাহার ইটালীযাত্রা বন্ধ করিবার জন্যই তাহার আগ্রহ হইয়াছিল । ওয়াল্ডো বুঝিয়াছিল—লেডি গেনথর্ণ তাহার স্বামীকে লইয়া তাহাদের সঙ্গে ‘ইটালী গমন করিলে চারি দিকে আন্দোলন উপস্থিত হইবে এবং লেডি গেনথর্ণ তাহাদের প্রত্যেক কাণ্ডে মুকবিস্থানা করিবার চেষ্টা করিবেন ; গোপনে কাণ্ডোদ্ধারের চেষ্টা করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হইবে । এইজন্যই লেডি

গেনথর্ণের সঙ্কল্পে বাধা দেওয়া সে কর্তব্য মনে করিয়াছিল, তাহার অকাটা যুক্তি শুনিয়া লেডি গেনথর্ণ তাহাদের সঙ্গে ইটালী গমনের কথা আর মুখে আনিলেন না। তিনি সেই সঙ্কল্প ত্যাগ করিলেন।

লেডি গেনথর্ণ ওয়াল্ডোর নিকট বিদায় লইয়া প্রস্থান করিলে ওয়াল্ডো তাহার আফিসের বাহিরে আসিল এবং একখানি ট্যাক্সি লইয়া বেকার ষ্ট্রাটে মিঃ ব্লেকের গৃহে উপস্থিত হইল। মিঃ ব্লেক তখন একখান ‘টাইম-টেবল’ খুলিয়া ট্রেনের সময় দেখিতেছিলেন, এবং স্থিতি স্ট-কেসে পরিচ্ছদাদি গুছাইয়া লইতেছিল।

ওয়াল্ডো মিঃ ব্লেকের বসিবার ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল “আপনি প্রস্তুত ত?”

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, “প্রস্তুত! কি জ্ঞাত প্রস্তুত, বলিবে কি? দেখ ওয়াল্ডো, তুমি ত খাসা লোক! বলা কহা নাই, হঠাৎ আমার ঘরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছ—প্রস্তুত ত?—তোমার আচরণ বিস্ময়কর নহে কি?”

স্বিথ বলিল, “বিস্ময়ের কি কোন কারণ আছে কর্ত্তা! ওয়াল্ডো যে আমাদেরই একজন, আমাদের স্থখ দুঃখের অংশভাগী।”

ওয়াল্ডো বলিল, “আমি আপনাকে খবর না দিয়াই হঠাৎ আসিয়া পড়িলাম; আদব-কায়দা প্রকাশের আর সময় কৈ? আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে আসিলাম—কোন পথে আমরা যাইব? জল-পথে, স্থল-পথে, না আশমানে পাখা মেলিয়া উড়িতে উড়িতে?”

মিঃ ব্লেক অধিকতর বিস্মিত হইয়া বলিলেন, “যাইব! কোথায় যাইব?”

ওয়াল্ডো হাসিয়া বলিল, “আমার কথা শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িলেন যে!—ইটালীতে যাইতে হইবে না? কাষ্টিলোর দুর্গে?”

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওয়াল্ডোর মুখের দিকে চাহিলেন; স্থিতি গভীর বিস্ময়ে মুখব্যাদান করিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কাষ্টিলোতে আমাদের যাওয়ার কথা কি শুনিয়াছ। কাহার কাছে শুনিয়াছ, তাহাই আগে জানিতে চাই।”

ওয়াল্ডো বলিল, “কাহার কাছে শুনিয়াছি তাহা কি আপনি অসুস্থমান করিতে পারেন নাই? অনেকদিন আপনার সঙ্গে বিদেশে গিয়া বিপদে পড়িবার মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সুযোগ হয় নাই; এতদিন পরে সেই সুযোগ জুটিয়া গেল—এজ্ঞ আমার ভারী আনন্দ হইতেছে। স্থিথও যাইতেছে ত? বেশ, তিনজনে এক সঙ্গে গিয়া সেই পাগলা কাউন্টের দুর্গে প্রবেশ করিব; তাহার পাকা দাড়ি ধরিয়া নাগরদোলায় পাক খাওয়াইব। দে পাক, দে পাক! বেট! পাজি বদমায়েস, মাছুষ চুরি করিয়া গুম্ করিয়া রাখায় কত মজা বুঝিতে পারিবে।”

মিঃ ব্লেক গভীর ভাবে বলিলেন, “ব্যাপার কি খুলিয়া বল ত।”

ওয়াল্ডো বলিল, “আরও খুলিয়া বলিতে হইবে? তবে শুভুন। লেডি গেনথর্ণ খানিক আগে আমার আফিসে গিয়া বলিলেন—তাঁহার ছেলেটিকে উদ্ধার করিয়া আনিবার জ্ঞান আমাকে কাষ্টিলোর গিরিচূড়ায় আরোহণ করিতে হইবে। তিনি আমাকে ঐ কাষের ভার দিয়া আসিয়াছেন। আপনার উপরেও ঐ ভার দিয়াছেন বটে; কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস, আপনি আমার মত অবলীলাক্রমে সেই মশণ খাড়া পাহাড়ে উঠিতে অস্ববিধা বোধ করিবেন।”

মিঃ ব্লেক ওয়াল্ডোর কথা শুনিয়া বলিলেন, “স্বীলোকের চরিত্র বুঝিয়া উঠা ভার! আমাকে যে কাষের ভার দিল, সেই কাষের জ্ঞান মুহূর্ত পরে সে তোমার নিকট উপস্থিত! ইহার পর আর কত জনের কাছে ঘুরিবে, কে বলিতে পারে? তোমার সহায়তা গ্রহণের ইচ্ছা থাকিলে লেডি গেনথর্ণের কি সে কথা আমাকে পূর্বে বলা উচিত ছিল না? এ ভার তোমার উপর দিবেন জানিলে আমি সন্কট চিন্তে ইহার সংশ্রব ত্যাগ করিতাম!”

ওয়াল্ডো ক্ষুব্ধ ভাবে বলিল, “আমি ঐ কাষের ভার লইয়াছি বলিয়া আপনি কি অসন্তুষ্ট হইয়াছেন? আপনার আপত্তি থাকিলে আমি এই ভার ত্যাগ করিতে—”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না, না; তোমাকে ও ভার ত্যাগ করিতে হইবে নহে; তাহার কি করা উচিত ছিল তাহাই তোমাকে বলিলাম। তুমি এ

ভার লইয়াছ এজন্য আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নহি ; বরং তুমি আমার সঙ্গে থাকিলে আমি আনন্দ লাভ করিব ; এরূপ সঙ্কটজনক কার্যে তোমার সহায়তা কিরূপ প্রার্থনীয়—তাহা কি আমি জানি না ওয়াল্ডো ? এজন্য তুমি আমার ধন্যবাদেদ পাও ।”

ওয়াল্ডো বলিল, “তবে আর ভূয়ে তর্ক করিয়া লাভ কি ? আমরা বহুবার উভয়ে একত্র কায করিয়াছি ; কত বিপদে পড়িয়াছি, পরস্পরের সাহায্যে মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার লাভ করিয়াছি, সে সকল কথা কি কোন দিন ভুলিতে পারিব ? পূর্বে আমাদের উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টা কখন বিফল হয় নাই, এবারও আমরা এক জেঁয়ালে বাঁধা পড়িলাম ; আমার বিশ্বাস, আমাদের চেষ্টা সফল হইবে । চলুন, পরমেশ্বরের সহায়তা প্রার্থনা করিম আমরা তিন জনে ইটালী যাত্রা করি ।”

ভূতীয় কল্প

অসাধ্যসাধন।

ইটালী দেশের টাইরল বিভাগের পার্বত্য অঞ্চলে কাষ্টিলো নামক পাহাড়টি অবস্থিত, তাহার অদূরে পিভানো নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম আছে। দেশ বিদেশের পর্যটকেরা দেশভ্রমণ উপলক্ষে সেই গ্রামে আসিয়া যে পাহাড় নিবাসে বাস করেন, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও যথেষ্ট আরামদায়ক।

ইচ্ছাৎ একদিন প্রভাতে তিনজন ইংরাজ ভ্রমণকাব্যী এই হোটেলে আসিয়া কয়েক দিনের জন্য বাসা লইলেন। আরণ্য ও পার্বত্য দৃশ্য দেখিবার জন্য তাঁহাদের অসীম উৎসাহ। তাহারা এই গ্রামে আসিয়া আহার নিদ্রা তুলিয়া বনে জঙ্গলে, পাহাড়ের উপত্যকায় ও নানা দুর্গম অংশে মহানন্দে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

কাষ্টিলো পাহাড়ের পাদদেশে ক্ষুদ্র কাষ্টিলো নগর অবস্থিত। এই নগরটি কাষ্টিলো পাহাড়ের নীচে থাকিলেও পাহাড় হইতে তাহার দূরত্ব প্রায় চারি মাইল। পাহাড় হইতে তাহার অট্টালিকা সমূহের লোহিত চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। মিঃ ব্লেক স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহারা পাহাড়ের সম্মিহিত কোন গ্রামে বাসা লইয়া বাস করিবেন, এবং যে বাড়ীতে সাধারণ পর্যটকেরা আশ্রয় গ্রহণ করেন, নেরূপ কোন বাড়ীতে বাসা লইলে কেহই তাঁহাদিগকে সন্দেহ করিবে না; অন্য দশজন যে উদ্দেশ্যে সেখানে আসিয়া থাকে তাঁহারাও সেই উদ্দেশ্যে সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন, ইহা জানাইবার জন্ত তিনি শ্রিত ও গুয়ান্ডোকে সঙ্গে লইয়া সেই হোটেলে বাসা লইয়াছিলেন। স্মৃতরাং সকলেরই ধারণা হইয়াছিল, তাঁহারা পার্বত্য দৃশ্য দেখিতেই সেখানে আসিয়াছিলেন।

যে সকল পর্যটক কাষ্টিলো পাহাড় দেখিতে আসিতেন, তাঁহারা তাহা-
যে কেবল দিবাভাগেই দেখিতেন এরূপ নহে, রাত্রি কালে পরিস্ফুট

চন্দ্রালোকেও তাঁহারা তাহা দেখিতে যাইতেন। মিঃ ব্লেক ও ওয়াল্ডো দ্বিভাঙ্গে প্রভাতের অরুণ-কিরণে, মধ্যাহ্নের দীপ্ত রবিকরে এবং অপরাহ্নের স্নলোহিত তপন-রাগে কাষ্টিলোর চতুর্দিক বহুবার সতর্ক ভাবে পরীক্ষা করিয়াছেন; পুনঃ পুনঃ পরীক্ষার পর তাঁহাদের ধারণা হইয়াছে—তাহা সত্যই অত্যন্ত দূরারোহ। তাহার শিখরে আরোহণ করা কল্পিত, যে কোন মনুষ্যের পক্ষে তাহা। কল্পিত অসাধ্য-সাধন তাহা তাঁহারা বুঝিতে পূর্বে পারেন নাই। মিঃ ব্লেক ও স্মিথের মন নিরাশায় পূর্ণ হইল; তাঁহাদের উৎসাহ উত্তম অন্তর্হিত হইল।

কিন্তু ওয়াল্ডোর মনোভাবের কোন পরিবর্তন লক্ষিত হইল না। যে দিন তাহারা সেই হোটেলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন, সেই রাত্রেই ওয়াল্ডো পাহাডটি পরীক্ষা করিয়া তাহাতে আরোহণের জ্ঞান আগ্রহ প্রকাশ করিল। কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তিনি সকল দিক বিবেচনা করিয়া হঠাৎ কোন কঠিন কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। মিঃ ব্লেক বলিলেন, তাঁহাদের তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন কি? তাঁহারা সেখানে সম্পূর্ণ নিরাপদ; কেহ তাঁহাদিগকে সাধারণ পর্যটক ভিন্ন, তাঁহাদের কোন গুপ্ত উদ্দেশ্য আছে এরূপ মনে করিতে পারিবে না। বিশেষতঃ তাঁহারা যখন যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারিবেন; এ অবস্থায় তাঁহাদের উৎকণ্ঠিত হইবারও কারণ নাই।

কাষ্টিলো নগরে উপস্থিত হইয়া মিঃ ব্লেক মিঃ ব্রের কথা স্থানীয় অধিবাসীগণের অনেককেই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সেই হোটেলের কয়েকজন কর্মচারী এবং কয়েকজন স্থানীয় দোকানদার তাঁহাকে সংবাদ দিল—উৎসাহ-শীল ক্ষুদ্রবাজ মার্কিন পর্যটকটি কয়েক দিন পূর্বে সত্যই সেই নগরে উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা তাঁহাকে এ কথাও জানাইল যে, সেই ভদ্রলোকটি এক দিন পাহাড়ের তলা দিয়া যাইতে যাইতে, পাহাড়ের চূড়া হইতে একটা বোতল তাহার সম্মুখে পড়ায় মরিতে মরিতে বাচিয়া গিয়াছিল, এবং তাহার জীবন এই ভাবে বিপন্ন হওয়ায় সে ক্রুদ্ধ হইয়া বোতল নিক্ষেপকারীকে প্রতি

অনেক কটুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল। তাঁহার সেই ক্রোধের কথাও গ্রামবাসীদের স্মরণ ছিল।

এই সকল কথা শুনিয়া মিঃ ব্লেক স্থিথকে বলিলেন, “মিঃ ব্রেক লগুনে উপস্থিত হইয়া যে সকল কথা আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা মিথ্যা বলিয়া আমার সন্দেহ না হইলেও, এখানে আসিয়া তাহা সত্য কি না সন্ধান লইয়া জানিতে পারিলাম—ঘটনাটি সম্পূর্ণ সত্য। সুতরাং এখন আমরা এই ঘটনায় নির্ভর করিয়া কার্যে অগ্রসর হইতে পারি। গিরিচূড়াস্থিত সেই দুর্গম দুর্গে প্রবেশ করা এখন আমাদের অবশ্য কর্তব্য। সেখানে লর্ড গেনথর্ণের পুত্রকে সত্যই আটক করিয়া রাখা হইয়াছে কি না তাহার সন্ধান না লইয়া আমি নিশ্চিন্ত হইতে পারিব না।”

স্থিথ বলিল, “কিন্তু এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করা কত কঠিন, তাহার পরিচয় পাইয়াছেন ত ?”

তখন মধ্যাহ্ন অতীত হইয়াছিল। পূর্ব্বতের একটি উপত্যকায় দাঁড়াইয়া তাঁহারা কর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেছিলেন। তাঁহাদের পদতলে হৃদয়বিস্তৃত অধিত্যকা; তাহা তাঁহাদের নয়ন সমক্ষে পার্শ্বত্যা প্রকৃতিক অপক্লপ সৌন্দর্য বিকাশ করিতেছিল। তাহার প্রায় এক মাইল দূরে কাঞ্চিলো পাহাড়ের দীর্ঘতম শৃঙ্গ আকাশ ভেদ করিয়া উজ্জ্বলিত দণ্ডায়মান ছিল। তাহার চতুর্দিকে আরণ্যপ্রকৃতির অপূর্ণ শোভা; কিন্তু সেই শোভার প্রতি মিঃ ব্লেক ও তাঁহার সঙ্গীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই।

মিঃ ব্লেক সেই গিরিশৃঙ্গের উজ্জ্বল দৃষ্টিপাত করিয়া চিন্তাকুল চিত্তে বলিলেন, “ওয়াল্ডো, আমাদের কাষটি কিরূপ কঠিন তাহা বোধ হয় এখন বুঝিতে পারিয়াছ ? এই ভয়াবহ ছুরারোহ পাহাড় বহিয়া উহার চূড়ায় উঠিয়া সেই দুর্গম দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিব ইহা দুরাশা বলিয়াই আমার মনে হইতেছে। প্রথমে আমার উদ্দেশ্য ছিল—আমরা গোপনে গিরিচূড়ায় উঠিয়া কোন কোণে সেই দুর্গে প্রবেশ করিব; কিন্তু সেই চেষ্টা সফল হইবার কোন

সম্ভাবনা নাই। যদি গোপনে এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠিতে না পারি স্তাহা হইলে আমাদের সকল কাযই নষ্ট হইবে।”

ওয়াল্ডো বলিল, “যে কামের ভার লইয়াছি—তাহা উদ্ধার করিতে না পারিলে আমি অদ্ভুতকৰ্ম্ম বলিয়া নিজের পরিচয় দিতে পারিব না; আমার ‘মুন্সিল-আসান’ নাম ব্যবহার করিবারও অধিকার থাকিবে না। আমি এখানে হাওয়া থাইতে আসি নাই ব্লেক! আমরা পাহাড় বহিয়া উহার মাথায় উঠিব স্থির করিয়াই এখানে আসিয়াছি। এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠিবার জন্যই লেডি গেনথর্ণ আমাকে দায়িত্ব ভার অর্পণ করিয়াছেন, আমরা চূড়ায় উঠিলে আপনি আমাদের নেতৃত্ব করিবেন। গিরি-ভূর্গে প্রবেশ করিয়া গোয়েন্দা-গিরি করিবার ভার আপনার উপর! যতক্ষণ আমরা ইহার চূড়ায় না উঠিতেছি ততক্ষণ আমিই আমাদের দলের পরিচালক। যেক্ষণেই হউক আমাকে আমার প্রাপ্য, ‘ফি’ উপার্জন করিতে হইবে। যদি আমি অকৃতকৰ্ম্ম হইয়া দেশে ফিরিয়া যাই—তাহা হইলে কি আমি তাঁহার নিকট আমার পারিশ্রমিকের দাবী করিতে পারিব?”

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “এই পাহাড়ের মাথায় উঠিতে গিয়া যদি হঠাৎ একবার পদস্থলন হয় তাহা হইলে আর তোমাকে দেশে ফিরিয়া লেডি গেনথর্ণের নিকট ‘ফি’ লইতে হইবে না,—পতন ও মৃত্যু অনিবাধ্য। এই পাহাড় যখন না দেখিয়াছিলাম—তখন মনে হইয়াছিল অদ্ভুতকৰ্ম্ম তুমি কোন উপায়ে ইহার চূড়ায় উঠিতে পারিবে; কিন্তু এখানে আসিয়া চারি দিকের অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে এবার ‘মুন্সিল-আসানের’ দর্পচূর্ণ হইবে। লগুনে ফিরিয়া গিয়া তুমি কাহাকেও মুখ দেখাইতে পারিবে না। এই সোজা পাহাড় বহিয়া কি মানুষে উঠিতে পারে? বনের বানরের পর্য্যন্ত সে শক্তি নাই।”

“বড় বড় বানরের বড় বড় পেট, ‘পাহাড়ে উঠিতে’ সবে মাথা ঝুঁরে হেঁট।”

ওয়াল্ডো বলিল, “আপনার যুক্তিতে যদি বনের বানর মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হয়—তাহা হইলে আপনি আপনার যুক্তি লইয়া বসিয়া থাকুন! আনিত্

বলিয়াছি—এখন নেতৃত্বের ভার আমার ; যদি সঙ্কটে পড়িতে হয় আমিই পড়িব। আপনি আমার উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। আমি যেক্ষেপে পারি উপরে উঠিতে থাকিব, আপনি ও শ্রিখ আমার অন্তরঙ্গ করিতে পারিবেন না? দুই চারি স্থানে হয় ত আপনাদের উঠিতে কষ্ট হইবে, আমি যে ভাবে উঠিব সে ভাবে উঠিতে পারিবেন না; সকল স্থানে আপনাদের মাংসপেশী ত আমাব পেশীগুলার মত খেলিবে না। সেই সকল স্থানে আমি আপনাদের টানিয়া তুলিব। আপনারা দুইজনে লম্বা দড়ি দিয়া আমার কোমরের সঙ্গে বাঁধা থাকিবেন কি না; কপিকলের সাহায্যে জেট হইতে জাহাজে যেমন মাল তেলে, আপনাদের অবস্থাও সেই সকল মালের মত হইবে। আপনারা দুই জনে কত ভারী হইবেন? বড় জোর তিন মন পঁচিশ সের। আমি পাঁচ মন মাল পঁচিশ হাত উদ্ধে টানিয়া তুলিতে পারি। এরকম সঙ্কটে নেতাগিরি করাট শরু, কিন্তু আমি যখন সেই ভার লইয়াছি তখন আর দুশ্চিন্তার কারণ কি?” (so what's the worry?)

ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু তোমার যদি পান্ধস্কার, তাহা লইলে কেবল তুমি নও, আমরাও যে সেই সঙ্গে গুঁড়া হইব। তোমাব জনাই আমার বেশী ভয়; মুণ্ডের পদাঙ্কলনে তোমার মৃত্যু অনিবার্য! আমরা সতর্ক থাকিব, স্বতরাং বাঁচিলেও বাঁচিতে পারি; কিন্তু সেই স্থান হইতেই আমাদের ফিরিতে হইবে। এ সকল কাষে নেতারই বিপদ অধিক। তুমি নেতৃত্বভার লইয়াছ, কিন্তু শেষ রক্ষা করিতে পারিবে কি? আমি ত ভরসা পাইতেছি না।”

ওয়াল্ডো বলিল, “যাহারা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া অগ্রগামী নেতার শক্তিতে সন্দেহ করে তাহারা কখন সিদ্ধ লাভ করিতে পারে না; তাহাদের মানসিক দুর্বলতায় নেতাকে পর্যাস্ত বিপন্ন হইতে হয়। সকল ক্ষেত্রেই এ কথা সত্য। এখন বলুন আমরা কখন কায আরম্ভ করিব?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আজ রাত্রেই।”

ওয়াল্ডো উৎসাহ ভরে বলিল, “এতক্ষণ পরে একটা কাষের কথা দাঁট্টিলেন। আমি প্রস্তুত। একটা পাহাড়ে উঠিব, তিন দিন ধরিয়া সেজন্য

পয়তারা ভাজিতে হইবে ? আমার ততখানি ধৈর্য্য নাই । আশা করি রাত্রে কোন অসুবিধা হইবে না ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সুবিধার কথা এই যে, আজ শুক্ল-পক্ষের ত্রয়োদশী, প্রায় সারারাত্রি জ্যোৎস্না থাকিবে ; চন্দ্রালোকে আমরা আমাদের গন্তব্য পথ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাইব । আশা করি আকাশে হঠাৎ মেঘ উঠিয়া আমাদের বিঘ্ন উৎপাদন করিবে না । চন্দ্রালোকে আমরা কতকটা নিশ্চিন্তেই উঠিতে পারিব, অথচ আমাদের ধরা পড়িবার আশঙ্কা থাকিবে না ; রাত্রে এই নিৰ্জ্জন পার্কভ্যে অরণ্যে কেহই বেড়াইতে আসিবে না । তাহার উপর যদি আমরা ঠিক সময়ে পাহাড়ের চূড়ায় উঠিতে পারি, এবং সেই সময় চন্দ্র অন্তিমিত হয়, তাহা হইলে আমাদের কাষের যথেষ্ট ‘সুবিধা’ হইবে, আমরা রাত্রিশেষে অন্ধকারে লুকাইয়া দুর্গে প্রবেশের ব্যবস্থা করিতে পারিব ।”

অতঃপর তাহার উপত্যকার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন । তাহার দূবে গিবিপাদমূলস্থ অরণ্যশ্রেণীর অন্তরালে কাষ্টিলো নগরের অটালিকা-সমূহেব লোহিত ছাদ দেখিতে পাইলেন . পাহাড়ের উচ্চ চূড়ার দিকে উচ্চ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিলেন—পাহাড় সোজা উঠিলেও তাহার গাত্রে স্থানে স্থানে পাথরের এক একটি ‘ক্ল’ট’ বাহির হইয়া আছে । তাহার দুই পাশ সরল ও সমতল, কিন্তু অন্য দুই পাশ ঈষৎ বক্রভাবে উল্কে উঠিয়াছে । পাহাড়ের উচ্চ চূড়ায় দুর্গের পাৰ্ব্বণ-প্রাচীর দেখা যাইতেছিল । প্রাচীন কালে সেই দুর্গাভ্যন্তরে কাষ্টিলোর দুর্গাধিপতি বাস করিতেন এবং সেই স্থান হইতে তাহার জমাদারী শাসন করিতেন । সেই গিরিদুর্গ এরূপ দুর্ভেদ্য ছিল যে, দশ বার জন অস্ত্রধারী প্রহরী এক দল সমরকুশল সাহসী সৈন্যকেও সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া বিতাড়িত করিতে পারিত ।

ওয়াল্ডো উল্কে তাঁহা দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া বলিল, “ঐ দুর্গের পার্শ্বিক নীচে পাহাড়ের এক ধার দেখিয়া মনে হইতেছে—সেই স্থান দিয়া অল্প চেষ্টাতেই উহার চূড়ায় উঠিতে পারা যাইবে ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু স্থানীয় লোকের নিকট শুনিতে পাওঁঃ শিখাছে

কেহ কোন কালে এই পাহাড়ের গা বহিয়া উহার চূড়ায় উঠিতে পারে নাই।”

ওয়াল্ডো বলিল, “সেই সকল লোকের কথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু আমার মত কোন লোক পূর্বে কোন দিন এই পাহাড় বহিয়া ইহার চূড়ায় উঠিবার চেষ্টা করিয়াছে কি? আমার মত কোন অভূতকর্মা লোক এজন্ত চেষ্টা করিলে কৃতকায্য হইতে পারিত না—এ কথা কেহই বলিতে পারে না। আমার কথা শুনিয়া মনে করিবেন না, আমি আত্মশ্লাঘা করিতেছি; কিন্তু আমি কি পারি না পারি তাহা ত আপনি জানেন। কার্যটি কঠিন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; সুতরাং লাভি গেনথর্ণ আমার উপর এই কাষের ভার দেওয়ায় তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। তিনি যখন আমাকে আপনার সহচর নিযুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে আমার আফিসে গিয়াছিলেন, তখন তিনি ঠিক বুঝিতে পারিয়াছিলেন আপনি হৃদয় ভিটেটিভ হইলেও এই বাতুরে কাণ্ডটি আপনার অসাধ্য হইবে না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সে কথা সত্য; তোমার সাহায্য ব্যতীত আমি ও শ্মিথ এই পাহাড়ের চূড়ায় উঠিবার চেষ্টা করিতেও সাহস করিতাম না। এ কথা চিন্তা করিতেও হৃদয় অবসন্ন হয় ওয়াল্ডো! যদি আমরা কৃতকায্য হইতে পারি তাহা হইলে সে কেবল তোমারই সহায়তায়।”

ওয়াল্ডো বলিল, “আপনি আমার উপর নির্ভর করিয়া সুবিবেচনার কায করিয়াছেন মিঃ ব্লেক!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “অন্ত কোন উপায়ে কাষ্টিলো দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দুর্গ-প্রবেশের দাবী করিলে অত্যন্ত মৃদুতা প্রকাশ পাইত; ইা, ঐরূপ করিলে আমরা ভুল করিতাম। কাউন্ট ফেরারা সতর্ক হইবার সুযোগ পাইত। বিশেষতঃ আমরা দোলা নামাইতে বলিলে সে আমাদের অহুরোধে কর্ণপাত করিত না। এরোপ্লেনের সাহায্য গ্রহণ করিলেও আমাদের উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হইত না। গোপনে পরীক্ষারোহণ ভিন্ন আমাদের কার্য্যসিদ্ধির অন্য কোন উপায় নাই।”

শ্মিথ বলিল, “ঈ, আমরা গোপনেই গিরিচূড়ায় উপস্থিত হইব। এই

উচ্চ পাহাড় একবার পাড়ি দিতে পারিলে হয়। আঃ, কি মজাই হইবে কৰ্ত্তা ! সেই বুড়ো আমাদের কোন খবর পাইবে না ; এমন কি, আমরা সেখানে যাইতেছি ইহাও সন্দেহ করিতে পারিবে না। এ কাল পর্য্যন্ত কেহ ত এই পাহাড় বহিয়া উহার মাথায় উঠিতে পারে নাই, স্বতরাং কাউন্টের সতর্ক থাকিবারও প্রয়োজন হয় নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “যদি রুতকার্য্য হইতে পারি তাহা হইলে সকল দিকেই আমাদের সুবিধা হইবে। আমাদের পরাজয়েরও আশঙ্কা থাকিবে না ; আমরা বিজ্ঞতার গৌরব লাভ করিতে পারিব। তবে আমাদের একমাত্র সন্দেহ এই যে, পাহাড়ের মুা বহিয়া আমরা কি উহার চূড়ায় উঠিতে পারিব ?”

ওয়াল্ডো বলিল, “এ বিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ হইতে পারেন ; আমি অদ্রুতকর্ম্মা স্বয়ং মঙ্গিল-আসানের ভার গ্রহণ করিয়াছি।”

ওয়াল্ডোর কথায় বা আকার ইঙ্গিতে বিন্দুমাত্র উদ্বেগের চিহ্ন ছিল না, তাহার মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা উপস্থিত হয় নাই। তাহার অকুণ্ঠিত ভাব ও প্রকল্পতা দেখিয়া মিঃ ব্লেক আশা করিলেন তাহার উপর নির্ভর করিলে তাঁহা-দিগকে অপদস্থ বা বিপন্ন হইতে হইবে না। বস্তুতঃ, ওয়াল্ডোর সাহস, শক্তি ও কৌশলে নির্ভর করা ভিন্ন তখন তাঁহাদের অগ্রসর হইবার অন্য কোন উপায় ছিল না। তাহারা পূর্বে যদি ওয়াল্ডোর অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও আত্মনির্ভরের পরিচয় না পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা তাহার কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না। এরূপ বিপজ্জনক দুর্গ অল্পাধানে পৃথিবীতে অন্য কোন ব্যক্তির রুতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

সেই রাত্রে মিঃ ব্লেক, ওয়াল্ডো ও স্মিথ সহ হোটেল ত্যাগ করিলেন। পর্ব্বতারোহণের জন্ত যে সকল দ্রব্য সঙ্গে লওয়া প্রয়োজন তাহা সমস্তই তাঁহারা লইয়া চলিলেন : এতদ্বিধা এক তাল শক্ত দাঁড় লইলেন। হোটেল ত্যাগের সময় হোটেলের মালিক কৌতূহল বশতঃ মিঃ ব্লেককে জিজ্ঞাসা করিল—রাত্রিকালে তাঁহারা এত ঘটা করিয়া কোথায় যাইতেছেন ? মিঃ ব্লেক বলিলেন, চন্দ্রালোকে তাঁহারা অদূরবর্ত্তী পাহাড়ের একটা দুর্গম উপত্যকায় উঠিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন।

হোটেলওয়ালার তাঁহার কথা শুনিয়া তাঁহাদিগকে সেই চেষ্টায় প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিল; কিন্তু তাঁহারা তাহার অনুরোধে কর্ণপাত না করায় সে রাগ করিয়া বলিল, “আপনারা সখ করিয়া আত্মহত্যা করিলে আর উপায় কি? আপনাদের সকলেই বন্ধ পাগল! ক্ষাপা ইংরাজগুলাকি মতলবে কখন কোন্ কায করে তাহা বুঝিবার উপায় নাই।”

সেই রাত্রি তাঁহাদের দুৰূহ স্বপ্নের অন্তকূল ছিল। আকাশের কোন অংশে একবিন্দু মেঘ ছিল না, এবং পূর্ণপ্রায় ণশধরের শুভ্র কিরণ-ধারায় স্নগম্ভীর পার্শ্বতা প্রকৃতি পরিপ্রাণিত হইতেছিল। তাঁহার যখন গম্ভব্য পথে অগ্রসর হইলেন তখন চন্দ্রদেব মধ্যাকাশে বিবাজিত থাকিয়া স্নিগ্ধ হাস্যচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছিলেন। সমগ্র নৈশপ্রকৃতি নিবর্ণিত, নিস্তব্ধ, তাঁহার কাষ্টিলো; পাহাড়ের উপত্যাকাভিমুখে অগ্রসর হইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইগেন; যেন পরিপূর্ণ চন্দ্রলোকে পার্শ্বতা প্রকৃতি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত!

মিঃ ব্লেক বহুকাল হইতে ডিটেক্টিভের কাযে রত আছেন, কত বার তাঁহাকে কত দুৰূহ কাযে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে; কিন্তু তিনি আর কখন এরূপ অদ্ভুত কাযের ভার গ্রহণ করেন নাই। এই জন্য তাঁহার কৌতূহল ও আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল হইয়াছিল। প্রকৃত ব্যাপার কি তাহা তাঁহার অনুমান করিবারও উপায় ছিল না; তিনি কেবল এই মাত্র জানিতে পারিয়াছিলেন যে, কাষ্টিলো গিরি-শিখর হইতে একখানি পত্র গিবি-পাদমূলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এবং তাহা লায়নেল ব্রেটের স্বহস্ত লিখিত—এইরূপই সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল; এতদ্ভিন্ন সমস্ত ব্যাপারই রহস্যাকারে সমাচ্ছন্ন!

এই রহস্যভেদ করিতে হইলে গোপনে গিরি-চূড়ায় উঠিয়া গিরিশিখরস্থিত ছুর্গে প্রবেশ করিতে হইবে, ইহাও তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এ বিষয়ে রিউপাট ওয়াল্ডো তাঁহাকে সাহায্য করায় তাহার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হইল। ওয়াল্ডো যে সত্যই অদ্ভুতকন্মা, তাহার ‘মুন্সিল-আসান’ উপাধি ধারণ বৃথা দন্ডের নিদর্শন নহে—তাহা সে সপ্রমাণ করিতে পারিবে ভাবিয়া তাহার হৃদয়ও জানন্দে পূর্ণ হইয়াছিল। সম্মুখের তুলজ্যা বিপদ সে গ্রাহ্য করিল না।

সেই পাহাড়ে এক এক ফুট উঠিতে কিরূপ কষ্ট হইবে, প্রতিপদক্ষেপে জীবন কিরূপ বিপন্ন হইবে—তাহা বুঝিয়াও সে বিন্দুমাত্র নিরুৎসাহ বা উৎকণ্ঠিত হইল না। যুদ্ধ জয়ের আশায় বীর পুরুষেরা বেরূপ অকম্পিত হৃদয়ে মৃত্যুশ্রোত লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হয় তাহারও তখন সেই অবস্থা !

মিঃ ব্লেক, স্মিথ ও ওয়াল্ডো সেই পর্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইয়া পাহাড়ের বিভিন্ন অংশ পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহার পর তাঁহারা একটি অল্পচ্চ শৈলের শিখরে উঠিয়া, কাঙ্ক্ষিত পাহাড়ের যে অংশ দিয়া গিরিচূড়ায় আরোহণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, দূরবীক্ষণের সাহায্যে সেই পথটি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার বিশেষত্বগুলি নোট-বহিতে লিখিয়া লইলেন। পূর্বে হইতেই তাঁহারা গতকভাবে সেই সম্বল অংশ পরীক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন ; কিন্তু তাহারা তাঁহাদের গুপ্ত অভিসন্ধি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই, এবং কাউন্ট ফেরারার গিরিচূড়াস্থিত দুঃখ দুর্গে বসিয়া তাঁহাদের গুপ্ত সঙ্কল্প জানিতে না পারে এজন্য তাঁহারা যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহাদের ধারণা হইয়াছিল—গিরি-পাদমূলে অবস্থিত ক্ষুদ্র জনপদের অধিবাসীগণের মধ্যে কাউন্ট ফেরারার দুই একজন গুপ্তচর থাকিবে অসম্ভব নহে। তাহারা যদি কোন কারণে তাঁহাদিগকে সন্দেহ করে তাহা হইলে সে কথা কাউন্ট ফেরারার কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইবে না, এবং সে সন্দেহক্রমে সতর্ক হইলে তাঁহাদের সকল চেষ্টা, সকল শ্রম বিফল হইবে।

মিঃ ব্লেক মনে করিলেন ওয়াল্ডোর চেষ্টায় যদি তাহারা সেই দুর্গবোধ্য গিরিচূড়ায় আরোহণ করিতে পারেন তাহা হইলেও কি তাঁহাদের শেষ চেষ্টা সফল হইবে ? গিরিচূড়াস্থিত দুর্গের চতুর্দিকে যে উচ্চ পাহাণ-প্রাচীর দেখা যাইতেছিল, তাহা লঙ্ঘন করিবার উপায় কি ? মিঃ ব্লেক সেই প্রাচীরের মাথায় বিদ্ধ করিবার জন্য বঁড়সীর আকারবিশিষ্ট স্বদৃড় ‘ছক’ আনিয়াছিলেন তাহা দীর্ঘ রজ্জুর এক প্রান্তে আবদ্ধ ছিল। সেই লুক প্রাচীরের মাথায় বাধাইতে পারিলে রজ্জুর সাহায্যে প্রাচীরে আবোহণ করা কঠিন হইবে না ইহাই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল। সেই কাটাটি ভারী ও বৃহৎ, প্রাচীরের

মাথায় তাহা সবেগে নিক্ষেপ্ত হইলে প্রাচীরের সহিত তাহার সংঘর্ষে শব্দ হইতে পারে এই আশঙ্কায় তিনি তাহা পশমগুচ্ছ দ্বারা আবৃত করিয়াছিলেন।

স্মিথ সেই চন্দ্রালোকিত পার্কৃত্য উপত্যকায় নিমন্ত্রণভাবে চলিতে লাগিল ; তাহার মুখ হইতে একটিও কথা বাহির হইল না। সে বুঝিতে পারিল তাহার অতি কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হইতেছে ; তাহাদের সাহস, সহিষ্ণুতা ও সহনশীলতার যদি বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম হয়—তাহা হইলে তাহাদের পতন ও মৃত্যু অপরিহার্য্য ! মিঃ ব্লেক তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাকে পরিতোষিত করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু সে তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইল না। সে বলিল—যদি মরিতে হয় তবে সকলে একত্র মরিবে, এবং যদি সৌভাগ্যক্রমে কার্য্যসিদ্ধি হয় তাহা হইলে সে সেই গৌরবের অংশ হইতে আপনাকে বঞ্চিত করিবে না।

মিঃ ব্লেক ওয়াল্ডোকে বলিলেন, “এই চন্দ্রালোক আমাদের অস্তিত্ব সিদ্ধির অন্তর্য্য। আমরা স্থপষ্টরূপে পথ দেখিয়া উর্দ্ধে উঠিতে পারিব ; অথচ রাত্রিকালে কেহই আমাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে পারিবে না।”

স্মিথ বলিল, “আর কয় ঘণ্টার পব চন্দ্র অস্ত যাইবে কর্ত্তা !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “প্রায় চারি ঘণ্টা পরে।”

ওয়াল্ডো বলিল, “আপনি কি মনে করেন এই সময়ের মধ্যেই আমরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠিতে পারিব ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “যদি পারি—তাহা হইলে তাহা আমাদের পরম সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিব।”

ওয়াল্ডো উৎসাহ ভরে বলিল, “আমি বাজি রাখিয়া বলিতে পারি—তিন ঘণ্টার মধ্যেই আমরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠিব। আমরা সেখানে উঠিয়া দুর্গ-প্রাচীরের আড়ালে বিশ্রাম করিবার সুযোগ পাইব ; তাহার পর চন্দ্র অস্তমিত হইলে আমরা দুর্গে প্রবেশের ব্যবস্থা করিব।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বাজি রাখিতে আমার আগ্রহ নাই : কিন্তু আশা করি আমরা এই প্রতিজ্ঞা বিফল হইবে না।”

তাহারা যতই পাহাড়ের সন্নিবর্তিত হইতে লাগিলেন ততই পাহাড়ের ভীষণতা তাঁহাদের উপলব্ধি হইল। দূর হইতে এই পাহাড়টি ছেলেদের উপকথার পুস্তকে অঙ্কিত চিত্রবৎ প্রতীয়মান হইতেছিল—অর্থাৎ প্রস্তররাশির অবিচ্ছিন্ন স্তূপ, নীচে স্থূল, ক্রমশঃ তাহা সরু হইয়া উঠে উঠিয়াছে ; কিন্তু নিকটে আসিয়া তাহারা তাহার ভীষণ নয়মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তাহার চূড়ায় অবস্থিত দুর্গটির শীর্ষস্থিত গম্বুজ ও প্রাসাদের বিভিন্ন অংশ মায়াচিত্রের আয় তাঁহাদের নয়ন সমক্ষে উদ্ভাসিত হইল। সেই পাহাড়ের গা বহিয়া তাহার চূড়ায় আরোহণ করা কিরূপ কঠিন কার্য্য তাহা তাঁহারা তখন স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন।

পাহাড়ের পাদদেশে যে পার্বত্য পথ ছিল, মিঃ ব্লেক সেই পথে অগ্রসর হইতে অসম্মত হইলেন। এ সেই পথ—যে পথে চলিবার সময় পাহাড়ের চূড়া হইতে বোতল পড়িয়া মিঃ ব্রের সম্মুখে ভাঙিয়া গিয়াছিল। মিঃ ব্লেক পূর্বেই পরীক্ষা করিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন—সেই স্থানে পাহাড় এরূপ সরল ভাবে উঠে উঠিয়াছিল যে, সেই স্থান হইতে পাহাড়ে উঠিবার উপায় ছিল না। কিন্তু সেই স্থান হইতে ঘুরিয়া কিছু দক্ষিণে যাইতে পারিলে সেই স্থান হইতে পাহাড়ে উঠিবার কিঞ্চিৎ সুবিধা ছিল। (there were better chances) সেই স্থানে পাহাড় খাড়া উচ্চ হইলেও হাতে পায়ে ভরদিয়া উঠিবার উপায় ছিল। (offering more handhold and foothold) তবে সেই রাত্রি তাঁহাদিগকে বহু কষ্ট ভোগ করিতে হইবে, তাঁহাদিগকে বিষম বিপদে পড়িতে হইবে—ইহা তাহারা প্রথমেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কয়েকজন নগরবাসীর নিকট তাহারা জানিতে পারিয়াছিলেন, কয়েকমাস পূর্বে পার্বত্যারোহণে স্কদক্ষ একদল বিদেশী পর্য্যটক এই পর্বতে আরোহণের চেষ্টা করিয়াছিল ; তাহাদের কেহ কেহ পদস্থলন হইয়া নীচে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছিল এবং কেহই অধিকদূর উঠিতে পারে নাই। যাহারা হাত পা না ভাঙিয়া নামিয়া আসিতে পারিয়াছিল—তাহারা অধিক উচ্চে উঠিতে পারে নাই।

মিঃ ব্লেক দূরবীক্ষণের সাহায্যে কিছু উর্দ্ধে একটি স্থান লক্ষ্য করিয়াছিলেন! সেই স্থান হইতে তাঁহারা তিন জনে উর্দ্ধে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিবেন (where the climb was to commence) এইরূপ স্থির ছিল। সেই স্থান হইতে পাহাড় ঠিক সোজা হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছিল, যেন তাহার শৃঙ্গ গগন ভেদ করিতে উদ্ভত! সেখান হইতে উর্দ্ধে উঠিবার পথ ছিল না; এমন কি, পা রাখিবার মত সন্ধীর্ণ ধাপও ছিল না। চতুর্দিকে অসমান পাষাণস্তূপ। তাহার সকল স্থানে চন্দ্রালোক প্রতিফলিত না হওয়ায় সেইগুলি কৃষ্ণবর্ণ গুহার গ্রায় প্রতীয়মান হইতেছিল। সেই সকল ছায়ার নিম্নস্থিত কোন বস্তু দৃষ্টিগোচর হইবার উপায় ছিল না। সেই অন্ধকারপূর্ণ পথহীন স্থানে পদবিক্ষেপ করা মাহুঘের অসাধ্য; কোন গিরিচর জন্তুও সেই সকল স্থানে যাইতে সাহস করিত না।

তাঁহারা বহু চেষ্টায় সেই স্থানের অদূরে উপস্থিত হইলে মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ঐ যে সেই স্থান।”

ওয়াল্ডো সেই স্থানে দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিয়া বলিল, “উত্তম। এতক্ষণ পরে কাষ আরম্ভ করিতে পারিব বুঝিয়া আমার বড় আনন্দ ও উৎসাহ হইতেছে। কার্য্যারম্ভের পূর্বে বাহাড়ম্বরকে আমি আন্তরিক ঘৃণা করি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু কোন কঠিন কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে একটু আড়ম্বর না করিলে চলে কৈ? যদি আমরা দ্বিবাভাগে এই সকল স্থান পরীক্ষা না করিয়া বিনা-আড়ম্বরে এখানে আসিবার চেষ্টা করিতাম, তাহা হইলে অবশ্য-প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্রগুলির অভাবে আমরা দুই পাঁচ গজও অগ্রসর হইতে পারিতাম না!”

ওয়াল্ডো বলিল; “হাঁ, আর্পনাদের প্রস্তুত হইয়া না আসিলে চলিত না বটে, কিন্তু যদি আমি একাকী এই সকল ভার গ্রহণ করিতাম তাহা হইলে কোন আয়োজন না করিয়া সোজা এখানে আসিতাম এবং অদৃষ্ট নির্ভর করিয়া পাহাড় বহিয়া উর্দ্ধে উঠিতে আরম্ভ করিতাম; কোন বস্তুর অভাবে আমার

তিরোধ হইত না। আমি যোগাড়-বস্ত্রের জন্ত মাথা ঘামাইতে বা সময় নষ্ট
রিতে রাজী নহি। তবে আপনি ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া যে ভাবে প্রস্তুত হইয়া
গিয়াছেন—তাহা যে সম্পূর্ণ সঙ্গত হইয়াছে, আপনি দ্রুদৃষ্টির পরিচয়
দিয়াছেন—ইহা আমি অস্বীকার করিব না। লেডি গেনথর্ণ আপনার
হায়ত। গ্রহণ করিয়া যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছেন—ইহাও আমি স্বীকার
রিতে বাধ্য।”

এই সকল কথা বলিতে বলিতে, ওয়াল্ডো দড়ির তাল খুলিয়া তাহা
পার্থোপযোগী করিয়া লইল। স্থির হইল ওয়াল্ডো দড়ির একপ্রান্ত কোমরে
সিঁথিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবে, মিঃ ব্লেক রজ্জুবন্ধ অবস্থায় মধ্যে থাকিবেন,
জ্বর অস্ত্র প্রান্তস্থার স্থিতির দেহ আবদ্ধ করা হইবে। স্থিথ সকলের নীচে
কিবে। তাঁহাদের সকলেই পর্ত্তারোহণোপযোগী বুট পরিধান করিয়া-
লেন; সেই বুটের তলায় লোহার পেরেক আঁটা ছিল।

যাত্রারস্ত্রের আয়োজন শেষ হইলে ওয়াল্ডো বলিল, “আপনারা প্রস্তুত
হইছেন ত? আমি এখন চলিতে আরম্ভ করিতে পারি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “অনায়াসে।”

ওয়াল্ডো হাতে পায়ে ভার দিয়া উর্দ্ধে উঠিতে আরম্ভ করিল। প্রথম
তিন চারিশত ফিট উঠিতে তাঁহাদের তেমন অধিক কষ্ট হইল না। পাহাড়
খাড়া উচ্চ হইলেও তাহার স্থানে স্থানে ঝুঁটগুলি দাতের মত বাহির হইয়া
থাকায় তাহা অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের উর্দ্ধে আরোহণ করা কঠিন হইল না।
ওয়াল্ডোর পক্ষে কাষটি অত্যন্ত সহজ হইল; এমন কি, এত পরিশ্রমেও তাহার
দেহ ঘামিল না। সে যেন সমতল রাস্তায় চলিয়াছে—এই ভাবে চলিতে লাগিল।
ওয়াল্ডো কোন শ্রমসাধ্য কার্যে ক্লান্তি বোধ করিত না। তাহার পেশীগুলি
যেন নারিকেলের ছোবড়ার মোটা দড়া! তাহাকে অক্লান্ত ভাবে চলিতে
দেখিয়া ব্লেক ও স্থিথ :অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; এমন কি, ওয়াল্ডোর
পদদ্বয় সর্কার স্থানে রাখিবার সময় একটুও কাঁপিল না। মিঃ ব্লেকের ও
স্থিথেরও পর্ত্তারোহণের অভ্যাস ছিল; কিন্তু ওয়াল্ডো দুর্গম গিরিদেহের

অতি সঙ্গীর্ণ স্থানে হাত পা রাখিয়া যে ভাবে চলিতে লাগিল, তাহা কোন মানুষের সাধ্য—ইহা তাঁহারা পূর্বে বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।

উজ্জল চন্দ্রকিরণে তাঁহাদের অনেক অঙ্গবিশা দূর হইল। চন্দ্রের রক্ততন্তু কিরণধারায় তাঁহাদের সম্মুখবর্তী শিলাখণ্ডগুলি পরিপ্লাবিত হইয়া যেন ককমক করিতেছিল। পাহাড়ের অঙ্গস্থিত প্রত্যেক শিলাখণ্ড, প্রত্যেক প্রস্তর-স্তূপ আলোকোজ্জল ক্ষটিক-মেঘলার ন্যায় স্তম্ভপট্টরূপে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। কিন্তু তথাপি তাঁহাদিগকে অনেক বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইল। তাঁহারা চলিতে চলিতে মধ্যো মধ্যো একরূপ স্থানে আসিয়া পড়িলেন যে, তাহা প্রাচীরের স্তায় মন্থন, কিছুদূর পর্য্যন্ত হাত বা পা রাখিবার উপায় ছিল না। সেই সকল স্থানে তাঁহারা কোথাও একটি ক্ষুদ্র ভাঁটার মত, কোথাও বা ভাঙ্গা দাঁতের মত সঙ্গীর্ণ ঝুঁট ধরিয়া পাহাড়ের অঙ্গে দেহের ভর চাপাইয়া উঠিতে লাগিলেন।

মিঃ ব্রেক ও শ্মিথ উভয়েই বসিতে পারিয়াছিলেন ওয়াল্ডোর সতর্কতার উপর তাঁহাদের জীবন নির্ভর করিতেছে। যদি মুহূর্তের অসতর্কতায় বা ভ্রমে তাহার পদস্থলন হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে তাঁহারাও কোন গভীর গিরিগুহায় পড়িয়া প্রাণ হারাইবেন; কারণ তাঁহারা তিনজনেই এক বঙ্কতে আবদ্ধ থাকায়, ওয়াল্ডো নীচে পড়িলে তাঁহাদিগকেও টানিয়া লইয়া যাইবে, এবং সেই বেগ সংবরণ করা তাঁহাদের অসাধ্য হইবে। কিন্তু ওয়াল্ডোর অসীম শক্তিতে তাঁহাদের অগাধ বিশ্বাস ছিল। অল্প দিকে যদি মিঃ ব্রেকের বা শ্মিথের পদস্থলন হয় তাহা হইলে ওয়াল্ডো তাহার অদ্বৃত শক্তির সাহায্যে তাঁহাদিগকে টানিয়া রাখিতে পারিবে। তাঁহাদিগকে কিছুকাল শূণ্য স্থানে হইলেও কোন গুহায় পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হইবে না—এ বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিলেন।

তাঁহারা চলিতে চলিতে মধ্যো মধ্যো এক একখানি পাথরে আশ্রয় পাইতেছিলেন। কোন কোন স্থানে তাহাদের আকার সেলফের মত, কিন্তু তাহাদের বিস্তার আট নয় ইঞ্চির অধিক নহে। তাঁহারা তাহাই দুই হাতে রিমা পাহাড়ের গায়ে কপালের ঠেস দিয়া বা বুক বাধাইয়া বিশ্রাম করিতে

লাগিলেন। কোন কোন স্থানের পাথর বেশ প্রশস্ত,—তিন চারি ফিট প্রসারিত থাকায় তাহার উপর বসিয়া তাঁহারা কিছুকাল বিশ্রাম করিতে পারিলেন।

কিন্তু এই ভাবে চলিয়া তাঁহারা তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ওয়াল্ডো প্রত্যেক শিলাখণ্ড পরীক্ষা করিতে করিতে ধীরে ধীরে উদ্বে উঠিতেছিল, এবং বিশ্রামের সুযোগ পাইলেই কোন প্রস্তরে দড়ি বাধিয়া নিশ্চিহ্ন প্রস্তরে মিঃ ব্লেকের ও স্মিথের বিশ্রামের সুযোগ করিয়া দিতেছিল। কয়েক মিনিট বিশ্রামের পর ব্লেক ও স্মিথ রজ্জুর সাহায্যে উদ্বে উঠিয়া ওয়াল্ডোর সহিত মিলিত হইতেছিলেন; কোন কোন স্থানে ওয়াল্ডো দড়ি ধরিয়া তাঁহাদিগকে টানিয়া তুলিতেছিল।

তাঁহারা এই ভাবে পাহাড় বহিয়া প্রায় তিন শত ফিট উদ্বে উঠিলে বিশ্রামের জন্য পাথরের একটি ধারী পাইলেন; তাহা বেশ প্রশস্ত। তাঁহারা তাহার উপর বসিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে উদ্বে দৃষ্টিনিষ্কপ করিলেন। তাঁহারা মাথার উপর পাহাড়ের যে অংশ দেখিতে পাইলেন তাহা বাসগৃহের দেওয়ালের মত মসৃণ, তাহাতে বানরেরও পা রাখিবার মত স্থান ছিল না।
(the rock was as smooth as the wall of a house without foothold of a monkey.)

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এ স্থানটি দেখিয়া পূর্বেই আমার ভয় হইয়াছিল। আমরা আর বেশী দূর উঠিতে পারিব এরূপ আশা করিতে পারিতেছিঃ না।”

ওয়াল্ডো বলিল, “কিন্তু এখন হতাশ হইয়াই বা কল কি? যদি কোন উপায়ে আমরা আরও ত্রিশ চল্লিশ ফিট উদ্বে উঠিতে পারি তাহা হইলে ঐ দুর্গম যাত্রাটা পার হইয়া অপেক্ষাকৃত সুগম স্থানে উপস্থিত হইতে পারিব; তাহার পর গিরিচূড়ায় উঠিতে আমাদের আর তেমন কষ্ট হইবে না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমিও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিঃ; কিন্তু এই অংশটুকু অতিক্রম করিবার উপায় কি?”

ওয়াল্ডো ধীর ভাবে বলিল, “দেখা যাউক, আমরা হাতে পায়ে ও বুক

ভর দিয়া ঠেলিয়া উঠিবার চেষ্টা করিব। এখানে বসিয়া হাঁ করিয়া উঠে চাহিয়া থাকিলে আমাদের মন নিরাশায় পূর্ণ হইবে; সুতরাং আমাদের উঠিয়া চেষ্টা করিতেই হইবে।”

সেই স্থান হইতে তাঁহারা উদ্ধৃষ্টিত চন্দ্রালোকিত একটি উপত্যকা দেখিতে পাইলেন; পরিস্ফুট চন্দ্রালোকে তাহা ঝক্-ঝক্ করিতেছিল। তাহার উদ্ভে স্তম্ভ তুষাররাশি-সমাচ্ছন্ন সমুদ্রত স্তম্ভ বিশাল গিরিশৃঙ্গ, সেই গভীর নিশীথে তাহা যেন কি নিবিড় রহস্য-জালে সমাচ্ছন্ন। সেখানে স্তম্ভভীর স্তম্ভতা বিরাজিত, তাহার বিরাট মহিমা কেবল অন্তর্যবের যোগা। পাহাড়ের সেই অভভেদী উন্নত চূড়ায় তাঁহারা গিরিভূগের কক্ষবর্ণ প্রাচীর দেখিতে পাইলেন। তাহা যেন গগনবিহারী দৈত্যের স্তম্ভ বাসভবন। সেই ভূগের কোন কক্ষ-বাতায়ন হইতে তাহারা দীপালোকের ক্ষীণ রশ্মিও দেখিতে পাইলেন না। সেখানে জনমানবের অস্তিত্ব আছে বলিয়া ও তাঁহাদের ধারণা হইল না। স্থিতি ভাবিতে লাগিল—সেকালের মিস্ট্রীরা কি উপায়ে ঐ দুরারোহ গিরিচূড়ায় উঠিয়া ভূগটি নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিল, এবং কি কৌশলেই বা সেখানে ভূগ-নিৰ্ম্মাণোপযোগী স্বরূপ উপকরণসমূহ উত্তোলিত হইয়াছিল? বহুলোককে বহু বৎসর ধরিয় অক্লান্ত পরিশ্রমে সেই ভূগ নিৰ্ম্মাণ করিতে হইয়াছিল। তাহারা কি বর্তমান যুগের মানুষ্যের মত মানুষ্য ছিল? তাহাদের অসাধারণ শক্তি ও কাষাদক্ষতা? কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া স্থিতি স্থান কাল, নিজের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইল! সে ভাবিল কোন বিরাট কপিকলের সাহায্যে সেই সকল ভারী জিনিস গিরিচূড়ায় উত্তোলিত হইয়াছিল। পাগলা কাউন্ট নীচের গ্রাম হইতে এখনও তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে; তাহার ভৃত্যেরা দোলায় বসিয়া গিরিচূড়া হইতে নামা-উঠা করে; সেইরূপ উপায়ে গিরিচূড়ায় উঠিতে পারিলে তাহাদের কি এত কষ্ট ও অসুবিধা হইত? কিন্তু তাহাদের হৃৎস্পন্দনে সে পথ বন্ধ! এখন তাহাদের কোমরের দড়ি ধরিয়া ওলালভো আর কতদূর তাহাদিগকে টানিয়া তুলিবে? পাহাড়ের গুহায়ে তাহারও যে পা রাখিবার স্থান নাই! বকে হাটিয়া উঠিতে উঠিতে যদি সে পিছলাইয়া নীচে

পড়িয়া যায় তাহা হইলে কাহারও প্রাণরক্ষা হইবে না। মিঃ ব্লেক ও ওয়াল্ডো একরূপ বিশ্রী নোংরা কাণের ভার লইয়াছেন ভাবিয়া সে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইল; কিন্তু মুখ ফুটিয়া তাহার প্রতিবাদ করিবার উপায় ছিল না। মিঃ ব্লেক তাহাকে নীচে রাখিয়া যাইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন; তখন সে স্বেচ্ছায় এই কষ্টকে বরণ করিয়াছিল, এখন তাহার আক্ষেপ শোভা পায় না। ওয়াল্ডো জাঁক করিয়া বলিয়াছিল—সে সেই গিরিচড়ায় উঠিবেই; সে তাঁহাদিগকে সেখানে লইয়া যাইবার ভার লইয়াছিল; সুতরাং সে কি করে তাহা দেখিবার জন্ত প্রতীক্ষা করাই তাহার সঙ্গত মনে হইল।

মিঃ ব্লেক তাঁহার সঙ্গীদ্য সহ প্রশস্ত ধারীর উপর দাড়াইয়া সেই পাহাড়ের সকল দিক পরীক্ষা করিলেন; কিন্তু কোন দিকে চাহিয়া আশ্বস্ত হইতে পারিলেন না। তাঁহারা যে ধারীর উপর দাড়াইয়া ছিলেন তাহা উভয় দিকে ক্রমশঃ সরু হইয়া পাহাড়ের গায়ে মিলাইয়া গিয়াছিল। সেই দিকে পাহাড়ের গা বহুদূর-প্রসারিত প্রাচীরের মত সোজা ও মঙ্গল!

মিঃ ব্লেক ভীষ্মদৃষ্টিতে চারি দিকে চাহিয়া ওয়াল্ডোকে বলিলেন, “ওয়াল্ডো, ঐ পাশে জ্যোৎস্নালোকে কালো দাগের মত এটা কি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে?”

ওয়াল্ডো অক্ষুট স্বরে বলিল, “পাহাড়ের গায়ের ও একটা ফাটল বলিয়া বলা হইতেছে; পাহাড়ের গা চিরিয়া যাওয়াতে এরূপ দেখাইতেছে।”

ওয়াল্ডোর অন্তর্যমান মিথ্যা নহে। পাহাড়ের গা উল্কাধোভাবে চিরিয়া গিয়া সেই ফাটলটি প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহা কয়েক ফিট গভীর, এবং তাহার বিস্তার প্রায় তিন ফিট। মাটির প্রাচীর ফাটিয়া দোকঁক হইলে এরূপ দেখায় তাহা কতকটা সেইরূপ দেখাইতেছিল।

ওয়াল্ডো তাহা দেখিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, “মন্দ নয়; উহা ধারাই কায চলিবে।”

শ্রদ্ধা বলিল, “কায চলিবে? তোমার মতলব কি ওয়াল্ডো!”

ওয়াল্ডো বলিল, “অর্থাৎ ‘আমরা ঐ ফাটলের সাহায্যে পাহাড় বহিয়া উঠিতে পারিব।’”

মিঃ ব্রেক উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, “পাগলের মত কথা বলিও না ওয়াল্ডো! তোমার আশা পূর্ণ হইবে না; ঐ কাটলের সাহায্যে উর্দ্ধে উঠা অসম্ভব। উহার দুই পাশ কাচের মত মন্থণ,— পিচ্ছিল; এ অবস্থায় তুমি কিরূপে আশা করিতেছ যে—”

ওয়াল্ডো বাধা দিয়া বলিল, “আমি কি করি দেখুন ত! যদি আপনার আশঙ্কা হইয়া থাকে আমি পা ফস্কাইয়া নীচে পড়িব, তাহা হইলে আপনি একখান পাথরের সঙ্গে আমাদের এই দড়ির মাঝামাঝি একটা কাঁস বাধিয়া রাখুন, ইঠাৎ পদস্থলন হইলে আমি দড়ির উর্দ্ধাংশ ধরিয়া ঝুলিতে পারিব; আমার দেহের ভারে আপনাদিগকে নীচে ঝুলিয়া পড়িতে হইবে না। আপনারা সেই কাঁসের নীচে নিরাপদ থাকিবেন।”

অতঃপর ওয়াল্ডো এক অদ্ভুত কায করিল! সে সেই ফাটলের এক ধারে পিঠ রাখিয়া অল্প ধারে দুই পা বাধাইয়া দিল, এবং উভয় জালতে ভর দিয়া সেই ফাটলের প্রাচীরে পিঠ ঘষিয়া, পিঠের পেশীর জোরে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। (he worked himself upwards, slithering his back along the rock) সে এক পায়ে দেহের ভার রাখিয়া দ্বিতীয় পা একটু উর্দ্ধে ঠেলিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার পিঠও সেইভাবে অল্পে অল্পে উপরের দিকে উঠিতে লাগিল!

স্থিতি ওয়াল্ডোকে এইরূপ অসাধ্য সাধন করিতে দেখিয়া স্তম্ভিত হইল; সে বিহ্বল দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, “কি সর্বনাশ!”

ওয়াল্ডো প্রথমে একটু অস্ববিধা বোধ করিলেও কয়েক মিনিট পরে সে ফস্-ফস্ করিয়া এরূপ বেগে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল যে, মিঃ ব্রেকেরও মনে হইল— ইহা ইচ্ছাজাল!—ওয়াল্ডো এই ভাবে প্রায় ফুড়ি ফিট উর্দ্ধে উঠিয়া ঝুলিতে পারিল—ফাটলটি সেখানে এরূপ প্রশস্ত যে, পিঠ ও উভয় পদের বিস্তারে সেই ব্যবধান পূর্ণ হয় না! তখন সে এক দিকে উভয় পদতল ও অল্প দিকে কাঁধ বাধাইয়া সেই ভাবে ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। সেই সময় তাহার সমগ্র দেহ—কাঁধ হইতে পা পর্যন্ত বংশদণ্ডের গ্রায় সরল হইল! অসাধারণ

বলবান ব্যক্তিও কয়েক সেকেন্ডের অধিক সেই ভাবে শূন্যে অবস্থিতি ক'রিতে পারে না ; কিন্তু ওয়াল্ডো সেই ভাবে সমগ্র দেহ পরিচালিত করিয়া উর্কে উঠিতে লাগিল । এরূপ অসাধ্য সাধন অন্য কোন মনুষ্যের ক্ষমতার অতীত ।

অবশেষে ফাটলটি অপেক্ষাকৃত সঙ্গীর্ণ হইলে ওয়াল্ডো পূর্ববৎ দ্রুতবেগে আরও কিছু উর্কে উঠিয়া, মাথা তুলিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিল; তাহার পর মিঃ ব্লেককে বলিল, “আর কোন অসুবিধা নাই ; কঠিন কাষটুকু শেষ করিয়াছি । আমার সম্মুখে সমতল উপত্যকা । এখানে পার্কভ্য গাছ-পালা, এমন কি, ঘাস পর্যন্ত দেখা যাইতেছে । — এইবার আপনাদের উঠিয়া আসিতে হইবে ।”

ওয়াল্ডোর কথা শুনিয়া শ্বিথ সভয়ে মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিল । সে বুঝিয়াছিল ওয়াল্ডো যেভাবে সেই কঠোর অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে — তাহা তাঁহাদের উভয়েরই অসাধ্য । ওয়াল্ডো না আসিলে তাঁহাদিগকে হতাশ হইয়া ফিরিয়া যাইতে হইত — ইহা তাঁহাদের উভয়কেই স্বীকার করিতে হইল ।

ওয়াল্ডো তাঁহাদের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সন্মুখভাগে বলিল, “আমি যে ভাবে উঠিয়া আসিলাম, আপনারাও সেই ভাবে আসিবার চেষ্টা করুন, যদি না পারেন, তখন আমার বাহা সাধা করিব ।”

শ্বিথ বলিল, “ওভাবে আমি এক ফুটও উঠিতে পারিব না ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না ওয়াল্ডো, আমাদের উহা অসাধ্য । ভূমি আমাদের তুলিয়া না লইলে আমরা নিরুপায় ।”

ওয়াল্ডো বলিল, “তবে চোখ বুজিয়া দুই হাতে দড়ি ধরিয়া থাকুন । আমি আপনাদিগকে টানিয়া তুলিতেছি ।”

ওয়াল্ডো দড়ির কিয়দংশ একখানি পাথরের ঝাঁকের সঙ্গে কাঁস দিয়া বাধিল, তাহার পর সেই দড়ির গোড়া ধরিয়া তাঁহাদিগকে সেই উপত্যকায় টানিয়া তুলিতে লাগিল । মিঃ ব্লেক আগে উঠিলেন । শ্বিথ রজ্জুর অগ্র প্রান্তে ছিল : ওয়াল্ডো মিঃ ব্লেককে বসাইয়া রাখিয়া রজ্জুর অবশিষ্ট অংশ আকর্ষণ করিয়া শ্বিথকেও টানিয়া তুলিয়া লইল ; তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া বলিল,

“আপনাদের দু’জনকে একসঙ্গে টানিয়া তুলিতেও আমার কষ্ট হইত না ; - তবে হঠাৎ ডড়ি ছিঁড়িলে আপনাদের বাঁচাইতে পারিতাম না ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমাকে অগণ্য ধন্যবাদ ওয়াল্ডো ! তোমার হাতের পেশীগুলি ইম্পাতের মত শক্ত । আমার দেহের ওজন দুই মন পচিশ সের, কিন্তু তুমি আমাকে তিনমাসের শিশুর মত অনায়াসে টানিয়া তুলিলে ! ধন্য তোমার শক্তি !”

ওয়াল্ডো বলিল, “ধন্যবাদটা আপনি বাজে খরচ করিলেন মিঃ ব্লেক ! লেডি গেনথর্প আমাকে বলিয়াছিলেন এই পাহাড়ে উঠা অত্যন্ত কঠিন কায ; পাহাড় বহিয়া ইহার মাথায় উঠা অসাধ্য কন্ম । তাঁহার কথা সত্য মনে করিয়া আমি অনেক টাকা ‘ফি’এর দাবী করিয়াছি ; এখন বুঝিতেছি—এই সহজ কাষের জন্ত একরূপ দাবী করিয়া তাহাকে প্রতারণিত করিয়াছি ।” (I feel very much like a swindler.)

তাঁহারা সেই স্থানে বিশ্রাম করিতে বসিলেন । তাঁহারা পাহাড়ের উচ্চতা পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন, তখন অর্দ্ধেক পথ অতিক্রম করিয়াছেন, আরও অর্দ্ধেক বাকি ! ক্ষীণপ্রভ শশধর তখন পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িয়াছিল । জ্যোৎস্না পূর্বাপেক্ষা স্নান দেখাইতেছিল ।

স্মিথ বলিল, “কর্তা, পাহাড়ের নীচে দাড়াইয়া এই পাহাড় বেক্ষণ উচ্চ বলিয়া ধারণা হইয়াছিল—এখন দেখিতেছি ইহা তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক উচ্চ ! আমরা এতদূর উঠিয়া আসিলাম, এখনও অর্দ্ধেক পথ বাকী ! যেটুকু রাত্রি অবশিষ্ট আছে—সেই সময়ের মধ্যে পাহাড়ের চূড়ায় উঠিতে না পারিলে আমাদের সকল শ্রম বিফল হইবে ।—নীচের দিকে চাহিয়া দেখুন—আমরা কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি ! এখান হইতে যদি একঘণ্টা পা ফস্কাই, তাহা হইলে আমাদের শরীরের হাড়গুলি—”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এখন আশা হইতেছে আমরা কোনও রকমে গিরিচূড়ায় উপস্থিত হইতে পারিব ; কিন্তু সেখান হইতে হুর্গে প্রবেশ করা সহজ হইবে না, তাহাতেও বিপদের আশঙ্কা আছে ।—তবে আমরা যে বিপদশাশি

অতিক্রম করিয়া আসিলাম—তাহার তুলনায় সেই সকল বিপদ তুচ্ছ হইবে, এরূপ মনে করিতে পারি।”

স্মিথ বলিল, “যে বিপদরাশি পার হইয়া আসিয়াছি—সেইরূপ বা তাহা অশেষা পুরুতর বিপদে পড়িতে হইবে না, এ কথা কি আপনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে পারেন? আমি ভাবিতেছি—আর কিছু দূর উঠিয়া যদি আমাদের গতিরোধ হয়, যদি আমরা পাহাড়ের চূড়ায় উঠিতে না পারি—তাহা হইলে আমাদের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইবে? যে কষ্টে আমরা এতদূর উঠিয়াছি—তাহা জীবনে ভুলিব না; কিন্তু যদি অক্লান্তকাৰ্য্য হইয়া এখান হইতে আমাদের নামিয়া যাইতে হয়—তাহা হইলে ইহার শতগুণ অধিক কষ্ট পাইতে হইবে; পড়িয়া মরিবার আশঙ্কার ত কথাই নাই।”

মিঃ ব্লেক পুনর্বার চলিবার আদেশ না দেওয়া পর্য্যন্ত ওয়াল্ডো উঠিবার চেষ্টা করিল না। ওয়াল্ডো এই কাৰ্য্যে অসাধারণ পরিশ্রম করিলেও সে ক্লান্তিবোধ করে নাই; তাহার চোখে মুখেও অবসাদের চিহ্ন ছিল না। সে মুহূর্তকাল বিশ্রাম না করিয়া পুনর্বার উর্দ্ধে ধাবিত হইতে পারিত; কিন্তু মিঃ ব্লেক ও স্মিথ এরূপ পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন যে, কিছুকাল বিশ্রাম না করিলে তাঁহাদের নড়িবারও শক্তি হইবে না—বুঝিয়া ওয়াল্ডো তাঁহাদের সম্মতির প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। তাঁহাদের সর্বাপেক্ষ বেদনাপ্রসূত হইয়াছিল, আঙ্গুলে ফোঁসকা উঠিয়াছিল, এবং করতল ছড়িয়া গিয়া রক্ত বরিতেছিল। মিঃ ব্লেককে পূর্বে কোন কাৰ্য্যে কখন এরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই।

যাহা হউক, মিঃ ব্লেক আর অধিক কাল সেখানে বিলম্ব করা সম্ভব মনে করিলেন না; তিনি পশ্চিমগগনবিলম্বী চন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “স্মিথ, আর এখানে বিলম্ব করিলে কাৰ্য্য নষ্ট হইবে।”

স্মিথ বলিল, “আমিও সেই কথাই বলিতে যাইতেছিলাম কর্তা!—উঠা যাক।”

তাঁহারা উভয়েই উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মুখে উৎসাহের কোন চিহ্ন লক্ষিত হইল না। সেই স্থান হইতে প্রায় একশত ফিট উর্দ্ধ পর্য্যন্ত পাহাড় অপেক্ষাকৃত স্থগম হইলেও, তাহার উর্দ্ধস্থ পাহাড় অত্যন্ত দুর্গম; সেই

চড়াই অতিক্রম করা অত্যন্ত দুঃস্বপ্ন হইবে—ইহা তাহারা অবিলম্বেই বুঝিতে পারিলেন। সেই পাহাড়ের স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্মরাশি দেখিয়া মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এ গুল্মগুলি ধরিয়া-ধরিয়া উপরে উঠিবার সুবিধা হইতে পারে।”

স্মিথ বলিল, “আমাদের দেহের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া হঠাৎ যদি কোন গুল্মগুলি উপড়াইয়া আসে তাহা হইলে আমাদের পরলোকে পৌছাইতে এক লহমাও বিলম্ব হইবে না কৰ্ত্তা।”

ওয়াল্ডো সেই উপত্যকার আশ্রয় ত্যাগ করিল; তাহার উর্দ্ধে উঠিবার ভঙ্গি দেখিয়া মিঃ ব্লেক ও স্মিথ উভয়েরই সর্বদ্বন্দ্ব কণ্টকিত হইল। ওয়াল্ডোর হস্তপদ সঞ্চালনে এবার বিন্দুমাত্র সতর্কতা লক্ষিত হইল না। সে বন-মানুষের মত (like a human gorilla) অবলীলাক্রমে উর্দ্ধে উঠিতে লাগিল; কিন্তু সে কি ধরিয়া উঠিতেছে, বা কোথায় পা ফেলিতেছে, তাহা পরীক্ষা করাও সে প্রয়োজন মনে করিল না!

তাহাকে সেই ভাবে এক স্থান হইতে অগ্ন স্থানে লাকাইয়া যাইতে দেখিয়া স্মিথ অশ্রুতস্থরে বলিল, “অতি অদ্ভুত ব্যাপার কৰ্ত্তা! ওয়াল্ডো এই পাহাড়ের গা বহিয়া মাছির মত উঠিতেছে!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু উহার এইরূপ অসাধ্য সাধনে অভ্যাস আছে। ওয়াল্ডো একবার লণ্ডনের ‘অষ্ট্রেলিয়া হাউস’ের মন্থণ দেওয়াল বহিয়া ছাদে উঠিয়াছিল! লণ্ডনের অসংখ্য নবনারী তাহার এই খেলা দেখিতে সেখানে সমবেত হইয়াছিল। তাহারা সকলেই উহার সেই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইয়াছিল। অগ্ন কোন লোক কোন দিন সেভাবে এইরূপ মন্থণ দেওয়াল বহিয়া ছাদে উঠিতে পারে নাই। কিন্তু ওয়াল্ডো এখন যে ভাবে এই পাহাড় বহিয়া উঠিতেছে—এ কাণ্ড তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক কঠিন; উহার উঠিবার ভঙ্গি দেখিয়া মনে হইতেছে—মূর্ত্ত মধ্যে পা পিছলিয়া নীচে পড়িবে, যদি একবার হাত ফস্কায়—তাহা হইলে উহার মৃত্যু অনিবার্য। কিন্তু উহার মনে ভয় ভর নাই! কি ভাবে উঠিতেছে দেখিতেছ? ওয়াল্ডো অসাধারণ লোক!” (certainly an extraordinary man).

মিঃ ব্লেক কথাগুলি স্বাভাবিক স্বরে বলিলেও ওয়াল্‌ডোর শ্রবণশক্তি একরূপ তীক্ষ্ণ যে, সে মিঃ ব্লেকের সকল কথাই শুনিতে পাইয়া হাসিয়া বলিল; “ও সকল বাজে কথায় কান দিও না, শ্মিথ !—আমি মাথার কাছে পাথরের একটা ধারী দেখিতে পাইতেছি—উহা তেমন প্রশস্ত না হইলেও উহার উপর তোমরা আশ্রয় লইতে পারিবে। আমি ওখানে উঠিয়া তোমাদের দু’জনকে টানিয়া তুলিতেছি। কোমরের দাঁড়ি শক্ত করিয়া ধরিয়া থাক। মিঃ ব্লেক ! এইবার আপনার পালা।”

সে পাষাণময় ধারীর উপর উঠিয়া প্রথমে মিঃ ব্লেককে টানিয়া তুলিল, তাহার পর শ্মিথকে তুলিয়া তাঁহার পাশে বসাইয়া দিল।

এইভাবে তাঁহারা তিনজনে পাহাড় বহিয়া উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলেন ; একরূপ এক গজ স্থানও ছিল না,—যে স্থান তাঁহারা নির্ঝিয়ে অতিক্রম করিতে পারিলেন ; তাঁহাদিগকে প্রাণ হাতে করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে হইল। প্রতি মূহুর্তে পদস্থলনের আশঙ্কা থাকিলেও ওয়াল্‌ডোর সহায়তায় ও সতর্কতায় তাঁহারা উভয়ে মৃত্যু-কবল হইতে রক্ষা পাইলেন। কিন্তু তাঁহাদের উভয়েরই সর্বাঙ্গ সন্দ্বিধায় প্রাণিত হইল।

এই ভাবে তাঁহারা গিরিচূড়ার সমীপবর্তী হইয়া কিছুকাল সেখানে বিশ্রাম করিলেন। তখন চন্দ্রদেব অন্তগমনোন্মুখ, চন্দ্রালোক প্রতি মূহুর্তে যান হইয়া আসিতেছিল। তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক অধিকতর উৎকণ্ঠিত হইলেন। চন্দ্র অন্তর্মিত হইলে গিবিচূড়া এবং সমগ্র পার্বত্য প্রকৃতি গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইবে ; সেই অন্ধকারে নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হওয়া অসাধ্য হইবে বঝিয়া মিঃ ব্লেকের মনে ত্রাসের সঞ্চার হইল। গিরিচূড়ায় আরোহণ করিতে না পারিলে নীচে নামিয়া আসিবার চেষ্টা করিতে হইবে ; কিন্তু অন্ধকারে নীচে নামিবার চেষ্টাও বাতুলতা মাত্র।

তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টায় অবশেষে যে ধারীতে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন তাহা একরূপ অপ্রশস্ত—যে, তাহার উপর উপড় হইয়া পড়িলেও তাঁহাদের বুকের একধার সেই ধারীর বাহিরে ঝুলিতে লাগিল ; সেই অবস্থায় তাঁহারা একপাশ পাথর

ধরিয়া বৃকে ঠাট্টিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বৃকের উপর ভর দিয়া, তাঁহারা দেহের ভারকে স্থির রাখিতে (of maintaining their equilibrium) সমর্থ হইলেন। শ্বিথ একবার নীচে দিকে চাহিতেই তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল। সে নীচে দৃষ্টিপাত করিয়া চন্দ্রালোকে একটি গভীর গিরিগুহা দেখিতে পাইল। তাহা অন্তলম্পর্শ বলিয়াই তাহার মনে হইল। সে কোন দিকে হাত বাড়াইয়া কিছু ধরিবে তাহারও উপায় ছিল না। ওয়াল্ডো তখন আরও কিছু দূর উর্দ্ধে উঠিয়াছিল; শ্বিথের কোমরের দড়ি তাহার হাতে দিল। শ্বিথ বা ব্লেক হঠাৎ গড়াইয়া পড়িলে সেই দড়ি ধরিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে, এই আশায় ওয়াল্ডো ক্রমশঃ উর্দ্ধে উঠিতেছিল। ওয়াল্ডো বুঝিয়াছিল আরও একশত ফিট উর্দ্ধে উঠিতে পারিলে তাহারা গিরিচূড়ার দুর্গের পাদদেশে উপস্থিত হইতে পারিবে।

ওয়াল্ডো আরও পাঁচ মিনিট পরে একটি প্রশস্ত স্থানে উপস্থিত হইল বটে, কিন্তু সেই স্থান হইতে উর্দ্ধে আরোহণের চেষ্টা বিফল হইল; কারণ তাহার উর্দ্ধস্থিত পাহাড় বাহিরের দিকে হেলিয়া ছিল। (the face of the cliff sloped outward.)

ওয়াল্ডো সেই দিকে চাহিয়া বলিল, “আপনারা স্থির ভাবে পড়িয়া থাকুন। আমি দুই হাতের ভর দিয়া উহার উপর উঠিয়া আপনাদিগকে টানিয়া তুলিব।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু ঐ স্তূপের উপর আশ্রয় পাইলে ত আমাদের টানিয়া তুলিবে। কে জানিত যে, পাহাড়ের চূড়ার কাছে আসিয়া আমরা এইভাবে বাধা পাইব; এই বাধা উত্তীর্ণ হইবার উপায় কি?”

তাঁহারা উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া গিরিচূড়া বা দুর্গপ্রাচীর দেখিতে পাইলেন না; পাহাড়ের যে অংশ বাহিরে বুকিয়া পড়িয়াছিল, তাহা তাঁহাদের দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিল। তাঁহাদের মাথার উপর পাহাড়ের একাংশ বাহিরের দিকে বুলিয়া পড়িয়াছিল।

ওয়াল্ডো চারি দিকে চাহিয়া বলিল, “আমার মনে হইতেছে আমরা

দ্রুতক্রমে বিপথে আসিয়া পড়িয়াছি ! যদি আমরা কয়েক গজ বাঁ-ধারে ফেলিয়া তাহার পাশ দিয়া উঠিয়া আসিতাম তাহা হইলে পাহাড়ের এই ঝাঁকটা আমাদের সম্মুখে পড়িত না ; যাহা হউক, আপনারা স্থির ভাবে পড়িয়া থাকুন আমি আমার দক্ষিণ পাশটা পরীক্ষা করিয়া দেখি।”

ওয়াল্ডো দক্ষিণ পাশে সরিয়া গিয়া আর একটা ফাটল দেখিতে পাইল। ফাটলের অল্প দিকে পাহাড়টা ভিতর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। ওয়াল্ডো বুঝিতে পারিল সেই ফাটলটি পার হইতে পারিলে উদ্দেশ্য আরোহণ করা অসাধ্য হইবে না। কিন্তু সেই ফাটলটি এরূপ প্রশস্ত যে, তাহা লাকাইয়া পার হইবার উপায় ছিল না।

ওয়াল্ডো দুই এক মিনিট চিন্তা করিয়া দড়িটা কোমরে ভাল করিয়া জড়াইয়া লইল, তাহার পর ব্লেককে বলিল, “আমি উপায় স্থির করিয়াছি ; কাষটা প্রথমে যে রকম শক্ত মনে হইয়াছিল এখন তেমন শক্ত মনে হইতেছে না ; একটা বড় ফাটল দেখা যাইতেছে, উহা লাকাইয়া পার হইতে পারিলেই কাষ হাসিল। বোধ হয় তাহা আমার অসাধ্য হইবে না ; আমি ও-পাশে গিয়া দড়ি টানিয়া ধরিব—আপনারা তাহা দুই হাতে ধরিয়া ঝুলে-ঝুলে আসিতে পারিবেন না ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “গহ্বরটা কত বড় একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি।”

ফাটলটা পাহাড়ের এক ধার হইতে অল্প ধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায় একটি গভীর গহ্বরের মত দেখাইতেছিল; তাহার বিস্তারও অল্প নহে। মিঃ ব্লেক সেই গহ্বরের উভয় প্রান্তের ব্যবধান দেখিয়া ভীত হইলেন ; স্থিথের মুখ শুকাইয়া গেল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “গুহা-মুখের বিস্তার দেখিলাম, তুমি কি কৌশলে উহা পার হইবে মনে করিয়াছ ?”

ওয়াল্ডো বলিল “কৌশল আর কি ? ইহা পার হইবার একটি মাত্র উপায় আছে, তাহাই স্বেচছন করিব।—একটি লাফে ও-ধারে পদার্পণ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এই প্রশস্ত গহ্বর লাকাইয়া পার হইবে ?—ওয়াল্ডো,

তুমি কি ক্ষেপিয়াছ ? পাগল ! ইহা তুমি কখনও পারিবে না ।” (you'll never do it.)

ওয়াল্ডো বলিল, “একটু পাল্লা লইয়া :দৌড়াইয়া লাফাইলে ঐ গহ্বরের ওপাশে ছাড়া ভিতরে পড়িব না ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি বানরের মত লাফাইতে পার জানি, তোমার শক্তিও অসাধারণ ; তথাপি তুমি এত বড় গহ্বর লাফাইয়া পার হইতে পারিবে কি না সন্দেহের বিষয় ।” (I still doubt if you can accomplish the jump.)

ওয়াল্ডো বলিল, “আপনি ত আমাকে পাগল সাব্যস্ত করিলেন ! বেশ, আমি পাগলেরই মত কাণ করিব । আমি ঐ গহ্বর লাফাইয়া পার হইবার চেষ্টা করিব । আপনার সঙ্গে তর্ক করিয়া কোন লাভ নাই ব্লেক ! এই ছোট গহ্বরটা আমি লাফাইয়া পার হইতে পারিব না ? এই তুচ্ছ ব্যাপার লইয়া তর্ক করিতে হইবে ? তবে দড়িগাছটা কোমর হইতে খুলিয়া রাখি, এখন আপনাদিগকে আমার সঙ্গে রাখিয়া না রাখাই উচিত ; গহ্বর পার হইয়া আমি দড়ির সাহায্য লইব ।”

মিঃ ব্লেক ওয়াল্ডোর এই প্রস্তাবের সমর্থন করিলেন না ; তিনি ওয়াল্ডোকে এইরূপ হুঃসাহসের কার্য হইতে বিরত হইবার জ্ঞপ্তি পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিলেন । তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিলেন, তাহার এই চেষ্টা সফল হইবার আশা নাই ; এ অবস্থায় নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা অত্যন্ত নির্দোষের কাণ । কিন্তু ওয়াল্ডো তাঁহার কোন কথা গ্রাহ্য করিতে সম্মত হইল না । ওয়াল্ডো বলিল, গিরি-চূড়ায় উঠিতে হইলে সম্মুখস্থ ফাটল লাফাইয়া পার হইতেই হইবে ; এই কাণ্য অন্তের অসাধ্য হইলেও তাহার অসাধ্য নহে । নিজের শক্তিতে তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, সুতরাং তাঁহার অনুরোধ গ্রাহ্য করিয়া কেন সে নিজের প্রতি অবিচার করিবে ?

ওয়াল্ডোকে সেই প্রশস্ত গহ্বর লাফাইয়া পার হইবার উপক্রম করিতে দেখিয়া স্থিখ একরূপ বিচলিত হইল যে, সে সেইদিকে চাহিতে না পারিয়া

ভয়ে চক্ষু মুদিত করিল। তাহার মনে হইল ওয়াল্ডো যদি লাফাইয়া গুহার
অপর প্রান্তে উপস্থিত হইতে না পারে তাহা হইলে সে গহ্বরের ভিতর
নিষ্কিপ্ত হইবে ও গহ্বরস্থিত প্রস্তরে আহত হইয়া তাহার দেহ চূর্ণ হইবে
এবং সে আত্মরক্ষা করিতে না পারিয়া সেই মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করিবে।
মিঃ ব্লেকের অনুরোধে সে কোমরের দড়ি না খুলিয়া পূর্ববৎ বাঁধিয়া রাখিতে
সম্মত হইয়াছিল। সেই রজ্জুর অপর প্রান্ত মিঃ ব্লেকের ও শ্বিথের দেহের সহিত
আবদ্ধ ছিল; সুতরাং ওয়াল্ডো লাফাইতে গিয়া গুহার ভিতর নিষ্কিপ্ত হইলেও
তাঁহার সে রজ্জুর সাহায্যে তাহাকে টানিয়া তুলিতে পারিবেন বটে, কিন্তু
তাহাকে জীবিত অবস্থায় তুলিতে পারিবেন—ইহা মিঃ ব্লেক বা শ্বিথ
বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

ওয়াল্ডো উচ্চৈঃস্বরে বলিল, “এই বার!”—সঙ্গে সঙ্গে সে কয়েক গজ
দৌড়াইয়া গিয়া সেই গহ্বরের কিনারায় উপস্থিত হইল এবং একপ কোশলে
লাফাইয়া পড়িল যে, তাহার দেহ কিয়দূর উর্দ্ধে উঠিয়া সেই গুহার অগ্র ধারে
পড়িল। এই কার্যে সে তাহার দেহের সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল, এবং
দেহের পেশীগুলিকে যথাসাধ্য বেগে পরিচালিত করিয়াছিল। তাহার পদদ্বয়ের
অঙ্গুলির অগ্রভাগ গুহার অগ্র প্রান্ত স্পর্শ করিল। যদি তাহার উন্নমন দুই ইঞ্চি
মাত্র কম হইত, তাহা হইলে তাহাকে গুহামধ্যে নিষ্কিপ্ত হইতে হইত।
মিঃ ব্লেকের মনে হইল—সে ঝোক সামলাইতে পারিবে না; কিন্তু
সে ঞ্জলিত পদে ঘুরিয়া পড়িতে পড়িতে অদ্যুত কোশলে মুহূর্ত্তে সামলাইয়া
লইল। (recovered his equilibrium.)

ওয়াল্ডো সম্মুখে বুঁকিয়া-পড়িয়া উৎসাহভরে দুই হাত উর্দ্ধে আন্দোলিত
করিল, তাহার পর ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে বলিল, “কাম কতে! গিরিচূড়ায়
পৌছিতে আর অধিক বিলম্ব হইবে না ব্লেক!”

মিঃ ব্লেক প্রকৃত চিন্তে বলিলেন, “পরমেশ্বরকে অগণ্য ধন্যবাদ; তাহার
রূপায় পক্ষু ও গিরি লঙ্ঘন করে। তাঁহারই আশীর্ব্বাদে ভূমি কৃতকার্য হইয়াছে
ওয়াল্ডো!”

চতুর্থ অধ্যায়

রহস্যসমাচ্ছন্ন দুর্গ

এই গিরিগুহা অতিক্রম করিবার পর গিরি-চূড়ায় আরোহণ করা তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হইল না। ওয়াল্ডো রজ্জুর সাহায্যে মিঃ ব্লেককে ও স্মিথকে নির্ঝিল্লি গুহার অপর পারে লইয়া গেল। তাঁহারা তিনজনে উদ্ধে আরোহণ করিবার প্রায় আধঘণ্টা পরে গিরি-চূড়ার দুর্গ-প্রাচীরের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। সেখানে প্রায় তিন ফিট প্রশস্ত একটি ধারী ছিল; তাহার উপর হইতে দুর্গ-প্রাচীর উদ্ধে মাথা তুলিয়া দাড়াইয়া ছিল। এই দুর্গের প্রাচীর বর্তমান কালের কারাগার সমূহের প্রাচীর অপেক্ষা অনেক অধিক উচ্চ। এই প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিবার কোন উপায় ছিল না; কিন্তু তাঁহারা যে ষক সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহার সাহায্যে সহজেই প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে পারিবেন, এই আশায় তাঁহারা প্রসন্ন মনে সকল কষ্ট সহ্য করিতেছিলেন।

তাঁহারা গিরি-চূড়াস্থিত দুর্গের অদূরে একখানি পাথরের উপর বসিয়া অঙ্ককারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; কারণ চন্দ্রাস্তের তখনও কিঞ্চিৎ বিলম্ব থাকায় পার্শ্বত্যাগ প্রকৃতি গাঢ় অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হয় নাই। তাহাদের পদতলে সুবিস্তীর্ণ উপত্যকা ক্ষীণচন্দ্রকিরণে চিত্রবৎ পরিলক্ষিত হইতেছিল; কিন্তু আরও নীচে পর্বতের সান্নিধ্য তখন গভীর অন্ধকারে আবৃত হইয়াছিল। সেই দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহাদের মনে হইল তাঁহারা পৃথিবীর সহিত সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন; তাঁহারা আর সেখানে প্রত্যাগমন করিতে পারিবেন কি না তাহা বুঝিতে পারিলেন না। অদূরে সেই অপরিচিত দুর্গম দুর্গে কি ভূভেদ্য রহস্য প্রচ্ছন্ন আছে তাহাও অনুমান করা তাঁহাদের অসাধ্য। স্থিতি সেই দুর্গ-প্রাচীরের দিকে চাহিয়া অনুমান করিল—দুর্গদ্বার খুলিয়া শাস্ত্রীরা পাহারায় বাহির হইবে; কিন্তু হঠাৎ তাহাদিগকে দেখিতে পাইলে

তাহারা কিরূপ ব্যবহার করিবে, তাহা সে বুঝিতে পারিল না। তাহারা সেই স্থানে বসিয়া কোন দিকে একটিও প্রহরীর সাড়াশব্দ পাইলেন না। সেই দুর্গম পাহাড়ের শিখর-দেশে যে দুর্গ অবস্থিত, তাহার চতুর্দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য কাউন্ট ফেরারা প্রহরী নিযুক্ত করা আবশ্যক মনে করে নাই; সুতরাং দুর্গের বাহিরে তাঁহাদের ধরা পড়িবার আশঙ্কা ছিল না। দেখিয়া শুনিয়া তাঁহাদের আশা হইল তাহারা নির্বিবাদে দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিবেন, এবং তাহা অধিকার করাও তাহাদের পক্ষে কঠিন হইবে না।

ওয়াল্ডো মিঃ ব্লেককে বলিল, “আপনারা দু’জনে কিছুকাল এখানে বসিয়া থাকুন, আপনাদের বাস্তু হইবার প্রয়োজন নাই। আমি হুক ও দড়ি লইয়া দুর্গ-প্রাচীরের নীচে বাইতেছি; হুকটা প্রাচীরের মাথায় গাঁথিবার চেষ্টা করিব। আমি যে কাষেব ভার লইয়া আসিয়াছি তাহা এখনও শেষ হয় নাই। দুর্গেব ভিতর প্রবেশ করিবার পর ভিন্ন আমি আমার গৃহীত কার্যভার ত্যাগ করিব না। রাত্রিশেষে দুর্গ-প্রবেশের পর আমার ছুটা; তখন আপনার ডিটে ক্লিভের কাম আরম্ভ হইবে। আপনি তখন কৰ্ত্তা হইবেন; আমি স্বেচ্ছায় আপনার তাবেদারী স্বীকার করিব।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তবে যাও—দুর্গ প্রবেশের উপায় স্থির কর।”

ওয়াল্ডো তাহার পরিচ্ছদের ভিতর সূদীর্ঘ স্থূল রজ্জু ও তাহার প্রান্ত-সংলগ্ন তীক্ষ্ণগ্রন্থক সাবধানে লুকাইয়া রাখিয়াছিল। সে তাহা বাহির করিয়া নইল। সে সেই রজ্জুর এক অংশ পায়ে বাধাইয়া তাহার প্রান্তস্থিত; কটি দুই হাতে টানিয়া গ্রন্থির দৃঢ়তা পরীক্ষা করিল। তাহার পর সেখান হইতে উঠিয়া দুর্গপ্রাচীরের নীচে আসিল এবং উল্কে দৃষ্টিপাত করিয়া, হাত মূলাইয়া রজ্জুটি কয়েকবার আন্দোলিত করিল। তাহার পর সে রজ্জু উল্কে নিক্ষেপ করিতেই রজ্জুবদ্ধ হুক সশব্দে প্রাচীরের মাথায় পড়িল।

স্মিথ উৎসাহ ভরে বলিল, “ঠিক পড়িয়াছে; কিন্তু প্রাচীরের মাথায় বিধিয়াছে কি না পরীক্ষা কর।”

ওয়াল্ডো রজ্জুর অন্ত প্রান্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহা আকর্ষণ করিল;

কিন্তু হুক প্রাচীরের মাথায় না বিঁধিয়া নীচে নামিয়া আসিল। ওয়াল্ডে হাত বাড়াইয়া শূন্তেই তাহা ধরিয়া ফেলিল, এবং হাসিয়া বলিল, “বাল্যকালে পড়িয়াছিলাম, ‘প্রথমে যদি রূতকার্য্য হইতে না পার—তাহা হইলে পুনর্বার চেষ্টা কর, চেষ্টা কর’—আবার চেষ্টা করিয়া দেখি।”

সে রজ্জুবন্ধ হুকটি পুনর্বার প্রাচীরের উদ্ধে নিক্ষেপ করিল; এবারও তাহ ‘ঠক’ করিয়া প্রাচীরের মাথায় পড়িল। (once more there came a faint thud) এবার হুকটি দুইখানি প্রস্তরের জোড়ের মুখে সোজা হইয়া পড়িয়াছিল। ওয়াল্ডো দড়ির অন্য প্রান্ত ধরিয়া আকর্ষণ করিতেই তাহার তীক্ষ্ণ হৃদয়ে সেই জোড়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া আঁটিয়া বসিল।

ওয়াল্ডো রজ্জুপ্রান্ত জোরে আকর্ষণ করিল, কিন্তু পূর্ববৎ হুক সহ তাহা ধসিয়া আসিল না; টানাটানিতে হকের মাথার অধিকাংশ জোড়ের ভিতর প্রবেশ করিল। ওয়াল্ডো রজ্জুর নিম্নস্থ প্রান্ত দুই হাতে জড়াইয়া ধরিয়া জোরে একটা ‘ঝঁক’ মারিল, এবং তাহাতে দেহের সমস্ত ভার চাপাইয়া, দুই পা শূন্তে ভুলিয়া রজ্জুতে ঝুলিতে লাগিল। যখন সে দেখিল হুকটির ধসিয়া পড়িবার সম্ভাবনা নাই, এবং রজ্জু তাহার দেহের ভার বহন করিতে পারিবে, তখন সে উৎসাহ ভরে বলিল, “এবার ঠিক গাঁথিয়াছি, আর কোন আশঙ্কা বা চিন্তা নাই।”

মিঃ ব্লেক উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, “তুমি প্রাচীরের মাথায় উঠিবার পূর্বেই হুকটা ধসিয়া না পড়ে; আমিও একবার পরীক্ষা করিয়া দেখি।”

ওয়াল্ডো দড়ি ছাড়িয়া দিয়া বলিল, “আপনিও একবার ঝুল-খাইয়া দেখুন, আমার মত জোয়ানের ভার সহিল, আর আপনার ভারে দড়ি ছিঁড়িবে? না, হুক ধসিয়া পড়িবে? আমার শরীরের ভার আপনাদের ছুঁজনের ভার অপেক্ষা বেশী ভিন্ন কম নয়।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সেই জন্তই ত দড়ি ছিঁড়িবার আশঙ্কা করিতেছি।”

তিনি দড়ি ধরিয়া শূন্তে ঝুলিতে লাগিলেন, কয়েকবার সজোরে হ্যাঁচকা টান দিলেন; কিন্তু দড়ি ছিঁড়িল না, হুকও ধসিয়া আসিল না। তখন তিনি

বলিলেন, “হাঁ, হুক ঠিক বিধিয়াছে, খসিয়া আসিবার ভয় নাই ; এখন আমিই প্রথমে প্রাচীরের মাথায় উঠিবার চেষ্টা করি, কি বল ?”

ওয়াল্ডো মাথা নাড়িয়া বলিল, “উঁহ, ও কোন কাষের কথা নয় ; এখনও আমিই কর্তা, আমি থাকিতে আপনি উঠিবেন কেন ? মুখ থাকিতে নাক দিয়া কি কেহ খানা খায় ?”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “কিন্তু ভাবিয়া দেখ ভাই ! আমি—”

ওয়াল্ডো বাধা দিয়া বলিল, “উঁহ, এখন আপনার ভাই-গরি খাটিবে না । বলিয়াছি ত এখনও আমিই কর্তা ; দেওয়ালে উঠি, দুর্গের ভিতর প্রবেশ করি, —তাহার পর আমি শ্রাতাগিরি ছাড়িয়া দিব ; আপনি তখন হাল ধরিবেন । যা খুসী করিবেন । যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমরা দুর্গের ভিতর প্রবেশ করিতে না পারিতেছি ততক্ষণ আমার কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে, আপনাদিগকে আমার আদেশ মানিয়া চলিতে হইবে । প্রাচীর পার হইয়া আমি আপনার হুকুম মাথা পাতিয়া লইব ; তাহার পূর্বে নহে ।”

স্মিথ বলিল, “দেখ ওয়াল্ডো, তুমি সকল দিক ভাবিয়া-চিন্তিয়া কথা বল । এই দড়ি তোমাদের ভার সহ করিবে কি না তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না । তুমি ও কর্তা দড়ি ধরিয়া পরীক্ষা করিলে, খুলিয়া দেখিলে, তোমাদের দেহের ভারে উহা ছিঁড়িয়া পড়িল না ; কিন্তু কিছু দূর উঠিবার পর তোমাদের ভাবে হঠাৎ উহা ছিঁড়িয়া পড়িবে না—একথা কি জোর করিয়া বলিতে পার ? তাহা যখন পার না, তখন তোমাদের কেহই না উঠিয়া আমাকেই প্রাচীরের মাথায় উঠিবার অন্তমতি দেওয়া উচিত ; কারণ আমার শরীর তোমাদের শরীরের অপেক্ষা অনেক বেশী পাতলা । আমার ভারে দড়ি ছিঁড়িবার আশঙ্কা নাই, হুকও খুলিয়া আসিবে না । আমিই প্রথমে প্রাচীরের মাথায় উঠি ।”

ওয়াল্ডো মাথা নাড়িয়া বলিল, “চন্দ্র সূর্য্য :অস্ত গেল, জোনাকী জালায় বাতি !—যে কাষ আমরা পারিব না, উনি ঝালক হইয়া সেই কাষ করিবেন না । মিঃ ব্লেক বা তুমি যদি এই দড়ি ধরিয়া প্রাচীরের মাথায় উঠিবার চেষ্টা কর—এবং সেই অবস্থায় যদি দড়ি খসিয়া পড়ে বা তোমাদের হাত ফস্কায়, তাহা

হইলে তোমরা এই সন্ধীর্ণ ধারী ডিঙ্গাইয়া কোথায় পড়িবে তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছ কি? তোমরা পড়িয়াছ কি একদম নীচে তলাইয়া গিয়া অন্ধা লাভ করিয়াছ।—তোমাদের প্রাণ রক্ষার বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা থাকিবে না।”

শ্মিথ বলিল, “আর তুমি? তুমি ঐভাবে পড়িয়া যমকে ফাঁকি দিতে পারিবে কি?”

ওয়াল্ডো বলিল, “যমকে ফাঁকি দিতে পারে—সে সাধা কাহারও নাই হা, ঐভাবে পড়িলে আমাকেও মরিতে হইবে; খবরের কাগজে আমার অপ-মৃত্যুর সংবাদ প্রকাশ হইলে তাহা পড়িয়া অনেকে আনন্দে নৃত্য করিবে কোন কাগজে ছাপা হইবে, ‘মুসলিম-আসানের শোচনীয় অপমৃত্যু! কর্তব্য-পালনের জ্ঞাত বীরের হত্য আত্মোৎসর্গ।’ কেহ লিখিবে ‘ভাংপিঠের মরণ গাছের আগায়—অথবা গিরিচূড়ায়!’ বোধ হয় বেশী কাগজে এই শেষের লেখাটিই বাহির হইবে।—যমের সঙ্গে গোস্তাকি? না, আমার সে রকম স্পর্ধা নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ওয়াল্ডো, গাধার মত কায় কবিত্ব না।”

ওয়াল্ডো আর কোন কথা বলিল না বটে, কিন্তু গৌ ছাড়িল না। সে পুনরবার দুই হাতে দড়ি ধরিয়া আকর্ষণ করিল; তাহার পর উভয় বাহর পেশীতে ভর দিয়া হাতের উপর হাত ফেলিয়া অবলীলাক্রমে শূন্যে উঠিতে লাগিল। তাহার শরীর একটুও কাঁপিল না, রজ্জ্ব এক ইঞ্চিও আন্দোলিত হইল না।

মিঃ ব্লেক ও শ্মিথ উদ্ধদৃষ্টিতে ওয়াল্ডোর প্রাচীরে উঠিবার কৌশল দেখিতে লাগিলেন। পাছে সে হঠাৎ হাত ফস্কাইয়া পড়িয়া যায় এই আশঙ্কায় তাঁহারা অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তাহার হাত হইতে দড়িটা হঠাৎ খসিয়া পড়িলে তাহার মৃত্যু অনিবাধ্য—এবিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ ছিল না; কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইলেন। দড়ি ছিঁড়িল না, হুকও খসিল না। ওয়াল্ডো নির্ঝঞ্জে ভূগ-প্রাচীরের মাথায় উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর সে ভিতরের দিকে চাহিয়া বলিল, “ভূগের ভিতর গভীর স্তব্ধতা বিম্বাজিত,

কোথাও একটি মাছিও নড়িতেছে না ! কোন দিকে একটাও আলো নাই ; ঘোর অন্ধকার । কোথাও কোন লোক আছে কি না বুঝিবার উপায় নাই ! মিঃ ব্লেক, আপনি দড়িগাছটা কোমরে বাধিয়া দুই হাতে ধরিয়া থাকুন, আমি আপনাকে টানিয়া তুলিতেছি ; দৈবাৎ আপনার হাত ফস্কাইলেও কোমরের বাধন খুলিবে না । কাষটা অনেক সহজ হইবে ।”

পাঁচ মিনিটের মধ্যে মিঃ ব্লেক ও স্থিথ প্রাচীরের মাথায় উঠিয়া ওয়াল্‌ডোর পাশে দাঁড়াইলেন । ওয়াল্‌ডো তাঁহাদের উভয়কেই টানিয়া তুলিয়াছিল । কিন্তু তাঁহারা যে উদ্দেশ্যে এইরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া প্রাচীরে উঠিলেন—সেই উদ্দেশ্যে সফল হইবার তখনও বহু বিলম্ব । দুর্গে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে বিরূপ বাধা বিয়ের সহিত সংগ্রাম করিতে হইবে, তাহা তাঁহারা তখনও অনুমান করিতে পারিলেন না ।

কিছুকাল পরে চন্দ্র অস্তমিত হইল । সমস্ত প্রকৃতি গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল । প্রাচীরের অন্য ধারে দুর্গমধ্যে তাঁহারা অন্ধকারাবৃত আঁধানা দেখিতে পাইলেন । তাহার পর সুদূর-প্রসারিত দুর্গপ্রাকার । মধ্যস্থলে দুর্গ, তাহার চতুর্দিকে গড় । প্রাচীরবেষ্টিত গড় সুরক্ষিত । কোন বহিঃশত্রু দ্বারা তাহা সংসা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল না ।

স্থিথ বলিল, “কতটা খুলিয়া লইয়া ওধারে আঁটিয়া দিব কি ? দড়িটা ভিতরের দিকে ঝুলাইয়া দিলে আমাদের দুর্গের ভিতর নামিবার সুবিধা হইবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কি বোঝানে বিদ্যা আছে ঐখানেই থাক, তাহা খসাইবার প্রয়োজন নাই । যদি আমাদের তাড়াতাড়ি পলায়ন করিতে হয়, এবং অন্য দিক দিয়া দুর্গের বাহিরে যাইবার পথ না থাকে, তাহা হইলে যে ভাবে আমরা ভিতরে প্রবেশ করিব, সেই ভাবেই আমাদের প্রত্যাগমন করিতে হইবে । দুর্গে প্রবেশ করিয়া আমরা যে বিপন্ন হইব, বা ঘোর অসুবিধায় পড়িব—একথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না ; তবে এদিকের পথও মুক্ত রাস্তা হইবে । কতটা প্রাচীরের মাথায় শক্ত হইয়া আঁটিয়া বসিয়াছে, উহা খুলিয়া অন্য ধারে বিধাইলে বিশেষ কোন সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না ।”

শ্রীখ বলিল, “প্রাচীর অনেকখানি প্রশস্ত, হুক ওধার হইতে এধারে না বিধাইলে আমাদের কি দড়ি ধরিয়া নামিবার সুবিধা হইবে? এখান হইতে দড়ি ঘুরাইয়া দিলে তাহা প্রাচীরের অধিক নীচে নামিবে না। অত উঁচু হইতে লাফাইয়া পড়িলে আমাদের পা ভাঙিবে না কি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কে তোমাকে লাফাইয়া পড়িয়া পা ভাঙিতে বলি-বলিতেছে? প্রাচীর হইতে নীচে নামিবার জন্ত কোন দিকে সিঁড়ি থাকাই সম্ভব। সে কালে প্রত্যেক দুর্গের প্রাচীর হইতে নীচে নামিবার বা প্রাচীরে উঠিবার জন্ত সিঁড়ি নিষ্কাণের দস্তুর ছিল। সিঁড়ি না থাকিলে প্রাচীরে উঠা নামা করিবার উপায় কি? সে কালে দুর্গের রক্ষী-সৈন্তেরা প্রাচীরে উঠিয়া শত্রুগণের গতিবিধি লক্ষ্য করিত, প্রাচীরে উঠিয়া পাহারা দিত। তাহারা কি আমাদের মত দড়ি ধরিয়া দুর্গপ্রাচীরে উঠিত? প্রাচীরের বাহিরের দিকে সিঁড়ি বা নামিবার উঠিবার কোন ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইত না বটে, কিন্তু ভিতরে অল্প রকম ব্যবস্থা থাকিত। এই প্রাচীর দুর্গেও তাহার অভাব হইবে না।”

মিঃ ব্লেকের অনুমান মিথ্যা নহে, তাহারা সেই প্রাচীরের উপর দিয়া কয়েক গজ অগ্রসর হইতেই ভিতরের দিকে কয়েকটি আবাবহার্যা, জীর্ণ প্রস্তর-সোপান দেখিতে পাইলেন। সোপানের কোন কোন ধাপ ভাঙিয়া গিয়াছিল, তাহা মেরামত হয় নাই। তাহারা বুঝিতে পারিলেন সেই সকল সোপানের সাহায্যে ভিতরের আঙ্গিনায় নামিতে পারা যাইবে।

ওয়ালডোর দৃষ্টিশক্তি অসাধারণ তীক্ষ্ণ; সে নীচের দিকে চাহিয়া অল্পকালে একটি পথ দেখিতে পাইল। সেই পথের এক দিকে একটি ঘুমুটি, তাহা দুর্গ-প্রহরীর পাহারার ঘর বলিয়াই তাহার মনে হইল; অল্প দিকে দুর্গের অভ্যন্তরস্থ ভজনালয়। দুর্গের প্রশস্ত আঙ্গিনা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন,—ইহাও সে বুঝিতে পারিল।

দুর্গের ভিতরের দৃশ্য দেখিয়া তাঁহাদের মনে হইল তাঁহারা বিংশ শতাব্দী হইতে বহু প্রাচীন যুগে পিছাইয়া পড়িয়াছেন! তাঁহাদের পরিচ্ছদগুলি

সেই স্থানের উপযোগী বলিয়া মনে হইল না। যে প্রাচীন যুগে দুঃবাসী বীরেরা লৌহ চর্ম ধারণ করিত (wearing steel and leather) সেই যুগের ব্যবহারযোগ্য পরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া আসাই তাঁহাদের উচিত ছিল বলিয়া মনে হইল; সঙ্গে সঙ্গে বিপুল গৌরবপূর্ণ, বল বীৰ্য্যের উজ্জ্বল স্মৃতি মণ্ডিত মধ্যযুগের কত বীরত্ব-কাহিনী, কত মহিমাসমুজ্জ্বল অবদানের কথা তাঁহাদের মনে পড়িল।

ওয়াল্ডো বলিল, “মিঃ ব্লেক, আমি যে ভার লইয়াছিলাম এইখানেই তাহাব শেষ। আমার কায ফুরাইয়াছে, এখন আপনি কর্তা। আপনি অবশিষ্ট কার্য্যের ভার গ্রহণ করুন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, তুমি যে ভার লইয়াছিলে তাহা শেষ করিয়াছ। এই কাযে তুমি যে অসাধারণ যোগ্যতার পরিচয় দিয়াছ, তাহার তুলনা হয় না; এজন্ত তুমি আমার ধন্যবাদের পাত্র।”

ওয়াল্ডো বলিল, “কিন্তু আমি ধন্যবাদ লাভ করিতে পারি এরূপ কায কিছুই করি নাই; পরের সামান্য কায আপনার চোখে খুব বড় দেখায়, আর নিজের বড় কায আপনার নিকট অতিশয় তুচ্ছ! চক্ষুর দোষ ভিন্ন আর কি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু তুমি যে শক্তি, সহিষ্ণুতা ও তৎপরতার পরিচয় দিয়াছ—তাহার তুলনা কোথায়? অগ্নের তাহা সম্পূর্ণ অসাধ্য; এমন কি, কল্পনারও অতীত। সত্য কথা বলিতে কি, তোমার কায দেখিয়া এক এক সময় আমার মনে হইতেছিল—তুমি বুঝি মরিলে, আর তোমার প্রাণরক্ষার আশা নাই!”

ওয়াল্ডো হাসিয়া বলিল, “আমি অত সহজে মরি না।” (I'm not so easily killed).

মিঃ ব্লেক অতঃপর কার্য্যের ভার লইয়া অধিকতর সতর্ক ও তৎপর হওয়া প্রয়োজন, মনে করিলেন; কারণ তিনি জানিতেন অবিলম্বেই তাঁহাকে তদন্ত আরম্ভ করিতে হইবে! তিনি সকল দায়িত্বভার গ্রহণের

জন্ম প্রস্তুত হইলেন। তিনি যখনই যে কার্যের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, নিজের বুদ্ধি বিবেচনায় নির্ভর করিয়াই তাহা করিয়াছেন। অন্তের দ্বারা পরিচালিত হওয়া তিনি অমর্যাদার বিষয় বলিয়া মনে করিতেন, এবং কখনও কাহারও তাঁবেদারি করিতে সম্মত হইতেন না; কিন্তু তিনি ওয়াল্‌ডোর নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া বিন্দুমাত্র লজ্জিত হইলেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন— ওয়াল্‌ডোর সহায়তা গ্রহণ না করিলে তিনি ও স্থিত এই দুর্লভ্য গিরিচূড়ায় আরোহণ করিতে পারিতেন না; কিছু দূর আসিয়া তাঁহাদিগকে হতাশভাবে প্রত্যাবর্তন করিতে হইত, অথবা সেই চেষ্টায় তাহাদিগকে প্রাণ-বিসর্জন করিতে হইত।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এখন তোমাদিগকে আমার আদেশে পরিচালিত হইতে হইবে; উত্তম। চল, আমরা এই প্রাচীরের গা ঘেসিয়া অগ্রসর হই। চলিতে চলিতে দুর্গের কোন বাতায়ন আমাদের দৃষ্টিগোচর হইতেও পারে। ওয়াল্‌ডো, আমি এখন সকল কাবের ভার লইলাম বলিয়া তোমার নিশ্চিন্ত হইতে চাই। তোমাকে হয় ত কোন কোন কঠিন কাবের ভার গ্রহণ করিতে হইবে।”

ওয়াল্‌ডো বলিল, “বেশ ত, আমি তাহাই চাই, কাব বত বেশী কঠিন হইবে, আমার আনন্দ ও উৎসাহ ততই অধিক হইবে। অন্যের বাহা-সাধা, সে কাব করিতে আমার ইচ্ছা হয় না, আগ্রহও হয় না। এখন অগ্রসর হউন সেমাপতি!”

তাঁহারা কিছু দূর অগ্রসর হইয়া মধ্যে মধ্যে এক একটি সঙ্কীর্ণ জানালা দেখিতে পাইলেন; জানালাগুলি আধুনিক রুচি অনুযায়ী পুরু কাচ দ্বারা আবৃত এবং স্থূল গরাদেশ্রেণী দ্বারা সুরক্ষিত।

ওয়াল্‌ডো সেই জানালাগুলি লক্ষ্য করিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, “আপনি কোন জানালার সাহায্যে ভিতরে প্রবেশ করিতে চাহেন বলুন; আমি সেই জানালা দিয়াই পথ করিয়া দিব। আপনি জানালার ঐ লোহার গরাদেশ্রেণী দ্বারা দৃঢ়তার কথা ভাবিয়া ভড়কাইবেন না। আপনার আদেশ পাইলেই

ঐ সকল গরাদে আমি শুকনো কঙ্কির মত ভাঙ্গিয়া ফেলিব। ও কাষ একটুও কঠিন নয়।”

মিঃ ব্লেক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে গরাদেগুলার দিকে চাহিয়া বলিলেন, “ঐ সকল লোহার গরাদে তোমার হাতের বড়ো আঙ্গুলের চেয়ে বেশী মোটা ; আর তুমি বলিতেছ ওগুলো শুকনো কঙ্কির মত ভাঙ্গিয়া ফেলিবে ! আমি জানি তোমার শক্তি অসাধারণ, কিন্তু এই সকল মোটা লোহার গরাদে হাতের জোরে ভাঙ্গিয়া—”

কিন্তু ওয়াল্ডো তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই অদরবন্তী বাতায়নটির একটি গরাদে চাপিয়া ধরিয়া এরূপ জোরে একটা ঠ্যাচ কা টান দিল যে, গরাদেটা বাঁকিয়া নীচের চৌকাঠ ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া আসিল ! মিঃ ব্লেক ও স্থিথ সেই দিকে চাহিয়া দেখিলেন গরাদেটা ধনুকের মত বাঁকা হইয়া ওয়াল্ডোর হাতে ঝুলিতেছে !

স্থিথ বলিল, “কর্তা, ওয়াল্ডো একাই কামারের একটি কারখানা ! ওয়াল্ডো সঙ্গে থাকিলে কামারের কোন বস্তুপাতি—করাতই বলুন, আর টুকোই বলুন—কিছুই সঙ্গে বাখিবার প্রয়োজন হয় না। উহার এক একটি কিলে লোহার হাতুরীর অভাব দূর হয়। ওয়াল্ডোর শরীরটি মানুষের বটে, কিন্তু ঐ দেহে দৈত্য দানবের মত বল !”

মিঃ ব্লেক ওয়াল্ডোর হাতের গরাদের দিকে চাহিয়া উৎসাহ ভরে বলিলেন, “তোফা ! তুমি এক নিমেষে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়াছ ওয়াল্ডো ! তোমার শক্তির সীমা নাই ; তোমার অসাধ্য কৰ্ম্মও নাই।”

ওয়াল্ডো কোন কথা না বলিয়া আর একটা গরাদে চাপিয়া ধরিল, এবং পূর্ববৎ তাহা টানিয়া জানালা হইতে বাহির করিয়া লইল। মিঃ ব্লেক সেই ফাঁকটি পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন তাহার ভিতর দিয়া তাঁহারা অনায়াসে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিবেন। জানালায় কাচনির্মিত কপাট ফিড়িকির সাহায্যে বন্ধ করা ছিল বটে, কিন্তু যে লোহার গরাদে ভাঙ্গিয়া

ফেলিতে পারে—জানালায় ফিড়কি খসাইয়া ভিতরে প্রবেশ করা তাহার পক্ষে বিন্দুমাত্র কঠিন নহে।

তিন মিনিটের মধ্যে বাতায়নের সকল বাধা অপসারিত হইল। মিঃ ব্লেক ওয়াস্‌ডোকে সঙ্গে লইয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিবার পূর্বে লোহার পেরেক-আটা জুতা খুলিয়া ফেলিলেন এবং তৎপরিবর্তে রবারের জুতা পরিয়া লইলেন। তাহার পর তাঁহার বিজলি-বাতি বাহির করিয়া লইয়া পকেটের পিস্তল পরীক্ষা করিলেন।

স্থিথ বলিল, “কর্তা, আমাকে ত জুতা ছাড়িতে বলিলেন না? আমি কি আপনাদের সঙ্গে ভিতরে যাইব না?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না স্থিথ, তুমি এখানে পাহারায় থাক; আমাদের একজনের ত এখানে থাকিয়া পাহারা—”

স্থিথ তাঁহার কথায় বাধা দিয়া অধীর ভাবে বলিল, “আপনি আমার প্রতি অত্যন্ত অবিচার করিতেছেন কর্তা! আপনি আমাকে এখানে পাহারায় থাকিতে বলিতেছেন; কিন্তু এখানে পাহারার প্রয়োজন কি? আমি আপনাদের সঙ্গে যাইব। যদি হঠাৎ কোন বিপদ ঘটে তাহা হইলে আমি আপনাদের কিছু না কিছু সাহায্য করিতে পারিব, অন্ততঃ এক সঙ্গে মরিবার আনন্দেও বঞ্চিত হইব না; কিন্তু এখানে একাকী দাঁড়াইয়া থাকিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিয়া কি লাভ হইবে?”

মিঃ ব্লেক তাহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না; তিনি মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “তোমার কথা অসঙ্গত নহে; বেশ, তাহাই হউক; তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।”

স্থিথ উৎসাহ ভরে তাঁহাদের অনুসরণ করিল; মিঃ ব্লেক ও ওয়াস্‌ডো দুর্গে প্রবেশ করিয়া নূতন নূতন রহস্ত ভেদ করিবেন, কত নূতন বিষয়ের সন্ধান জানিতে পারিবেন, আর সে জানালায় নিকট একাকী দাঁড়াইয়া থাকিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা অতিবাহিত করিবে এ চিন্তা তাহার অসম্বদ হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক প্রথমে দেহ সঙ্কুচিত করিয়া জানালায় ভিতর প্রবেশ করিলেন;

কারণ গরাদেগুলি অপসারিত হইলেও বাতায়নের পরিসর সঙ্গীর্ণ বলিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করা অনায়াসসাধ্য হইল না। ওয়াল্ডো মিঃ ব্লেকের অনুসরণ করিল, স্থিথ সকলের শেষে জানালার ভিতর প্রবেশ কবিল।

তাঁহারা সেই বাতায়নের অপর দিকে প্রস্তরবন্ধ একটি সঙ্গীর্ণ পথ দেখিতে পাইলেন। গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা যাইতেছিল না, এজন্ত মিঃ ব্লেক বিজলি-বাতির বোতাম টিপিয়া চতুর্দিক আলোকিত করিলেন। বিজলি-বাতির আলোক মেঝের উপর প্রতিফলিত হওয়ায় তাঁহারা পথ দেখিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইলেন।

দুই দিকে বহু পুরাতন বিবর্ণ প্রাচীর, মধ্যে সঙ্গীর্ণ পথ; কিছুদূর চলিয়া তাঁহারা খিলান-পরিগত একটি ছাদ দেখিতে পাইলেন। কক্ষে ওক কাঠের দ্বার; দ্বারে শ্রেণীবদ্ধ লোহার পেরেক। তাঁহারা দ্বারটি ঈষৎ উন্মুক্ত দেখিলেন।

ওয়াল্ডো মিঃ ব্লেকের পশ্চাতে ছিল; মিঃ ব্লেক দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হইলে ওয়াল্ডো তাঁহার স্বল্প স্পর্শ করিয়া মৃদুস্বরে বলিল, “একটু অপেক্ষা করুন।”

ওয়াল্ডো উৎকর্ণ ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল; তাহার ভাব দেখিয়া মিঃ ব্লেকের মনে হইল সে কোন শব্দ শুনিবার চেষ্টা করিতেছিল; এ জন্ত তিনি বলিলেন, “তুমি কি কোন শব্দ শুনিতে পাইয়াছ?”

ওয়াল্ডো বলিল, “সেইরূপই মনে হইতেছে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু আমি ত কিছুই শুনিতে পাই নাই।”

স্থিথ বলিল, “আমিও কোন শব্দ শুনিতে পাই নাই কর্তা।”

কিন্তু ওয়াল্ডো কোন কথা না বলিয়া উত্তত কর্ণে দাঁড়াইয়া রহিল, যেন সে দূরের কোন শব্দ শুনিতে পাইতেছিল। মিঃ ব্লেক জানিতেন ওয়াল্ডোর শ্রবণশক্তি দৃষ্টিশক্তির গায় অসাধারণ তীক্ষ্ণ; এই জন্ত তাঁহার বিশ্বাস হইল ওয়াল্ডো কোন শব্দ শুনিতে পাইয়াছে। তিনি ওয়াল্ডোকে সেই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া পুনর্ব্বার অক্ষুট স্বরে বলিলেন, “কোন শব্দ শুনিতে পাইয়াছ কি?”

ওয়াল্ডো বলিল, “ঐ, একটা শব্দ শুনিয়াছি; কিন্তু তাহা কাহারও কণ্ঠস্বর বলিয়া মনে হইল না—; যেন একটা থস্-থস্, সর-সর শব্দ! আমি নিশ্চিত রূপে বলিতে না পারিলেও, আমার বিশ্বাস—আমাদের দুর্গ-প্রবেশের সংবাদ উহারা জানিতে পারিয়াছে।”

স্মিথ বলিল, “কি সর্বনাশ! তাহা হইলে ত আমাদিগকে ধরা পড়িতে হইবে। আমরা যুদ্ধ করিতে প্রতিমুহূর্তেই প্রস্তুত আছি বটে, কিন্তু উহারা যদি সংখ্যায়—”

মিঃ ব্লেক বাধা দিয়া বলিলেন, “ও সকল কথার আলোচনা এখন নিষ্ফল, চল, সম্মুখে অগ্রসর হই।”

মিঃ ব্লেক অদ্বৈত দ্বার সম্পূর্ণরূপে উদ্ঘাটিত করিয়া অগ্রসর হইলেন, এবং বিজলি-বাতি সম্মুখে প্রসারিত করিলেন। ওয়াল্ডো ও স্মিথ তাহার অন্তঃসংবরণ করিল। তাহারাও বিজলি-বাতি জালিয়া তাহার আলোক-প্রভা সম্মুখে বিক্ষিপ্ত করিল। তাহারা সেই আলোকে চারি দিকে চাহিয়া বসিতে পারিলেন তাহারা একটি বৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করিয়াছেন, কক্ষটি প্রাচীন যুগের গৃহকক্ষের অনুরূপ।

সেই কক্ষে যে সকল আসবার ছিল তাহা প্রাচীন যুগের দারুশিল্লের বিশেষত্বপূর্ণ, মেঝের উপর গালিচা ছিল না, খালি মেঝে প্রস্তরনির্মিত। সকল সামগ্রীই যেন অত্যন্ত অবহেলার সহিত রক্ষিত, সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। সেই কক্ষের অগ্র প্রান্তে প্রাচীরসংলগ্ন আর একটি দ্বার তাহাদের দৃষ্টিগোচর হইল। তাহারা সেই দ্বারও ঈষৎ উন্মুক্ত দেখিলেন।

তাহারা তিনজনেই রুদ্ধ-নিশ্বাসে দাড়াইয়া বিজলি-বাতির আলোকে চারি দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। চতুর্দিক নিস্তব্ধ; এরূপ নিস্তব্ধ যে, তাহাদের স্ব-স্ব বক্ষের স্পন্দনধ্বনি ভিন্ন অত্র কোন শব্দ কাহারও কর্ণগোচর হইল না। যেন প্রাচীন যুগের একটি স্বপ্নদৃশ্য তাহাদের নয়নসমক্ষে উদ্ঘাটিত হইয়া তাহাদিগকে অভিভূত করিল।

কিছুকাল পরে সম্মুখের সেই দ্বার ধীরে ধীরে উদ্ঘাটিত হইল, যেন

কোন অদৃশ্য হস্ত তাহা সেই কক্ষের নিভৃত অন্তরাল হইতে আকর্ষণ করিয়া খুলিয়া ফেলিল।

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন, “অদ্ভুত বটে !”

ওয়াল্ডো মুখভঙ্গি করিয়া বলিল, “খাসা !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “দেখিয়াছ ত ? ব্যাপার কি ওয়াল্ডো ?”

ওয়াল্ডো বলিল, “চমৎকার ! দরজা হঠাৎ ছয় ইঞ্চি খুলিয়া গেল ! উহা আপনা হইতে খোলে নাই ; আমার বিশ্বাস, কেহ আমাদের সঙ্গে বাদরামী করিতেছে।” (some body is playing monkey-tricks with us.)

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “শীঘ্র নিঃসন্দেহ হওয়া প্রয়োজন।”

মিঃ ব্লেক দৃঢ়পদে অগ্রসর হইয়া এক ধাক্কাই সেই দ্বার সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত করিলেন, তাহার পর সেই কক্ষের চতুর্দিকে বিজলি-বাতির আলোক বিক্ষিপ্ত করিলেন। তিনি সবিস্ময়ে অষ্টটি শব্দ উচ্চারণ করিলেন, কারণ তিনি সেই কক্ষে জনপ্রাণও দেখিতে পাইলেন না। সেই কক্ষের একপাশে একটি দীর্ঘ বারান্দা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, সেই বারান্দাও সম্পূর্ণ নির্জন, কোন শব্দও তাঁহার কর্ণগোচর হইল না।

স্মিথ বলিল, “বোধ হয় বাতাসের বেগে এই দরজা খুলিয়া গিয়াছিল।”

মিঃ ব্লেক মাথা নাড়িয়া বলিলেন, “না স্মিথ ! এ রকম ভারী দরজা বাতাসের বেগে ও ভাবে খুলিতে পারে না। চল, অগ্রসর হই ; যদি কেহ কোন উপায়ে জ্ঞানিতে পারিয়া থাকে—আমরা এখানে আসিয়াছি, তাহা হইলে আমাদের আর সতর্ক ভাবে চলিয়া কোন লাভ নাই।”

ওয়াল্ডো বলিল, “আপনি খাঁটি কথাই বলিয়াছেন মিঃ ব্লেক, আমারও ঐ মত।”

তাঁহারা সকলে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া পূর্বোক্ত বারান্দায় উপস্থিত হইলেন। মিঃ ব্লেক সর্বাগ্রে চলিলেন, তাঁহার এক হাতে বিজলি-বাতি, অন্য হাতে পিস্তল। তাঁহারা সেই বারান্দা অতিক্রম করিয়া অন্য একটি কক্ষে

প্রবেশ করিলেন। সেই কক্ষটিও প্রাচীন যুগের আস্‌বাব-পত্রে সজ্জিত ; কিন্তু সেই কক্ষে অল্পকাল পূর্বে কেহ বাস করিয়াছিল, কক্ষটির অবস্থা দেখিয়া তাহা তাঁহারা অনুমান করিতে পারিলেন না। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা সেই দুর্গে কোন মনুষ্যের অবস্থিতির কোন পারিচয় পাইলেন না। দুর্গটি জনমানবহীন এবং মনুষ্য কর্তৃক পরিত্যক্ত বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা হইল।

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের তিনটি দ্বার দেখিতে পাইলেন। একটি দ্বার দিয়া তাঁহারা সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন : দুই পাশে আর দুইটি দ্বার ছিল। মিঃ ব্লেক বিজলি-বাতির সাহায্যে সেই তিনটি দ্বারই পরীক্ষা করিয়া সেই কক্ষের দেওয়ালে আলোক রশ্মি বিক্ষিপ্ত করিতেই তাঁহার ঠিক সম্মুখের দেওয়ালে বাতায়নের মত একটি ফুকর দেখিতে পাইলেন ; তাহার কপাট চোকাঠ ছিল না, একটু স্প্রশস্ত দ্বারের আকারবিশিষ্ট চতুষ্কোণ ফুকর ; অথচ মুহূর্ত পূর্বেও তিনি সেই ফুকরটি দেখিতে পান নাই ! পাষাণ-প্রাচীরে হঠাৎ সেই ফুকরের আবির্ভাব ইন্দ্রজালবৎ অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ব্যাপার বলিয়াই তাঁহার ধারণা হইল। তিনি অশ্রুত স্বরে বলিলেন “এ যে অত্যন্ত অস্বাভাবিক ব্যাপার !”

ওয়াল্ডো বলিল, “আমি এই কক্ষে প্রবেশ করিয়া তিনটি দ্বার দেখিয়াছিলাম, কিন্তু ঐ ফুকরটি দেখিতে পাই নাই ; তখন দেওয়ালে ঐ ফুকর ছিল না। চক্ষুর নিমেষে এ কি কাণ্ড ! এ যেন ইঁদুর লইয়া বিড়ালের খেলা ! এ ক্ষেত্রে আমরাই ইঁদুর, কিন্তু বিড়াল কোথায় ?”

তাঁহারা সেই ফুকরের নিকট অগ্রসর হইলেন। মিঃ ব্লেক ফুকরটির সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্দিকে বিজলি-বাতির আলোক বিক্ষিপ্ত করিলেন ; তাঁহারা সেই কক্ষের এক দিকের দেওয়ালে একখানি কাগজ দেখিতে পাইলেন, কাগজ খানি পিন দিয়া দেওয়ালে গাঁথা ছিল। তাহা ‘ইস্তাহার’ বলিয়াই তাঁহাদের ধারণা হইল।

তাঁহারা সেই ফুকর দিয়া অগ্র একটি কক্ষে প্রবেশ করিলেন ; ওয়াল্ডো

সকলের আগে ছিল, সে মিঃ ব্লেককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, “আপনারা একটু তফাতে থাকুন, এখন এদিকে আসিবেন না। এ কি ব্যাপার—আমি আগে পরীক্ষা করিয়া দেখি।”

ওয়াল্ডো সেই ফুকরের নিকট দাঁড়াইয়া চারি দিকে দৃষ্টিপাত করিল। সেই মুহূর্ত্তে একথণ্ড চতুষ্কোণ প্রস্তর সেই ফুকরের দিকে ধীরে সরিয়া আসিতে লাগিল; তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক স্তম্ভিত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন তাঁহাদিগকে সেই কক্ষে আটক করিবার আয়োজন করা হইয়াছে!

তাঁহারা তিনজনে যে কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন; সেই কক্ষে কোন দ্বার বা জানালা ছিল না; পূর্বোক্ত প্রস্তরখণ্ড কোন কৌশলে পরিচালিত হইয়া সেই ফুকরটি বন্ধ করিলে তাঁহাদের সেই কক্ষ ত্যাগ করিবার উপায় ছিল না। তাঁহাদিগকে মরণ-ফাঁদে (death-trap) পড়িয়া সেই কক্ষেই আবদ্ধ হইতে হইত। লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ হইলে যে অবস্থা হয় তাঁহাদেরও সেই অবস্থা হইত! মিঃ ব্লেকের আশঙ্কা হইল কাষ্টিলো দুর্গ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আর তাঁহারা দেশে ফিরিতে পারিবেন না, সেই পাষণময় কক্ষেই তাঁহাদের ইহজীবনের অবসান হইবে।

কিন্তু ওয়াল্ডো প্রস্তরখণ্ডটিকে পূর্বোক্ত ফুকরের দিকে স্থিৎ-পরিচালিত কপাটের মত সরিয়া আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ একলক্ষের সেই কক্ষে প্রবেশ করিল এবং ফুকরের ভিতর আড় হইয়া বসিয়া ফুকরটি বন্ধ করিল।

চতুষ্কোণ পাথরের কপাটখানি ফুকরটি বন্ধ করিবার অল্প ক্রমশঃ ফুকরের দিকে সরিয়া আসিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ওয়াল্ডো মাথা নাড়িয়া বলিল, “পাথরের কপাটের দৌড় কতদূর দেখি, আমি নড়িতেছি না।”

স্থিৎ ওয়াল্ডোকে বলিল, “সরিয়া এস; ঐ পাথরের চাপনে তোমার হাড় গুঁড়া হইয়া যাইবে।”

ওয়াল্ডো মাথা নাড়িয়া সেই চলন্ত প্রস্তরখণ্ডের দিকে পিঠ পাতিয়া দিল; কিন্তু সেই বাধায় প্রস্তরখণ্ডের গতিরোধ হইল না, তাহার পিঠে ধাক্কা দিয়া তাহার দেহ নিশ্চেষ্ট করিবার চেষ্টা করিল!

ওয়ালডো সরিল না, নড়িলও না ; সে দেহের প্রত্যেক পেশী ফুলাইয়া দৃঢ় করিল, এবং দাঁতে দাঁতে চাপিয়া রক্তনিঃস্রাসে সেই চলন্ত পাখীর প্রচণ্ড বেগ ব্যাহত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল ; তাহার কপাল হইতে টস-টস করিয়া ঘাম ঝরিতে লাগিল। তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়া মিঃ ব্লেক বৃষ্টিতে পারিলেন—ওয়ালডোর ন্যায় অসাধারণ বলবান ব্যক্তিকেও সেই সচল শিলাখণ্ডের গতিরোধ করিতে কি শক্তি প্রয়োগ করিতে হইতেছে ! ওয়ালডোর ক্ষুদ্র দেহ প্রস্তুতখণ্ডের বেগে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল ; যেন সেই প্রচণ্ড বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, তাহার অস্থিরাশি অবিলম্বে চূর্ণ ও নিক্ষেপিত হইবে।

সেই ফুকরের অস্ত্র পাশ হইতে কে উত্তেজিত স্বরে বলিয়া উঠিল, “বোক! ইংরাজটা এইবার মরিল !”—তাহা কোন বৃদ্ধের কণ্ঠস্বর।

পাথরখানা ওয়ালডোর দেহের উপর চাপিয়া পড়িল, তদ্বারা সেই ফুকরটির অর্দ্ধাংশ আবৃত হইল ; ওয়ালডোর দেহের উপর ভয়ানক চাপ পড়িল। ওয়ালডো সেখানে আড় হইয়া বসিয়া না থাকিলে তদ্বারা ফুকরটি বন্ধ হইয়া যাইত ; কিন্তু ওয়ালডোর দেহের বাধায় তাহা বন্ধ হইল না। সেই চলন্ত পাথরের ধাক্কায় ওয়ালডোর দেহ সঙ্কুচিত হইল ; তথাপি সেই শিলাখণ্ডের গতিরোধ হইল না।

বৃদ্ধ অদৃশ্য থাকিয়া পুনরুত্থার বলিল, “ওহে নিকোঁধ ইংরাজ ! কেন মরিবে ? এখনও নামিয়া যাও। আমি তোমাদিগকে কয়েদ করিয়াছি ! তোমরা আর—”

বৃদ্ধের কথা শেষ হইবার পূর্বেই ওয়ালডো সেই পাথরখানিতে পিঠ বাধাইয়া প্রচণ্ডবেগে উণ্টা দিকে এক ধাক্কা দিল। ফুকরের এক প্রান্তে সে দুই পু বাধাইয়া দেহের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া যে ধাক্কা দিল, সেই ধাক্কায় পাথরখানি কয়েক ইঞ্চি পশ্চাতে সরিয়া গেল ; সঙ্গে সঙ্গে ‘ঘড়াং’ করিয়া একটা শব্দ হইল। তাহার পর সেই পাথরখানা আর নড়িল না। যে স্ত্রী-এর সাহায্যে তাহা অগ্রসর হইতেছিল, ওয়ালডোর দেহের ধাক্কায় সেই স্ত্রী

বাকিয়া ও সঙ্কটিক হইয়া অকর্ণ্য হইয়া গেল। খড়ির শ্রিংএর বেগে কাটা চলে, কিন্তু শ্রিং যদি আঘাতে বাকিয়া সঙ্কটিত হয় তাহা হইলে খড়ির কাটা অচল হয়। পাথরখানিরও সেই অবস্থা হইল। ওয়াল্ডো ঘুরিয়া বসিয়া দুই পায়ের ধাক্কা দিয়া পাথরখানি ফুকরের অন্য প্রান্তে ঠেলিয়া দিল।

ওয়াল্ডো হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, “আর কোন ভয় নাই; কল বিগড়াইয়া দিয়াছি।—পাথরের কপাট অচল হইয়াছে।”

অন্য কক্ষ হইতে আতঙ্কপূর্ণ আর্ন্তনাদ তাহাদের কর্ণগোচর হইল, তাহাব পবে কে খট-খট শব্দে দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। কাঠনির্মিত পাছুকার শব্দে সেই নিস্তরু কক্ষ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক উৎসাহ ভরে বলিলেন, “বাহবা ওয়াল্ডো, দেহের বলে আজ তুমি পুনর্বার অসাধ্য সাধন করিলে!”

মিঃ ব্লেক ও স্মিথ বৃষ্টিতে পারিলেন—ওয়াল্ডো প্রাণপণ চেষ্টায় সেই ভীষণ বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছে; অন্য কোন লোক সেই অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিত না। ওয়াল্ডো বহবার বহু বিপদে পড়িয়াছে, কিন্তু আর কখন তাহাকে জীবন রক্ষার জন্য এ ভাবে চেষ্টা করিতে হয় নাই। তাহাকে পূর্বে কখন পরিশ্রান্ত বা গলদ্বন্দ্ব হইতে দেখা যায় নাই; কিন্তু সে আজ পরিশ্রমে হাঁপাইতেছিল, তাহার সর্বাঙ্গ ঘর্ম্মধারায় সিক্ত হইয়াছিল। দারুণ অবসাদে তাহার সর্কশরীর আড়ষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। ওয়াল্ডোর এরূপ অবসন্ন মুক্তি তাহারা আর কখনও প্রত্যক্ষ করেন নাই; কিন্তু অবশেষে তাহারই জয় হইল।

ওয়াল্ডো মুহূর্ত্তমধ্যে ফুকরের ভিতর হইতে পার্শ্বস্থ কক্ষে লাফাইয়া পড়িল। মিঃ ব্লেক ও স্মিথ চক্ষুর নিমেষে তাহার অনুসরণ করিলেন। তাহারা তিনজনে পলাতক বৃদ্ধের অনুসরণ করিলেন। ওয়াল্ডো তাহার বিজলি-বাতির আলোক সম্মুখে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেখিল একজন বৃদ্ধ বারান্দা দিয়া উদ্ধ্বাসে দৌড়াইয়া পলাইতেছিল;—তাহার মস্তকে স্তদীর্ঘ পক্তকেশ। ওয়াল্ডো তাহার মুখ

দেখিতে না পাইলেও বুঝিতে পারিল—সে বৃদ্ধই দুর্গাদিপতি কাউন্ট ফেরারা !
তাহার দুর্ভাগ্যবশত বার্থ হওয়ায় সে প্রাণভয়ে পলায়ন করিতেছিল ।

ওয়াল্ডে বলিল, “বুড়া, তুমি কোথায় পলাইবে ? আজ আর তোমার
নিষ্কৃতি নাই । আমি তোমার পাকা দাড়ি ছিঁড়িব । তোমার লম্বা চুলের
গোছা ধরিয়া তোমাকে মাথায় তুলিয়া ঘুরাইব ।—আসুন মিঃ ব্লেক, বুড়া
অদৃশ্য হইবার পূর্বেই উহাকে পাকড়াইতে হইবে ।”

পঞ্চম কণ্ঠ

গিরিচূড়ার বন্দী

শীতল বৃদ্ধকে ধরিবার জন্য ওয়াল্ডোকে অধিক চেষ্টা করিতে হইল না। বৃদ্ধকে কিছু দূরে পলায়ন করিতে দেখিয়া ওয়াল্ডো শিকারী বিড়ালের মত কয়েকটি লাফেই তাহার ঠিক পশ্চাতে আসিয়া পড়িল, এবং হাত বাড়াইয়া তাহার ঘাড় চাপিয়া ধরিয়া, তাহাকে দুই একটা ঝাঁকুনি দিল, তাহার পর মেঝে হইতে শূন্যে তুলিল। (lifted him clean off the floor.)

বৃদ্ধ এই ভাবে আক্রান্ত হইয়া প্রাণভয়ে আর্তনাদ করিল; তাহার আশঙ্কা হইল—ওয়াল্ডো তাহাকে মাথায় তুলিয়া আছাড় মারিবে। বিশেষতঃ, সে তাহার পাকা দাড়ি ছিঁড়িবার ভয় দেখাইয়াছিল।

তাহার আর্তনাদ শুনিয়া ওয়াল্ডো বলিল, “অত চোঁচাইয়া মরিতেছ কেন? মুখ বুঁজিয়া মজা দেখ দোস্তু! তোমার ভয় করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা তোমার কোন অনিষ্ট করিব না।”

বৃদ্ধ বলিল, “আমাকে এই মুহূর্তেই ছাড়িয়া দাও। আমি দুর্গাধিকারী কাউন্ট ফেরার। তোমরা আমার বিনা-আদেশে এখানে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছ। তোমরা দস্যু,—তস্কর।” (you are robbers—thieves.)

বৃদ্ধ ওয়াল্ডোর কবল হইতে মুক্তি লাভের জন্য হাচড়-পাঁচড় করিতে লাগিল; কিন্তু ওয়াল্ডোর আঙ্গুলগুলি লোহার শাড়াসীর মত; সেই আঙ্গুলের চাপে বৃদ্ধের ঘাড়ের হাড় মট্-মট্ করিতে লাগিল। ওয়াল্ডো দুই বৎসরের শিশুর মত তাহাকে এক হাতে ঝুলাইয়া রাখিল।

মিঃ ব্লেক ওয়াল্ডোর পাশে দাঁড়াইয়া গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “কাউন্ট ফেরারা, আমরা তোমার এখানে চুরি করিতে আসি নাই। লায়নেল ব্রোট

নামক একজন ইংরাজ এখানে আবদ্ধ আছে কি না তাহাই জানিবার জন্ত আমাদিগকে এখানে আসিতে হইয়াছে।”

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া কাউন্ট ফেরারা হঠাৎ চমকিয়া উঠিল; কিন্তু সে মূৰ্ছ মধ্যে মানসিক চাকল্য গোপন করিয়া—যেন তাঁহার কথা বুঝিতে পারে নাই এইরূপ ভান করিল, এবং গ্ৰাকামী করিয়া বলিল, “তোমার কথা বুঝিতে পারিলাম না! আমি কোনও ইংরেজ-টিংরেজের খবর রাখি না। আমি কাউন্ট নিকোলো পাওলো ফেরারা।—কাষ্টিলো দুর্গে তোমরা কি প্রয়োজনে আসিয়াছ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কি প্রয়োজনে আসিয়াছি তাহা ত তোমাকে বলিয়াছি। এক কথা কতবার বলিতে হইবে? তুমি জানিয়া শুনিয়া যদি—”

কাউন্ট অধীর স্বরে বলিল, “পাগল, পাগল! পাগল না হইলে এ রকম অসংলগ্ন কথা বলিবে কেন? সেই ইংরেজটার সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না ইহা জানিয়াও তোমরা আমার কাছে মিথ্যা কথা বলিতেছ! তোমরা চুরি করিবার উদ্দেশ্যেই আমার কিল্লায় প্রবেশ করিয়াছ। কিল্লায় প্রবেশের তোমাদের অধিকার নাই—ইহা জানিয়াও তোমরা চোরের মত এখানে উপস্থিত হইয়াছ; এখন ধরা পড়িয়া মিথ্যা কৈফিয়ৎ দিতেছ। এজ্ঞ তোমাদিগকে কঠিন শাস্তি পাইতে হইবে। আমি ইংরাজের তালুকে বাস করি না, তাহা কি তোমরা জান না?”

কাউন্ট ইটালিয়ান হইলেও বিশুদ্ধ ইংরাজীতে এই সকল কথা বলিল। সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেও তাহার মনে আতঙ্ক-সঙ্কার হইয়াছিল, ইহা মিঃ ব্লেক তাহার ভাব ভঙ্গি দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু কাউন্টের অপরাধের প্রত্যক্ষপ্রমাণ না থাকায় মিঃ ব্লেক তাঁহাদের সঙ্কট বুঝিতে পারিলেন; অথচ তখন আর ফিরিবার উপায় ছিল না। তিনি বৃথা চিন্তায় সময় নষ্ট না করিয়া বৃদ্ধ দুর্গস্বামীর হাত পা দৃঢ়রূপে রক্ষুবদ্ধ করিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন—বৃদ্ধ কাউন্টকে ওভাবে না বাঁধিলে সে স্বেচ্ছায় গাইলেই পলায়ন করিবে। সেই অপরিচিত দুর্গে গুলশবার ও গুলশকজের অভাব ছিল না;

কাউন্ট যদি কোন কৌশলে একবার তাঁহাদের কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে তাহা হইলে পুনর্ব্বার তাহাকে ধরা অসম্ভব হইবে, এবং সে তাঁহাদের হাত-ছাড়া হইলে তাঁহাদের বিপদের আশঙ্কাও প্রবল হইবে।

কাউন্ট লায়নেল ব্রেট সম্বন্ধে কোন কথা জানে না বলিল বটে, কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। লায়নেল ব্রেটের নাম শুনিবামাত্র সে চমকিয়া উঠিয়াছিল—মিঃ ব্লেক তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন; তাহাতেই সে তাঁহার কাছে ধরা পড়িয়াছিল। লায়নেল ব্রেটের নাম যে তাহার অপরিচিত নহে—ইহাও মিঃ ব্লেক বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ কাউন্টের হাত পা রজ্জুবদ্ধ হইলে ওয়াল্ডো মিঃ ব্লেককে বলিল, “এখন আমাদিগকে কি করিতে হইবে কর্তা! আমরা আপনার আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছি। এখন আমরা আপনার নেতৃত্বে পরিচালিত হইব।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এখানে বিলম্ব করিয়া কোন ফল নাই। আমরা যে সংবাদ জানিতে চাহিতেছি, এই বৃদ্ধ যদি আমাদের নিকট সেই সংবাদ প্রকাশ করিতে সম্মত না হয়, তাহা হইলে আমরা এই দুর্গের প্রত্যেক কক্ষ খানাতল্লাস করিতে বাধ্য হইব।—ইহা ভিন্ন আমাদের নিঃসন্দেহ হইবার অল্প কোন উপায় নাই।”

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ কাউন্ট বলিল, “এই দুর্গ আমার বাসস্থান। কয়েকটা দান্তিক ইংরাজ আমার বাসগৃহে প্রবেশ করিয়া নিজের ইচ্ছায় খানাতল্লাসী করিবে তাহাদের এত সাহস—”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমাদের সেরূপ সাহস আছে কি না তাহা তুমি শীঘ্রই জানিতে পারিবে; কারণ আমরা বাহাই করি—তোমার অজ্ঞাতদ্বারে কল্লির না। আমি এখন তোমাকে এইমাত্র বলিতে পারি যে, যদি আমরা বুঝিতে পারি—ভুল সংবাদে নির্ভর করিয়া তোমাকে কষ্ট দিয়াছি, সত্যই তুমি নিরপরাধ, তাহা হইলে আমরা অন্ততঃ চিত্তে তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব, যদি ক্ষতি পূরণের দাবী কর, তাহা হইলে তোমার দাবী অসম্ভব না হইলে তাহাও আমরা পূর্ণ করিব; কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, সংবাদ

পাইয়া যখন এতদূর আসিয়াছি, তখন শেষ পর্য্যন্ত না দেখিয়া এ স্থান ত্যাগ করিব না ; সন্দেহভঞ্নের জগ্ন আমাদের যাহা কর্তব্য তাহা করিতে কুণ্ঠিত হইব না, এবং কোন বিপদের আশঙ্কায় পশ্চাৎপদ হইব না । আমি আমার মনের কথা সরল ভাবে তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম ; আশা করি তুমিও আমাদের সহিত সরল ব্যবহার করিবে ।”

কাউন্টের হাত পা রজ্জ্ববদ্ধ থাকিলেও ওয়ালডো রজ্জুর এক প্রান্ত মৃষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল । মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া কাউন্ট ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল ; কিন্তু তাহার চক্ষুতে আতঙ্কের চিহ্নও পরিস্ফুট হইল । সে অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বিকৃত স্বরে বলিল, “আমাকে অসহায় দেখিয়া তোমরা আমার প্রতি অত্যাচার করিতে সাহসী হইয়াছ ! আমার শক্তি থাকিলে আমি তোমাদের এই ধুষ্টতার প্রতিফল দিতাম ; কিন্তু আমি দুর্বল বৃদ্ধ, এখানে একাকী বাস করি । তোমাদের এই দুর্বাবহারের মৌখিক প্রতিবাদ করা ভিন্ন তোমাদের আঁকেল দেওয়া আমার অসাধ্য ; কিন্তু আমার এখানে তোমাদের কি প্রয়োজন তাহা আমি এখনও বুঝিতে পারিতেছি না ! কোন্ ইংরাজ কোথায় হারাইয়া গিয়াছে জানি না ; সেজগ্ন আমার উপর অনর্থক তোমাদের এত জুলুম কেন ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হারাইয়া গিয়াছে ! আমি কি বলিয়াছি একজন ইংরাজ হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা তোমার উপর জুলুম করিতে আসিয়াছি ?”

কাউন্ট বলিল, “সে নিরুদ্দেশ হইয়াছে বলিয়াই কি তোমরা এখানে উপস্থিত হও নাই ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “দেখ কাউন্ট, তুমি বৃড়া মাহুষ ; বৃড়া মাহুষের ভাঁড়ামি অত্যন্ত কদর্য্য, তাহা অমার্জনীয় । তুমি ভাঁড়ামির চূড়ান্ত করিয়াছ ; (there has been enough of this farce) এখন ইহা বন্ধ করিলেই ভাল হয় । তুমি বেশ জান-লাম্বনেল ড্রেট তোমার এই দুর্গেই আবদ্ধ আছে । যদি তোমার বিন্দুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকে তাহা হইলে তুমি বদম্যাসেী ছাড়িয়া

আমাদিগকে তাহার নিকট লইয়া যাওয়াই তোমার সর্বপ্রধান কর্তব্য বলিয়া বুঝিতে পারিবে।”

কাউন্ট মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া উন্মাদের শ্রায় বিকৃত স্বরে বলিল, “মিথ্যা কথা, মিথ্যা কথা! আমি সেই লোকটার সম্বন্ধে কোনও কথা জানি না। সে এখানে নাই; কোন দিন এখানে আসে নাই। আমার কিল্লায় কোন ইংরাজ বাস করিতেছে—ইহা যে বলে—সে মিথ্যাবাদী। এত বড় নিলজ্জ মিথ্যাবাদী ছুনিয়ার ছ’টি নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার কথা সত্য হইলে অর্থাৎ লায়নেল ব্রেট এখানে না থাকিলে, খানাতল্লাসীতে তোমার আপত্তির ত কোন কারণ থাকিতে পারে না। তোমার কিল্লার সর্বস্থানে অনুসন্ধান করিয়া আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি—তুমি যে সত্যবাদী ইহা দ্বারা তাহাও নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হইবে।”

কাউন্ট বলিল, “না, খানাতল্লাস করিতে পারিবে না। আমি কাউন্ট, তোমরা তিনজন ভবঘুরে সাধারণ ইংরাজ আসিয়া আমার বাসগৃহ খানাতল্লাস করিবে, আর আমি সেই অপমান সহ করিব?—তোমরা অত্যন্ত দাস্তিক, পাজী ও ইতর; তোমরা মানীর মান রাখিতে জান না। সম্ভ্রান্ত লোকের অপমান করিয়া মনে কর তাহাতে তোমাদের গৌরববৃদ্ধি হইল!”

ওয়াল্ডো বলিল, “এ বুড়ো সোজা লোক নয়! উহার সঙ্গে তর্ক করিয়া সময় নষ্ট করা অনাবশ্যক। আপনার অনুমতি হইলে আমি এই বুড়োকে দাড়ি ধরিয়া ঝুলাইয়া লইয়া আপনার অনুসরণ করিতে পারি। তাহাতে আমার কষ্ট বা অসুবিধা হইবে না। উহার শরীরে আছে কি? কেবল চামড়া-ঢাকা কয়েকখানি অস্থি।” (He’s only skin and bones.)

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার এই প্রস্তাব সঙ্গত বলিয়াই মনে হইতেছে। কাউন্টকে এখানে বা অন্ত কোন কক্ষে একাকী রাখিয়া যাওয়া ঠিক হইবে না; উহার কোন চাকর নিকটে কোথাও লুকাইয়া আছে কি না তাহা আমাদের জানা নাই। আমরা উহাকে বাধিয়াছি বটে, কিন্তু আমরা এখানে না থাকিলে

উহার কোন চাকর আসিয়া উহার বাঁধন খুলিয়া দিতে পারে। বুড়োটা সেই স্বযোগে পলায়ন করিলে আমরা উহাকে পুনর্ব্বার খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিব না ; বিশেষতঃ, মুক্তিলাভ করিলে এই বৃদ্ধ নানা কৌশলে আমাদের বিপন্ন করিতে পারে।—ইহাকে সঙ্গে লইয়া চল।”

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া কাউন্ট রাগিয়া তাঁহাকে গালি দিতে লাগিল, এবং ওয়াল্ডো যদি তাহাকে ধরিয়া লইয়া যায়—এই ভয়ে সে রজ্জুবদ্ধ অবস্থাতেই মেঝের উপর চিত হইয়া শুইয়া পড়িল ; কিন্তু ওয়াল্ডোর কবল হইতে তাহার মুক্তি লাভের উপায় ছিল না। ওয়াল্ডো বৃদ্ধকে মেঝের উপর হইতে টানিয়া শূন্য তুলিয়া বার-দুই ঘুরাইল, তাহার পর তাহাকে বগলে পুরিয়া মিঃ ব্লেককে বলিল, “কোন দিকে যাইতে হইবে চলুন।”

বৃদ্ধ কাউন্ট ওয়াল্ডোর বগলে আবদ্ধ হইয়া হাত পা ছুড়িয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল ; কিন্তু বৃথা চেষ্টা ! হাড়িকাঠে গলা পড়িলে পাঠার অবস্থা যেরূপ হয়, বৃদ্ধ কাউন্টের অবস্থাও সেইরূপ হইল।

মিঃ ব্লেক চারি দিকে চাহিয়া বিভিন্ন কামরার পার্শ্ববর্ত্তী প্রশস্ত দর-দালান দিয়া চলিতে লাগিলেন, ওয়াল্ডো ও স্থিথ তাঁহার অন্তসরণ করিল। মিঃ ব্লেকের ও স্থিথের হাতে বিজলি-বাতি ছিল, তাহার আলোকে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ আলোকিত হইল।

ওয়াল্ডো মিঃ ব্লেকের পশ্চাতে চলিতে চলিতে কাউন্ট ফেরারাকে বলিল, “শোন বুড়ো, তুমি যদি বদমায়েসী না করিয়া আমাদের পরিশ্রমের লাভ হইতে পারে ; তুমিও শীঘ্র আমার কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে। আমি তোমাকে বগলে পুরিয়াছি, কাষ শেষ না হইলে তোমাকে ছাড়িয়া দিব, এরূপ আশা করিও না। আমার রাগ বড় খারাপ, রাগিলে আমার জ্ঞান থাকে না ; যদি রাগের চোটে তোমাকে মাথায় তুলিয়া বন্-বন্ করিয়া ঘুরাইতে আরম্ভ করি—তাহা হইলে তোমার বিলকুল দাড়ি হয় ত আমার মুঠার ভিতর থাকিয়া যাইবে, আর তুমি ছিটকাইয়া দশ হাত তফাতে পড়িয়া হাত পা ভাঙিবে।”

শ্মিথ বলিল, “আর মাথাটাও পাকা বেলের মত ভাজিয়া চৌচির হইবে ; সব রস গড়াইতে আরম্ভ করিবে।”

কাউন্ট বলিল, “থামো হে ফক্কড় ছোকরা ! আমি তোমার ঠাকুরদাদার বাপের বয়সী, আমার সঙ্গে ইয়ারকি দিতে তোমার লজ্জা হইতেছে না ? আমি আর কতবার তোমাদের বলিব যে, ত্রেট না কি নাম বলিলে—তাহার কথা আমার জানা নাই ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, সে কথা বলিয়াছ বটে, কিন্তু তুমি সত্য কথা বলিয়াছ—তাহার প্রমাণ কোথায় ? তুমি যে মিথ্যাবাদী, ইহা শীঘ্রই সপ্রমাণ হইবে।”

কাউন্ট বিকৃত স্বরে বলিল, “যে আমাকে মিথ্যাবাদী বলে, আমি তাহার মুখে—”

তাহার কথা শেষ হইবার পূর্বেই ওয়াল্ডো বগলে একটু চাপন দিল ; কাউন্ট চিৎকার করিয়া বলিল, “ওরে বাবা রে ! আমার হাড় গুঁড়া হইয়া গেল ! ছাড়িয়া দাও আমাকে, দৈত্য বাবা !”

ওয়াল্ডো বলিল, “বদজবান করিলে আমি তোমার মুখ ভাজিয়া গুঁড়া করিব।”

তাঁহারা ঘুরিতে ঘুরিতে অল্প এক দিকের দালানে উপস্থিত হইলেন। সেই দালানে প্রবেশ করিয়া ও চারি দিকের অবস্থা দেখিয়া তাঁহাদের মনে হইল—ভূগের সেই অংশে মান্নয় বাস করে। তাহা পরিত্যক্ত গৃহের ন্যায় অপরিষ্কৃত নহে। মেঝের উপর ধূলা বা জঞ্জাল ছিল না। সেই অংশের বাতাসও অপেক্ষাকৃত্ত গরম বোধ হইল। মিঃ ব্লেক উৎসাহভরে একটা কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেই কক্ষের মেঝের উপর গালিচা প্রসারিত দেখিলেন। তিনি সেই কক্ষের অল্প প্রান্তের একটি দ্বার খুলিয়া ফেলিলেন। সেই মুহূর্ত্তে গরম বাতাসের একটা হিল্লোল তাঁহার চোখে মুখে লাগিল।

কাউন্ট ফেরায় ওয়াল্ডোর বগলের ভিত্তর আবদ্ধ থাকিলেও হাত পা নাড়িয়া চাকল্য প্রকাশ করিল ; সে অধীর স্বরে বলিয়া উঠিল, “না, না, ওদিকে নয় ;

ওদিকে নয় ! ঐ ঘরে খবরদার প্রবেশ করিও না ; বিপদে পড়িবে । আমার কথা শোন, ওদিকে যাইবার চেষ্টা করিও না ; ও ঘর খালি পড়িয়া আছে । এখানে ভুতের আড্ডা, লোক জন কেহ নাই ।”

কাউন্টের কথা শুনিয়া ব্লেক বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারা ঠিক যায়গাতেই আসিয়াছেন ; কাউন্ট ধরা পড়িবার ভয়ে ব্যাকুল হইয়া তাঁহাদের গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল । মিঃ ব্লেক কাউন্টের কথায় কর্ণপাত না করিয়া সেই কক্ষ প্রবেশ করিলেন । সেই কক্ষটিও প্রাচীন যুগের নানাপ্রকার আসবাব-পত্রে সজ্জিত । গৃহকোণে একটি প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড ; তাহাতে তখনও আগুন জলিতেছিল । কক্ষস্থিত টেবিলের উপর সংরক্ষিত আলোকাধার হইতে দীপরশ্মি চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইতেছিল । টেবিলের উপর কতকগুলি পুস্তক ও কাগজ-পত্র স্তূপীকৃত । এক প্রান্তে একটি লেবরেটরি । সেখানে বিস্তর শিশি, বোতল, কাচের নল ও যন্ত্রাদি সেলফের উপর সজ্জিত ছিল ।—মিঃ ব্লেকের অনুমান হইল তাহা বৃদ্ধ কাউন্টের রসায়নিক পরীক্ষাগার !”

মিঃ ব্লেক ওয়ালডোকে বলিলেন, “ওয়ালডো, কাউন্ট মহাশয়কে এখানে নামাইয়া দাও ।”

মিঃ ব্লেক টেবিলের নিকট উপস্থিত হইয়া সেই আলোকাধারের আলোক উজ্জল করিলেন । কিন্তু মুহূর্তের জন্তও তাঁহার সতর্কতার অভাব হয় নাই । তিনি তাঁহার পিস্তল তখনও বাগাইয়া ধরিয়া রাখিয়াছিলেন । কাউন্ট ফেরারী তাঁহাদিগকে বলিয়াছিল সে সেই দুর্গে একাকী ছিল ; কিন্তু মিঃ ব্লেক তাহার কথা বিশ্বাস করেন নাই । তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, তাহার অনুচরেরা কোন কক্ষে লুকাইয়া আছে, এবং সন্মোহন পাইলেই তাহারা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবে । এই জন্ত তিনি সেই দুর্গের প্রত্যেক অংশে সতর্ক ভাবে অগ্রসর হইতেছিলেন । যে দুর্গের প্রত্যেক কক্ষে শত শত ব্যক্তি লুকাইয়া থাকিতে পারে, সেখানে দ্বিতীয় কোন লোক নাই, ইহা বিশ্বাস করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় নাই ।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “দুর্গের এই অংশে লোকজনের বাস আছে—ইহার

প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে ; আমরা এই কক্ষ হইতেই তদন্ত আরম্ভ করিব ।
পাশের আর একটা কামরার দ্বার ঐ যে দেখা যাইতেছে । ওয়ালডো, চল
আমরা প্রথমে ঐ কামরায় প্রবেশ করি ।”

কাউন্ট তাঁহার কথা শুনিয়া ব্যাকুল স্বরে বলিল, “না না, ঐ কাষটি
তোমরা করিতে পারিবে না ; তোমরা ঐ দ্বার স্পর্শ করিও না । (do not
touch that door) হা, আমার আদেশ, তোমরা ঐ কক্ষে প্রবেশ করিও না ।
এ আমার কিল্লা, আমার বাড়ী, আমার বাসগৃহ ; তোমাদের এত স্পর্দ্ধা যে,
আমার অন্তরের পবিত্রতা নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছ ! ওরে মর্থ, ওরে গোঁয়ার !
আমি তোদের এই ধ্বংসতা কখনও মার্জনা করিব না ।”

কাউন্ট হাত পা ছুড়িয়া তাঁহাদের গতিরোধের চেষ্টা করিল ; তাহা
দেখিয়া ওয়ালডো বলিল, “তুমি বেশী হান্ধামা করিলে তোমাকে ঐ টেবিলের
পায়ার সঙ্গে বাধিয়া রাখিব । আমরা তোমার দুর্গ জয় করিয়াছি ; এখন
আমাদের যাহা ইচ্ছা করিব । তুমি খেঁকি কুকুরের মত আমাদের কাছে বাধা
দেওয়ার চেষ্টা করিলে মুণ্ডর খাইবে ।”

মিঃ ব্লেক বৃদ্ধের কথায় কণপাত না করিয়া সেই দ্বারের নিকট উপস্থিত
হইলেন । তিনি সেই কক্ষের আরও একটা দ্বার দেখিতে পাইলেন ; সেই দ্বারটি
অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার । তিনি যে দ্বারের সম্মুখে দাড়াইয়াছিলেন, তাহা
তেমন বৃহৎ না হইলেও অত্যন্ত ভারী ; কতকগুলি লোহার গঁজাল তাহার
উপর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে সন্নিবিষ্ট । দ্বারটি একজোড়া স্তম্ভ বলুট দ্বারা আবদ্ধ
ছিল ; তাহা সম্পূর্ণ আধুনিক ।

মিঃ ব্লেক সহজেই সেই দ্বার খুলিতে পারিলেন । দরজা খুলিয়া তিনি
কক্ষ মধ্যে বিদ্যুতালোক বিক্ষিপ্ত করিলেন । তাহা লক্ষ্য করিয়া ফেরার
উদ্ভাদের মত চিৎকার করিয়া উঠিল, এবং বন্ধন মোচনের জন্ত হস্ত
পায়ে কাঁকুনি দিতে লাগিল । কিন্তু ব্লেক তাহার চিৎকারে কণপাত করিলেন
না ; তিনি স্তব্ধমুখে নেত্রে সেই কক্ষের ভিতর চাহিয়া রহিলেন ।

তিনি সেই কক্ষের কোন দিকে জানালা দেখিতে পাইলেন না । সেই

কক্ষের অন্ত কোন দিকে একটিও দ্বার ছিল না। কক্ষটি শুদাম-ঘরের অল্পরূপ; কিন্তু তাহা গৃহসজ্জার নানা উপকরণে সুসজ্জিত। মেঝের উপর গালিচা প্রসারিত ছিল; এতদ্ভিন্ন সেখানে একখানি ইজিচেয়ার ও মেহগ্নি কাঠের একটি ডেস্ক ছিল। দেওয়ালের এক প্রান্তে একখানি খাটিয়া দেখিয়া মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই খাটিয়ার দিকে চাহিলেন। তাঁহার মনে হইল—কোন লোক সেই খাটিয়ায় শয়ন করিয়া এ-পাশ ও-পাশ করিতেছে! তাহার দেহ যে আচ্ছাদন-বস্ত্রে আবৃত ছিল তাহা নড়িতেছিল; একখানি হাত তাহার বাহিরে প্রসারিত ছিল এবং এক পায়ের পায়জামার কিয়দংশ দেখা যাইতেছিল। কিন্তু মিঃ ব্লেক চেষ্টা করিয়াও শয্যাশায়ীর মুখ দেখিতে পাইলেন না; সে চাদরখানি মুখের উপর টানিয়া দিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে মুখ ঢাকিয়া ফেলিল।

মিঃ ব্লেক কাউন্টকে জিজ্ঞাসা করিলেন; “ঐ খাটিয়ায় একজন লোক শুইয়া আছে; ঐ লোকটি কে?—”—তাঁহার কণ্ঠস্বরে অধীরতা ফুটিয়া উঠিল।

ফেরারা কথা বলিল না; সে হতাশ ভাবে ওয়াল্ডোর মুখের দিকে চাহিয়া মন্তক অবনত করিল।

মিঃ ব্লেক কাউন্টকে নীরব দেখিয়া সেই শয্যাশায়ী লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “কে তুমি—ওখানে শুইয়া আছ? তুমি কে? শীঘ্র তোমার পরিচয় দাও।”

লোকটি ব্যাকুল স্বরে বলিল, “আলোটা সরাইয়া লও; শীঘ্র উহা তফাৎ কর। আলোর ছটা আমার চোখে লাগিতেছে।—উঃ, অসহ্য!”

মিঃ ব্লেক বিজলি-বাতির আলো নিবাইয়া দিলেন; কিন্তু অন্য কক্ষের দীপালোক মুক্ত দ্বার-পথে সেই কক্ষে প্রতিফলিত হওয়ায় কক্ষটি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল না।

শয্যাশায়ী লোকটি আড়ষ্ট স্বরে বলিল, “তুমি কে? তুমি ইংরাজী ভাষায় কথা বলিতেছ, তুমি কি ইংরাজ? হা পরমেশ্বর! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? না, ইহা সত্য? এত দিন পরে কি এই জীবন্ত সমাধি হইতে আমার উদ্ধারের উপায় হইবে?”

এই কথা শুনিয়া কাউন্ট পুনর্ব্বার চিৎকার করিল ; সে কি বলিতে উদ্যত হইল ; কিন্তু ওয়াল্ডো প্রচণ্ড বেগে হুকার-ধ্বনি করিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল। মিঃ ব্লেক উৎসাহ ভরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন ; কিন্তু শয্যাশায়ী লোকটি শয্যায় উঠিয়া বসিবার চেষ্টা না করিয়া চাদর দ্বারা মুখ ঢাকিয়া নিশ্চলভাবে পড়িয়া রহিল।

মিঃ ব্লেক তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “আমাদিগকে তুমি বন্ধু মনে করিতে পার। আমরা লগুন হইতে আসিয়াছি। আমরা কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছি তাহা—”

শয্যাশায়ী লোকটি মিঃ ব্লেককে কথা শেষ করিতে না দিয়া ব্যাকুল স্ববে বলিল, “তাহা হইলে ইহা স্বপ্ন নহে, সত্য!—এতদিন পরে পরমেশ্বর সত্যই কি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন? মৃত্যুর পূর্বেই আমি মুক্তিলাভ করিতে পারিব?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু এখনও আমরা তোমার নাম জানিতে পারি নাই ; তোমার নাম কি, বল। আমাদের নিকট তোমার নাম প্রকাশ করিতে আপত্তি আছে কি?”

শয্যাশায়ী বলিল, “আমার নাম? হাঁ, এতদিন পরেও আমি নিজের নাম ভুলিয়া যাই নাই ; ইহা কি আশ্চর্য্যের বিষয় নহে? এক এক সময় মনে হইত—আমার নিজের নাম ভুলিয়া গিয়াছি। আমি যেন সে লোক নহি, আমি যেন আর এক জন! কিন্তু আজ মনে হইতেছে আমি সত্যই লায়নেল ব্রেট। আপনি আমার সন্ধানে আসিয়াছেন—বলিলেন না? আপনাদের কথা সত্য হইলে আপনি আমার নাম জানেন না—ইহা কি করিয়া বিশ্বাস করি?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমি তোমার নাম জানি ; কিন্তু মিথ্যাবাদী বৃদ্ধ কাউন্ট ফেরারা বলিতেছিল—এখানে তুমি নাই। তোমাকে এখানে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে ইহা সে অস্বীকার করিয়াছিল ; কিন্তু আমি—”

লায়নেল ব্রেট উত্তেজিত স্বরে বলিল, “আপনি কাউন্ট ফেরারার কথা বিশ্বাস করিবেন না, তবে আমার অনুরোধ, আপনি তাহার প্রতি কঠোর

ব্যবহার করিবেন না। লোকটি বৃদ্ধ ও দুর্বল, আমার বিশ্বাস সে বিকৃতমস্তিষ্ক ; কিন্তু আমার এই অল্পমান সত্য কি না তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারিব না। সত্য মিথ্যা বিচার করা আমার অসাধ্য।”

মিঃ ব্লেক কিছু দূরে দাঁড়াইয়া ছিলেন, তিনি বলিলেন, “মিঃ ব্রেট, তুমি উঠিয়া আসিতে পারিবে না ? তুমি উঠিয়া এস। তোমার সঙ্গে আমাদের অনেক পরামর্শ আছে।”

লায়নেল বলিল, “হাঁ, আমি আপনার কাছে যাইব ; কিন্তু আপনার মনে কঠিন আঘাত লাগিবে, সে জগৎ আপনি প্রস্তুত হউন। আমি এখনই উঠিয়া আপনার নিকট যাইতেছি ; আপনি দয়া করিয়া আলোটা নিবাইয়া দিলে অল্পগৃহীত হইব।”

মিঃ ব্লেক তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেও যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করিলেন ; তিনি বিজুলি-বাতি ও পিস্তলটি দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া রাখিলেন। তাঁহার ধারণা হইল—লায়নেল ব্রেট চক্ষুরোগে আক্রান্ত হওয়ার আলোর দিকে চাহিতে পারিতেছিল না ; আলোকের সংস্পর্শে তাহার চক্ষুর যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া থাকে।

কিন্তু মিঃ ব্লেক বিনা-প্রমাণে কোন বিষয় সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে রাজী হইতেন না। সেই এক রাত্রে অনেক অদ্ভুত কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল ; নূতন নূতন ঘটনায় তিনি বিস্মিত ও বিচলিত হইয়াছিলেন। সেই রাত্রে আরও যে কোন নূতন ঘটনা ঘটিবে না, ইহা তিনি বিশ্বাস করিতে পারিলেন না।

মিঃ ব্লেকের ইচ্ছিতে স্থিৎ টেবিলের ল্যাম্পটির আলো কমানিয়া দিল, কিন্তু তাহা নির্দোষ করিল না। সেই মৃদু দীপরশ্মিতে সেই কক্ষের অন্ধকার দূর হইল না। সেই আলো-এরূপ মৃদু যে, তাহাতে লায়নেলের চক্ষু ব্যথিত হইবার আশঙ্কা ছিল না। ওয়াল্ডো তখনও কাউন্ট ফেরারার হাতের দড়ি ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কাউন্ট তাহার পদপ্রান্তে মেঝের উপর অসাড় ভাবে পড়িয়া ছিল। লায়নেল ব্রেটকে তাঁহারা সেই কক্ষে খুঁজিয়া বাহির করিবার পর কাউন্টের মুখে আর কথা সরিতেছিল না। তাহার ঔদ্ধত্য, তেজ, দর্প সকলই অন্তর্হিত হইয়াছিল।

লায়নেল ব্রেট শয্যাভ্যাগ করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে আসিল, এবং অচঞ্চল স্বরে বলিল, “আপনারা আমার অগণ্য ধন্যবাদ গ্রহণ করুন।”

মিঃ ব্লেক তাহার গাউন-পরিহিত দীর্ঘদেহ দেখিতে পাইলেন। ওয়াল্ডো ও স্থিথ বিস্থিত ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল; কিন্তু আলোকের অল্পতাবশতঃ তাহারা তাহার মুখ স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইল না।

মিঃ ব্লেক লায়নেলকে বলিলেন, “তোমার শয়ন-কক্ষ হইতে বাহিরে যাইবার অণু কোন দ্বার আছে?”

লায়নেল মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, ইহার অণু কোন দিকে দ্বার নাই।”

মিঃ ব্লেক ওয়াল্ডোকে বলিলেন, “ওয়াল্ডো, তুমি কাউন্ট ফেরারাকে স্বপ্নাপাততঃ এই কামরায় আবদ্ধ করিয়া রাখিলে কতকটা নিশ্চিত হইতে পারিবে। উহাকে ঐ খাটিয়ায় ফেলিয়া রাখ। মিঃ ব্রেটের সঙ্গে আমরা একটু আলাপ করিব; সে সময় কাউন্ট বা অণু কেহ আমাদের কাছে থাকে— ইহা আমার ইচ্ছা নয়।”

ওয়াল্ডো বলিল, “হাঁ, আমিও আপনাকে ঐ কথাই বলিব মনে করিতেছিলাম।”

ওয়াল্ডো কাউন্ট ফেরারাকে টানিয়া তুলিল এবং তাহাকে এক হাতে ঝুলাইয়া লায়নেলের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া খাটিয়ার উপর ফেলিয়া রাখিল। কাউন্ট শয্যা পড়িয়া ওয়াল্ডোকে পালি দিতে লাগিল, তাহাকে শাস্তি দেওয়ার ভয় দেখাইল; কিন্তু ওয়াল্ডো তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া সেই কক্ষের বাহিরে আসিল এবং বাহির হইতে তাহার অর্গল রুদ্ধ করিল। কাউন্ট সেই কক্ষে আবদ্ধ হইয়া চিৎকার করিয়া তাঁহাদিগকে পালি দিতে লাগিল, কিন্তু কেহই তাহার চিৎকারে কর্ণপাত করিলেন না।

মিঃ ব্লেক সেই কক্ষের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, “মিঃ ব্রেট, তোমার সকল বিবরণ জনিবার জন্য আমার অভ্যস্ত আগ্রহ হইয়াছে; তুমি সজ্ঞপে তোমার সকল বিপদের কথা বলিলে আমরা অভ্যস্ত বাধিত হইব।”

লায়নেল ভয়স্বরে বলিল, “আমি হতবুদ্ধি হইয়াছি, স্তম্ভিত হইয়াছি।

এক সপ্তাহ পূর্বে আমি যে ক্ষুদ্র পত্রখানি লিখিয়া পাহাড়ের নীচে ফেলিয়া দিয়াছিলাম সেই চিঠি পাইয়াই আপনারা এখানে আমার সন্ধানে আসিয়াছেন, আমার এই অনুমান বোধ হয় মিথ্যা নহে। আমি একখানি কাগজে কয়েকটি কথা লিখিয়া সেই কাগজখানি একটি বোতলে পুরিয়াছিলাম; তাহার পর বোতলটি পাহাড়ের নীচে নিক্ষেপ করিয়া মনে করিয়াছিলাম—”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, সেই বোতলের চিঠি আমাদের হস্তগত হইয়াছিল। সেই পত্রে নির্ভর করিয়াই আমরা তিন জনে এখানে আসিয়াছি। সে অনেক কথা; কিন্তু তুমি দাঁড়াইয়া রহিলে কেন? বসিবে না? যদি তোমার শরীর অসুস্থ হইয়া থাকে—”

লায়নেল ব্রেট বলিল, “অসুস্থ? না, আমার শরীর অসুস্থ হয় নাই। কিন্তু আপনাদের আকস্মিক আবির্ভাবে আমার মাথার ভিতর সব গোল হইয়া গিয়াছে! আমি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছি। আমি মুহূর্তের জন্য আশা করিতে পারি নাই যে, আমার সেই সঙ্ক্ষিপ্ত পত্র কাহারও হাতে পড়িবে, বা তাহাতে কোন ফল হইবে। আমি মনে করিয়াছিলাম পত্রখানি কাহারও হাতে পড়িলেও কেহ তাহা বিশ্বাস করিবে না; বিশেষতঃ, সেই পত্রে নির্ভর করিয়া কাহারও যে এখানে আসিতে প্রবৃত্তি হইবে—ইহা আমার স্বপ্নেরও অগোচর!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু তুমি এখনও আমাদের পরিচয় জানিতে পার নাই। আমার নাম ব্লেক; ঐ যুবক আমার সহকারী, এবং অন্য ভদ্রলোকটির নাম রিউপার্ট ওয়াল্ডো।”

লায়নেল বলিল, “আপনার কি নাম বলিলেন? ব্লেক!—আপনি কি লণ্ডনের স্তম্ভসিদ্ধ ডিটেক্টিভ মিঃ রবার্ট ব্লেক?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, উহাই আমার পরিচয়।”

—লায়নেল বলিল, “অন্য কোন ব্লেকের নাম আমার জানা নাই; আপনার নাম জানে না—ইংরাজের মধ্যে এ রকম লোক কেহ আছে কি? আপনি যে কঠিন কাণের ভার লইয়াছিলেন, সেজন্য আপনাকে কিল্পে ‘ধন্যবাদ জানাইব’ জানি না; আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশেরও ভাষা নাই মিঃ ব্লেক! কত কাল

ধরিয়া আমি যে এই গিরিচূড়ায় আবদ্ধ আছি—তাহা ভুলিয়া গিয়াছি। প্রথম কয়েক মাসের কথা এখন আমার স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়। আমি চেষ্টা করিলেও সে সকল কথা স্মরণ করিতে পারিব না, এবং সেই সকল অতীত কথা স্মরণ না হওয়ায় আমি দুঃখিত নহি, বরং সন্তুষ্ট; কিন্তু আমি স্বাস্থ্যলাভ করিবার পর কারা-মজ্জণা বুঝিতে পারিলাম। বাহার আশা নাই, সে কিরূপে সাধনা লাভ করিবে?—আমি অধীর হইয়া উঠিলাম; অবশেষে এক দিন—”

মিঃ ব্লেক হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার চক্ষুর কি কোন পীড়া হইয়াছে মিঃ ব্রেট?”

লায়নেল মাথা নাড়িয়া বলিল, “না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তবে তুমি আলো নিবাইবার জন্য ওভাবে অনুরোধ করিতেছিলে কেন? আমাদিগকে কি তোমার মুখ দেখাইবার ইচ্ছা ছিল না?”

লায়নেল বলিল, “হয় ত তাহা আমার ভাবপ্রবণতার ফল; আমার নিরুদ্ভুততাও বলিতে পারেন। দিবালোকে আপনারা আমার মুখ দেখিতে পাইবেন। বোধ হয় প্রভাতের আব অধিক বিলম্ব নাই। তবে সে পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া আপনাদের কৌতূহল দূর করিতে আমার আপত্তি নাই। আপনারা আমার মুখ দেখিয়া হয় ত মনে বেদনা পাইবেন, এজন্য আমাদিগকে প্রস্তুত হইতে অনুরোধ করিতেছি।”

মিঃ ব্লেক সবিস্ময়ে বলিলেন “আমরা মনে বেদনা পাইব! ব্যাপার কি?”

লায়নেল ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, “আলোটা উজ্জ্বল করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখুন।”

মিঃ ব্লেক স্থিখেব মুখের দিকে চাহিয়া ইঙ্গিত করিবামাত্র স্থিখ টেবিলের ল্যাম্পের পলিতাটা উন্মোচন করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সেই কক্ষ উজ্জ্বল দীপ্যলোকে উদ্ভাসিত হইল। দুই এক মিনিট কাহারও মুখে কথা সরিল না, সকলেই নিস্তব্ধ; কেবল রুদ্ধস্বর শয়ন-কক্ষের ভিতর হইতে বৃদ্ধ কাউন্টের অশ্রান্ত আৰ্ত্তনাদ ও তর্জ্জন-গর্জ্জন তাঁহাদের কর্ণগোচর হইতে লাগিল।

মিঃ ব্লেক, ওয়াল্ডো ও স্মিথ মিনিমেধ মেট্রে লায়নেলের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রথমে তাঁহাদের হৃদয় আতঙ্কভিত্ত হইল, তাহার পর তাহা গভীর ককণা ও সহানুভূতিতে পূর্ণ হইল।

তাঁহারা সম্মুখে কি দেখিতেছিলেন?—সেই দৃশ্য হৃদয়বিদায়ক, ভয়াবহ, এমন কি, তাহা তাঁহাদের ধারণারও অতীত।

লায়নেলের দৈহিক গঠনে কোন খুঁত ছিল না; তাহার দেহ সুপাঠিত। সে দীর্ঘদেহ বলবান যুবক, কক্ষা; কিন্তু তাহার মুখ? তাহার মুখ যেন কি বিকী মুখোসে আবৃত!—তাহা বিবর্ণ, ভাবসম্পর্ক-রহিত, বিশেষত্ব-বর্জিত। নাসিকাটি খর্ব—খাদ্য নাক; অধর ও ওষ্ঠ অত্যন্ত পাতলা ও শ্রীহীন। মুখের স্বক বাদামী কাগজের মত; তাহার বর্ণ লোহিতাভ বাদামী; (reddish, with a tinge of brownish yellow) চক্ষু দুটি উজ্জল, যেন তাহা কদাকার মুখোসের ভিতর হইতে ঠেলিয়া বাহির হইতেছিল! মিঃ ব্লেক তাহার সেই বিকট মুখের দিকে চাহিয়া ঘূর্ণায় মুখ ফিরাইলেন। সেই মুখের দিকে মুখ তুলিয়া দ্বিতীয় বার চাহিতে তাঁহার আগ্রহ হইল না।

লায়নেল নীরস স্বরে বলিল, “আমার মুখের অবস্থা দেখিলেন ত?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, দেখিয়াছি; তোমার অবস্থা দেখিয়া আন্তরিক দুঃখিত হইলাম। তুমি আমাদের নিকট তাড়াতাড়ি তোমার গুপ্ত কথা প্রকাশ করিয়া ভালই করিয়াছ; কিন্তু তোমার প্রতি এখন সহানুভূতি প্রকাশ করিলে—”

লায়নেল মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্বেই বলিল, “আপনাদের সহানুভূতি? না মহাশয়, আমি আপনাদের সহানুভূতি প্রার্থনা করি না; এক এক সময় আমার মনে হইত—আমি এই গিরিচূড়ায় আবদ্ধ আছি, ইহা আমার গকে কল্যাণপ্রদ। আমি দেশে ফিরিয়া কি করিয়া আমার আত্মীয় বন্ধুগণকে মুখ দেখাইব? না, সে সাহস আমার নাই। আমার মুখ দেখিয়া সকলে অন্নতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবে; আমাকে স্পর্শের অযোগ্য কদাকার জানোয়ার মনে

মিঃ ব্লেক এ কথার প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না ; লায়নেনেলের কথা যে সত্য, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় ছিল না ।

লায়নেনেল মিঃ ব্লেকে নির্ঝাক দেখিয়া বলিতে লাগিল, “তথাপি ইংল্যাণ্ডে আমার আত্মীয় স্বজনের নিকট প্রত্যাগমনের জন্ত আমি অধীর হইয়াছিলাম । আমি মুক্তিনাভের জন্ত দিব্য রাত্রি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়াছি ।—আমার পিতা লর্ড গেনথর্প কেমন আছেন ? আমার মা ভাল আছেন ত ? তাঁহাদের কুশল-বার্তা বলিয়া আমার উৎকণ্ঠা দূর করুন । দীর্ঘকাল তাঁহাদের সংবাদ না পাওয়ায় আমার মনের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছে তাহা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত ভাষা আমি কোথায় পাইব ?—আপনারা আমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন, এ সংবাদ কি তাঁহারা—”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, তাঁহারা জানেন । ব্রে নামক একজন মার্কিন পর্য্যটক এই দেশে ভ্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন । তিনি পাহাড়ের তলা দিয়া বাইবার সময় তোমার নিক্ষিপ্ত বোতলটি সম্মুখে পড়িতে দেখিয়াছিলেন এবং তোমার পত্রখানি কুড়াইয়া লইয়া পরীক্ষা করিয়াছিলেন । তাহার পর সেই পত্র লইয়া তিনি আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন ; আমি তাহা পড়িয়া, তোমার পিতা মাতাকে অবিলম্বে সেই পত্র দেখাইয়াছিলাম । তাঁহারাই এই ব্যাপারের তদন্তের জন্ত আমাকে এখানে প্রেরণ করেন । গত জুলাই মাস হইতে তুমি নিরুদ্দেশ ; এজন্ত সকলেরই ধারণা হইয়াছিল তুমি জীবিত নাই ।”

লায়নেনেল বলিল, “আমিও ঐরূপই অনুমান করিয়াছিলাম মিঃ ব্লেক ! আমি গগন-পথে অদৃশ্য হওয়ায় এবং আমার কোন সংবাদ না পাওয়ায় আমার যত্ন হইয়াছে—সকলেরই এইরূপ ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক । সকলেরই বোধ হয় বিশ্বাস হইয়াছিল—আমি গগন-পথে ভারতে বাইবার সময় পথ হারাইয়া বিপদে পড়িয়া প্রাণ হারাইয়াছি । কেহ কেহ বোধ হয় সিদ্ধান্ত করিয়াছিল আমি এরোপ্লেন সহ সমুদ্রে পড়িয়া ডুবিয়া মরিয়াছি ! আকাশ-পথে সমুদ্রে পড়িয়া হইবার সময় অনেকে ঐভাবে প্রাণত্যাগ করিয়াছে ; সুতরাং আমার ভাগ্যেও সেইরূপ ঘটিয়াছে একরূপ সিদ্ধান্ত করা কোনক্রমে অসঙ্গত নহে ।”

লায়নেল ঈষৎ হাসিল ; সেই হাসিও অতি ভীষণ, তাহাতে বিন্দুমাত্র মাধুর্য্য ছিল না। কেবল তাহার গলার ভিতর হইতে একটা বিস্ত্রী আওয়াজ বাহির হইল ! সে হাসিতে গিয়া মুখের যে বিকট ভঙ্গি করিল তাহা দেখিয়া স্থিথ ঘুণায় মুখ ফিরাইল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি কি ভাবে এখানে আসিয়া পড়িয়াছিলে তাহা জানিবার জন্ত আমাদের কোতূহল হইয়াছে ; তুমি সেই সকল কথা খুলিয়া বলিলে আমাদের ঔৎসুক্য দূর হইতে পারে।”

লায়নেল বলিল, “কিন্তু এজন্ত আমি কাউন্ট ফেরারার নিকট কৃতজ্ঞ, কারণ তিনিই আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন ; তাঁহারই অক্লান্ত পরিচর্য্যায় আমি সুস্থ হইয়াছিলাম। তথাপি তাঁহার নিকট বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমার অসাধ্য ; কারণ আমার মুখের এই ঘৃণিত বিকৃতির জন্ত তিনিই দায়ী। তিনিই আমার মুখের এই দুর্দশা করিয়াছেন।”

স্থিথ তাহার কথা শুনিয়া উত্তেজিত স্বরে বলিল, “তোমার মুখের এই দুর্গতির জন্য সেই বৃড়াই দায়ী ! তোমার কথা সত্য হইলে সে কি মানুষ্য ? না, সে পশু, পশুরও অধম ; সে নরদেহে শয়তান !”

লায়নেল ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, তুমি ও কথা বলিও না। আমার বিশ্বাস, কাউন্ট ফেরারার উদ্দেশ্য মন্দ ছিল না, তিনি আমার হিতেরই চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য—তাঁহার সাধু চেষ্টার বিপরীত ফল হইয়াছে ! এই কারণেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস লোকটি বিরুদ্ধমস্তিষ্ক, উন্মাদ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এই কিল্লায় অন্য কোন লোক আছে কি ?”

লায়নেল বলিল, “না, আমরা দুই জন ভিন্ন আর কেহই নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সে কি ! তুমি ঠিক জান ? কোন চাকর-বাকর পর্যন্ত নাই ?”

লায়নেল বলিল, “না, আর কেহই নাই। কাউন্ট সন্ন্যাসী ; তিনি নিঃসঙ্গ ভাবে একাকী এখানে বাস করিতেন। যোগী তপস্বী প্রভৃতি সাধকের ন্যায়

তিনি সম্পূর্ণ একাকী এই দুর্গম গিরিচূর্ণে কালযাপন করিতেন ; সুতরাং আমি এখানে আছি—কেহই এই সংবাদ জানে না। এখানে অন্য লোক থাকিলে ত তাহা জানিতে পারিবে। আমি সেই পত্রখানি নীচে নিক্ষেপ না করিলে বহির্জগতের কোন লোক আমার অস্তিত্বের সংবাদ জানিতে পারিত না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি তোমার এরোগ্নেন সহ গিরিচূড়ায় পড়িবার পর যে সকল ঘটনা ঘটিয়াছিল তাহা জানিতে চাই।”

লায়নেল বলিল, “আপনার কি বিশ্বাস—আমি এরোগ্নেন সহ গিরিচূড়ায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলাম ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “উহা ভিন্ন অণ্ড কিছু অনুমান করিতে পারা যায় কি ? কেবল অনুমান নহে, উহা ভিন্ন আর কি সিদ্ধান্ত হইতে পারে ?”

লায়নেল বলিল, “দয়া করিয়া আলোটা আর একটু কমাইয়া দিন। আপনি ত আমার মুখের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াছেন, আবার কেন ?—এখন এ মুখ আপনার দৃষ্টির অন্তরালে রাখাই বাঞ্ছনীয়। আর আমার এই বিকৃত মুখ দেখাইয়া আপনাকে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত করিবার জন্ত আমার একবিন্দু আগ্রহ নাই।”

মিঃ ব্লেক আলোটা আরও কমাইয়া দিলেন ; তাঁহাদের পক্ষেও তাহা বাঞ্ছনীয় মনে হইল। লায়নেল যে চেয়ারে বসিয়া ছিল, তাহার ঠিক সম্মুখেই মিঃ ব্লেক আর একখানি চেয়ারে বসিয়া ছিলেন। স্থিৎ ও ওয়াল্‌ভো তাঁহাদের সম্মুখস্থ টেবিলের এক ধারে পা ঝুলাইয়া বসিয়া সকল কথা শুনিতেছিল।

লায়নেল ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল, “কিন্তু আপনাদিগকে এখানে দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি ; মনে হইতেছে আমি স্বপ্ন দেখিতেছি ! আমি এই দীর্ঘকাল যাহা আশা করিয়া আসিতেছি, পরমেশ্বরের নিকট দিবা রাত্রি যাহা প্রার্থনা করিয়াছি—তাহাই যেন স্বপ্নে আমার নয়ন-সমক্ষে প্রতীয়মান হইয়া আমাকে বিচলিত ও বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে ! ইহা যেন সত্য নহে ; কারণ এখানে উপস্থিত হওয়া মনুষ্যের অসাধ্য। মানুষের পক্ষে যাহা অসম্ভব আপনাদের পক্ষে তাহা কিরূপে সম্ভবপর হইল ? আপনারা কিরূপে এখানে

আসিলেন ?—গিরিচূড়ায় যে দোলা আছে—তাহার সাহায্যে আপনারা এখানে উঠিয়া আসিয়াছেন—ইহা বিশ্বাসের অবোধ্য, কারণ কাউন্টের অজ্ঞাতসারে সেই দোলা কেহ ব্যবহার করিতে পারে না ; বিশেষতঃ, কাউন্ট এরূপ সতর্ক ও সন্দ্বিগ্নচেতা যে, তিনি কাহাকেও—”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহা ব্যবহার করিতে দেয় না—ইহা জানি ; এই-জন্ত আমরা সেই দোলার আশা ত্যাগ করিয়া পাহাড়ের গা বহিয়া এখানে উঠিয়া আসিয়াছি।”

লায়নেল মাথা নাড়িয়া বলিল, “না, তাহা অসম্ভব ; মনুষ্যের অসাধ্য। এই পাহাড় দুর্গম ও অত্যন্ত দুরারোহ। এই পাহাড়ের গা বহিয়া কেহই গিরিচূড়ায় উঠিতে পারে না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার নিকট যে সকল বিবরণ শুনিবার আছে, তাহা শুনিবার পর আমাদের এই অসাধ্য-সাধনের কাহিনী তোমাকে শুনাইব। এখন তুমি এইমাত্র জানিয়া রাখ—আমরা সত্যই ঐ উপায়ে এখানে আসিয়াছি, এবং তুমি যাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতেছ তাহা কাল্পনিক নহে। তুমি ইহাও জানিয়া রাখ যে, আমরা শীঘ্রই তোমাকে উদ্ধার করিয়া ইংল্যাণ্ডে লইয়া যাইব।”

লায়নেল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, “আপনারা যখন এই দুর্গম স্থানে আসিতে পারিয়াছেন, তখন এখান হইতে যাইতেও পারিবেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আমার কি সত্যই স্বদেশে যাওয়া হইবে ? তাহা কি আমার কর্তব্য হইবে ? এক এক সময় আমার মনে হয় আমি গিরিচূড়ায় নিষ্কিন্তু হইবার সময় যদি সেই আঘাতে প্রাণ ত্যাগ করিতাম তাহা হইলে আমি মরিয়া বাচিতাম ; সেই ভাবে প্রাণ ত্যাগই আমার পক্ষে বাঞ্ছনীয় ছিল। কিন্তু আপনারা আমার সকল কথা শুনিবার জন্য অধীর হইয়াছেন ; এজন্ত আপনাদের নিন্দা করিতে পারি না। আপনারা যাহা শুনিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা বলিতে অধিক সময় লাগিবে না। আমি তাহা সজ্জপেই বলিতে পারিব।”

ষষ্ঠ কণ্ঠ

আকস্মিক বিস্ময়

লসায়নেল ব্রেট কয়েক মিনিট নিস্তরু থাকিয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল, তাহার পর মৃদুস্বরে বলিল, “আপনার কাছে বোধ হয় সিগারেট নাই?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, আছে।”—তিনি পকেট হইতে সিগারেটেব বাস্কাটি বাহির করিয়া লায়নেলের সম্মুখে ধরিলেন। লায়নেল কম্পিত হস্তে একটি সিগারেট তুলিয়া লইল, এবং কয়েক মিনিট নিঃশব্দে ধূমপান করিল। তাহার পর বলিল, “বহুদিন পরে আজ আমি এই প্রথম ধূমপান করিলাম। ধূমপান করিয়া আজ আমি কতদূর তৃপ্তিলাভ করিলাম তাহা বলিতে পারিব না। কাউন্ট ধূমপান করেন না, এজন্য এখানে আমারও ধূমপানের সুবিধা ছিল না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ধূমপানে তুমি আনন্দ লাভ করিয়াছ দেখিয়া সুখা হইলাম।”

ওয়াল্ডো বলিল, “অনেক দিন পরে সিগারেট টানিতেছি, বেশী জ্বরে দম্ দিও না, মাথা ঘুরিতে পারে। বিশেষতঃ, তোমার শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ নহে।”

লায়নেল সিগারেটে আর একটা দম্ দিয়া বলিল, “আপনার একথা অসঙ্গত নহে। যাহা হউক, আপনারা যে কথা জানিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন, তাহা সজ্জপে বলিতেছি শুনুন। আপনারা বোধ হয় শুনিয়াছেন আমি কয়েক মাস পূর্বে একখানি পাতলা এরোপ্লেন লইয়া ইংল্যাণ্ড ত্যাগ করি। আমার সঙ্গ ছিল গগন-পথে আমি ইণ্ডিয়ায় পৌছিব, কিন্তু আমার সেই সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় নাই। আমাকে এই গিরিচূড়ায় নিষ্কিন্ণ হইতে হইয়াছিল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু কিরূপে সেই দুর্ঘটনা ঘটয়াছিল তাহাই জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি। বিশ্বয়ের বিষয় এই যে, এই দুর্ঘটনার কথা কাষ্টিলোর কোন লোক জানিতে পারে নাই! তোমার এরোপ্লেন উড়িতে উড়িতে পাহাড়ের উপর আসিয়াছিল বা উর্দ্ধে ঘুরিতেছিল, ইহাও কেহ দেখিতে পায় নাই। এই পাহাড় উচ্চ হইলেও ইহার পার্শ্ববর্তী সমতল ক্ষেত্র হইতে ইহার উচ্চতা হাজার ফিটের অধিক নহে; এ অবস্থায় তোমার এরোপ্লেন পাহাড়ের উর্দ্ধে আসিলে তাহা সমতলবাসীদের দৃষ্টির অগোচর থাকিবার সম্ভাবনা ছিল না।”

লায়নেল বলিল, “উহার কারণ আপনাকে বুঝাইয়া দিতেছি মিঃ ব্লেক! এই পাহাড়ের উর্দ্ধে আসিবার পূর্বে গাঢ় কুজ্জটিকারাশি দ্বারা আমার এরোপ্লেন আচ্ছাদিত হইয়াছিল; সেই কুজ্জটিকা পাহাড়ের চতুর্দিকে কয়েক মাইল পর্যন্ত প্রসারিত থাকায় পাহাড়ের চতুর্দিকস্থ সমতল ভূমি হইতে এরোপ্লেনখানি কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমার এরোপ্লেন সেই কুজ্জটিকা-স্তরে প্রবেশ করিবার পূর্ব-পর্যন্ত আমার গগন-বিহারে কোন বিষ উপস্থিত হয় নাই; তাহার পূর্বে পথিমধ্যে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনাও সংঘটিত হয় নাই। প্রথমে আমার ধারণা হইয়াছিল—আমার এরোপ্লেন কোন সাধারণ মেঘস্তরে প্রবেশ করিয়াছিল, এবং আকাশের নিম্নভাগেই তাহা সঞ্চালিত হইতেছিল। (low lying cloud) এই অসুবিধা হইতে উদ্ধার লাভের আশায় আমি ঘুরিতে ঘুরিতে উদ্ধাকাশে উঠিবার চেষ্টা করিলাম; কিন্তু আমার চেষ্টা সফল হইল না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “স্কেইরপ্ অসুবিধায় পড়িয়া তোমার বোধ হয় খুব ভয় হইয়াছিল।”

লায়নেল বলিল, “ভয়? না, আমি কিছু মাত্র ভীত হই নাই। কয়েক মিনিট উর্দ্ধে উঠিবার পর আমার মনে হইল—সেই মেঘস্তর আকাশের বহু উর্দ্ধ পর্যন্ত সম্প্রসারিত থাকিতেও পারে; কিন্তু অধিক নিম্নে তাহার অস্তিত্ব নাই। আমার এইরূপ ধারণা হওয়ায় আমি আর অধিক উর্দ্ধে উঠিবার

চেষ্টা না করিয়া নিয়ে অবতরণ করিতে লাগিলাম। আমার বিশ্বাস হইল, কিছু দূর নামিলেই সেই মেঘস্তরের সীমা অতিক্রম করিতে পারিব। আমি প্রায় পাঁচ ছয় হাজার ফিট উর্দ্ধে উঠিয়াছিলাম ; হুতরাং নীচে নামিবার সময় সতর্কতাবলম্বনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু আমি যতই নামিতে লাগিলাম, কুছাটিকা-স্তর আর অতিক্রম করিতে পারিলাম না ! নিবিড় কুছাটিকারাশি ধূসর বনাভের মত আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিল ! আমি বহুদূর নামিয়া ইঞ্জিন বন্ধ করিলাম ; তখন আমার কাষ অনেকটা সহজ হইয়া আসিল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি সেই সময় ইঞ্জিন বন্ধ করায় নীচের কোন লোক এরোপ্লেনের অস্তিত্ব জানিতে পারে নাই, এবং সেই কুছাটিকারাশিতে আবৃত থাকায় কেহ এরোপ্লেন দেখিতেও পায় নাই—ইহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। তুমি কাষ্টিলোর উপর নিঃশব্দে আসিয়া পড়িয়াছিলে ?”

লায়নেল বলিল, “এরোপ্লেনের গতিমান যন্ত্রের দিকে চাহিয়া বুঝিতে পারিলাম আমি তখন দুই হাজার ফিট উর্দ্ধে উড়িতেছিলাম ; কিন্তু তাহার পর কখন কতদূর নামিয়াছিলাম তাহা জানিতে পারি নাই। নামিতে নামিতে হঠাৎ সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া গিরি-ভূর্গের ছাদ দেখিলাম ! তাহা দেখিয়া ভয়ে আমার সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইল ; আমি আকস্মিক আতঙ্কে অভিভূত হইলাম।”

ওয়াল্ডো বলিল, “হাঁ, সেই অবস্থায় ভয় হইবারই কথা।”

লায়নেল বলিল, “আমার মনে হইল আমি নীচে নামিতে নামিতে মাটির কাছে আসিয়া পড়িয়াছি ; আমি হতবুদ্ধি হইলাম। কি ভাবে আত্মরক্ষা করিব তাহা নির্ধারণ করিবারও অবসর পাইলাম না ! আমি কি তখন জানি যে, এত উচ্চ পাহাড় এখানে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, এবং আমি তাহারই চূড়ার পাশে নামিয়া পড়িয়াছি ? আমার হিসাবে ভুল হয় নাই। (my calculations, actually, were right.) আমি মাটি হইতে তখন প্রায় হাজার ফিট উর্দ্ধে ছিলাম ; কিন্তু ঠিক নীচেই পাহাড়ের মাথায় একটি গিরিভূর্গ বিরাজ করিতেছিল—ইহা আমি ধারণা করিতে পারি নাই।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি সেই সময় হঠাৎ এরোপ্লেন সহ ছর্গচূড়ায় নিক্ষিপ্ত হইলে ?”

লান্নেল বলিল, “বিপদ বুঝিয়া বস্তুর সতর্ক হওয়া উচিত ছিল আমি তাহার ক্রটি করি নাই, কিন্তু আমার চেষ্টা বিফল হইল; যেদিকে বাইলে নিরাপদ হইব মনে করিলাম, সেই দিকে গিয়া দেখিলাম ঘোর বিপদের মধ্যে আমি পড়িয়াছি, আর আমার উদ্ধারের আশা নাই ! (I found myself in a hopeless plight.) প্রাণের দায়ে আমি ইঞ্জিনে পুনর্ব্বার ‘ট্রাট’ দিলাম, কিন্তু ইঞ্জিন তখন অসাড়; আমি যথাসাধ্য চেষ্টাতেও তাহাকে চালাইতে পারিলাম না। ইঞ্জিন দুই একবার ভট্-ভট্ শব্দ করিয়া নিস্তব্ধ হইল। অতঃপর আমি ঝাট্‌ঝাট্‌ করিয়া বলিলাম—সেই সময় আমার এরোপ্লেনের এক-দিকের পাখা ছর্গের ছাদে স্পন্দন করিল।”

স্মিথ বলিল, “ছর্গাগ্যের বিষয়, সন্দেহ কি ?”

লান্নেল বলিল, “সেরকম ছর্গাগ্য আর কি হইতে পারে ? প্রায় এক ফুট কি ছয় ইঞ্চির ব্যবধানের জন্য আমার সর্ব্বনাশ হইল ! যদি সেই ছাদের যৎসামান্য উর্দ্ধে যাইতে পারিতাম, তাহা হইলে পাহাড় অতিক্রম করিয়া নিরাপদ হইতে পারিতাম; তাহার পর আরও কিছু নীচে নামিয়া কুঝাটিকা-স্তরের নিম্নবর্তী নিম্নল আকাশে প্রবেশ করিতে পারিতাম। (I should have glided down below the mist into clearer atmosphere.) কিন্তু আমার এরোপ্লেন ঘুরিয়া গিয়া নীচের দিকে নাক গুঁজিয়া ভিতরের আগ্নেয়াস্ত্র প্রবেশ করিল।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার সেই সময়ের অবস্থা বুঝিতে পারিতেছি। তুমি ছর্গের প্রাচীরের ভিতর নিক্ষিপ্ত হইলে; অথচ কোন শব্দ হইল না, কেহ দেখিতেও পাইল না।”

লান্নেল বলিল, “এবং আমি কি ভাবে আহত হইলাম তাহাও আপনি বুঝিতে পারিতেছেন ত ? সে সময় আমার চেতনা বিলুপ্ত হওয়ায় আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না; কিন্তু তথাপি পতনের পূর্ব্বদৃষ্টে কি ঘটয়াছিল—

তাহা আমার স্বপ্ন আছে।—সেই আঙ্গিনা যেন আমাকে গ্রাস করিতে আসিল! আমি মুখ ও জিয়া এরোপ্লেন হইতে একরূপ বেগে নীচে পড়িলাম যে, আমার মুখের অধিকাংশ ক্ষতবিক্ষত ও চূর্ণ হইল।”

মিঃ ব্লেক ও তাহার সঙ্গীষ্ম নিম্নরূপ ভাবে তাহার সকল কথা শুনিতে লাগিলেন।

লায়নেল মিঃ ব্লেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “আমি দুই সপ্তাহ পর্য্যন্ত আমার এই দুর্গতির কথা জানিতে পারিলাম না। এই দুর্ঘটনার পর আট দশ দিন পর্য্যন্ত আমি অচেতন ছিলাম; তাহার পর ক্রমশঃ চেতনা লাভ করি। অবশেষে আয়নার মুখ দেখিতে গিয়া দেখি—আমার মুখ ব্যাণ্ডেজে বাঁধা। আমার চক্ষুও বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল; তথাপি কোন রকমে মুখের দুর্ব্বস্থা দেখিতে পাইলাম। মনে হইল আমার মুখে লিণ্টের একটা মুখোশ আঁটিয়া দেওয়া হইয়াছে।” (I was enclosed in a kind of mask of lint.)

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কাউন্টই বোধ হয় তোমার পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিয়াছিল?”

লায়নেল বলিল, “তিনি ভিন্ন আর কেহ ত এখানে ছিল না। আমার পতনের শব্দ শুনিয়া তিনি ঘরের ভিতর হইতে আঙ্গিনায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে দেখিবামাত্র প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং আমাকে বিধিদত্ত দান (heaven-sent gift) বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার কবলে পড়িয়াছিলাম—এ সংবাদ তিনি সম্পূর্ণ গোপন রাখিয়াছিলেন।—আমি বন্দীভাবে কালযাপন করিতে লাগিলাম। আমাকে তিনি আটক করিয়া রাখিলেন।”

শ্রীধ কৌতূহল ভরে বলিল, “ইহার কারণ কি?—কাউন্ট ফেরারা তোমার প্রাণরক্ষা করিয়া তোমার প্রতি একরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতে লাগিল! এ কি রহস্য?”

লায়নেল বলিল, “সে কথা আমি পরে বলিতেছি। এখন আমার বিপদের কথাটাই আগে বলিয়া লই। আমি এরোপ্লেন হইতে আঙ্গিনায় নিক্ষিপ্ত

হইবার পর কয়েক দিন কথা বলিতে পারি নাই—তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন ? নলের সাহায্যে তরল খাদ্য দ্রব্য আমার গলার ভিতর প্রবিষ্ট করা হইত। আমার বাঁ-পায়ে এরূপ আঘাত পাইয়াছিলাম যেন পায়ের নলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল ; স্ততরাং আমার অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইয়াছিল—তাহা না বলিলেও চলে। আমাকে জীবন্ত ভাবে পড়িয়া থাকিতে হইত। সেই অবস্থায় কাউন্ট আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহাই আমাকে সহ্য করিতে হইত। আমার স্বাধীনভাবে কিছুই করিবার ত শক্তি ছিল না, উপায়ও ছিল না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি।”

লায়নেল বলিল, “চেতনা লাভের পর যখন আমি শয্যায় পড়িয়া স্তস্থ হইতেছিলাম, সেই সময় কাউন্ট ফেরারা আমার শোচনীয় অবস্থার কথা আমার গোচর করিলেন। আমার মুখখানি ভাঙ্গিয়া প্রায় গুঁড়া হইয়াছিল ; আমার নাক, কান, গাল, মুখ সমস্তই খেংলাইয়া পিণ্ডবৎ হইয়াছিল। কিন্তু দৈবানুগ্রহে আমার দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হয় নাই ; আমার চক্ষু দুটি রক্ষা পাইয়াছিল। কাউন্ট ফেরারা বুঝিতে পারিলেন—আমার মুখ থাকা না থাকা তখন সমান। স্ততরাং তিনি আমার মুখখানির পুনর্গঠনে প্রবৃত্ত হইলেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কৃত্রিম উপায়ে মুখের পুনর্গঠন ! পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ অস্ত্র-চিকিৎসকেরও ইহা যে অসাধ্য মনে হইত !”

লায়নেল বলিল, “কাউন্ট আমার বেওয়ারিস মুখের উপর তাঁহার শক্তির পরীক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার সকল অত্যাচার আমাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল ; তাঁহার এই দৃষ্টতা আমি কখন মার্জনা করিতে পারিব না।—হয় ত আমি তাঁহাকে ভুল বুঝিয়াছিলাম। হয় ত বিখ্যাত হাসপাতাল-সমূহের লক্ষপ্রতিষ্ঠ অস্ত্র-চিকিৎসকেরাও আমার মুখের চিকিৎসায় তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর তৎপরতা প্রদর্শন করিতে পারিতেন না। যদি আমি কাউন্ট ফেরারার দুগ্গ হইতে স্থানান্তরিত হইতাম তাহা হইলে ঐভাবে চিকিৎসিত হইবার পূর্বেই হয় ত আমার মৃত্যু হইত। এই জগুই আমি বলিয়াছি কাউন্ট

ফেরারা তৎপরতার সহিত আমার পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করাতেই আমার জীবনরক্ষা হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার অস্ত্র ব্যবহারের ফলেই আমার মুখের এই শোচনীয় পরিবর্তন হইয়াছে, এবং এই পরিবর্তন আমার মন্বাস্তিক কষ্টের কারণ হইয়াছে।”

স্মিথ বলিল, “তোমার নাক মুখ ভাঙ্গিয়া দলা পাকাইয়া গিয়াছিল; তবে কি উপায়ে তাহা তুমি পুনর্বার ফিরিয়া পাইলে?”

লায়নেল বলিল, “কাউন্টের অস্ত্র-চালনা কৌশলে। তিনি কি ভাবে আমার মুখের চিকিৎসা করিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারি নাই, কারণ সে সময় আমার চেতনা ছিল না; তবে আমার দেহের বিভিন্ন অংশের মাংসখণ্ড ও ত্বক কাটিয়া লইয়া তিনি বিকৃত-মুখের গঠন-কার্য্য সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা বৃদ্ধিতে পারিয়াছিলাম। আমার পায়ের খানিক মাংস আমার গালে বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, নাকটিও ঐভাবে গঠিত হইয়াছে। আমার নাক, কান, দাঁত সকলই কৃত্রিম। বস্তুতঃ, আমার মুখখানি সম্পূর্ণরূপে নতুন তৈয়েরী মুখ! (a completely manufactured face) কাউন্ট এ বিষয়ে ক্লতকাষ্য হইয়াছিলেন ইহা অত্রে বিশ্বাস করিবে না।”

ওয়ালডো বলিল, “আমার বিশ্বাস, কাউন্ট স্বদক্ষ অস্ত্র-চিকিৎসক।”

লায়নেল বলিল, “শুনিয়াছি কাউন্ট এক সময় য়ুরোপের সর্ব্ব-প্রধান অস্ত্র-চিকিৎসক ছিলেন, এবং মিলান নগরে তিনি এই কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। কিন্তু সকল কথা আমার জানা নাই; তিনি এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন—অস্ত্র-চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়া দুই একবার মাত্র তাঁহার অসাধারণ চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল।

“দেহের এক অঙ্গের মাংস কাটিয়া তদ্বারা বিলুপ্ত অঙ্গের পূর্ণতা সাধনই তাঁহার অস্ত্র-চিকিৎসার প্রধান বিশেষত্ব ছিল। বিগত মহাসুদ্ধের পর আহত সৈনিকগণের বিকলাঙ্গের চিকিৎসায় তাঁহার অসাধারণ কৃতিত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই সময় কোন কোন বিকৃতাকৃ ব্যক্তির ক্ষত-চিকিৎসায় তিনি অদ্ভুত সাহস ও মৌলিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি যে প্রণালীতে

অস্ত্র-চিকিৎসা করিতেন, অস্ত্রোপচারের ইতিহাসে তাহা সম্পূর্ণ নূতন ; তাহা চিকিৎসা বিজ্ঞানে বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছিল । এজন্য দুই একবার অকৃতকার্য হওয়ায়, তাঁহার যশ ও প্রতিপত্তি বিনষ্ট হইল ; সকলের অবজ্ঞাভাজন হওয়ায় শেষে তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইল । তিনি লোকালয় ত্যাগ করিয়া এই ছুর্গম দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন । মানবসমাজের সহিত তাঁহার সকল সম্বন্ধ, সকল সংস্রব বিলুপ্ত হইল ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কিন্তু এখানেও কাউন্ট অস্ত্র-কৌশলের পরিচয় দেওয়ার সুযোগ পাইল ; তুমি ছাপ্পড় ফাড়িয়া তাহার সম্মুখে পড়িলে ! (came to him from out of the skies.) অদ্ভুত বটে !”

লায়নেল বলিল, “হা, একথা সত্য বটে ; এখানে আসিয়া কাউন্টের পাগলামী, আরও বাড়িয়া গিয়াছিল ! এই নির্জন স্থানে দীর্ঘকাল একাকী বাস করিয়া তিনি দম্ব হইয়াছিলেন ; আমার চিকিৎসা করিবার সুযোগ পাইয়া তাঁহার হৃদয় আনন্দে ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়াছিল ; কিন্তু তাঁহার হাতে পড়িবার পূর্বে আমার মৃত্যু হইলেই আমি সুখী হইতাম ।

“কিন্তু এখন আমার এ সকল আলোচনা নিষ্ফল । কাউন্ট কেবল জানিতেন—আমি এরোপেন হইতে তাঁহার দুর্গের আঙ্গিনায় নিষ্কিপ্ত হইয়াছি, এবং সেই সংবাদ অন্য কোন লোক জানিতে পারে নাই ; এই জন্য তিনি আমাকে এখানে রাখিয়া আমার দেহের উপর ইচ্ছানুযায়ী অস্ত্র চালাইতে লাগিলেন ! তিনি আরও কত দিন আমাকে লইয়া তাহার খেয়াল পরিভ্রম করিতেন বলিতে পারি না ; তবে তাঁহার ইচ্ছা ছিল তিনি আরও কিছু কাল তাঁহার পরীক্ষা চালাইবেন । (it was his intention to continue his experiment.) আমার বিশ্বাস, তাঁহার খেয়াল পরিভ্রম হয় নাই ।”

লায়নেল আগের দিকে মুখ বাড়াইয়া বলিল, “আমার মুখের দিকে চাহিয়া দেখুন তিনি যে কাষ আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা এখনও শেষ হয় নাই । আমার মুখের এখনও অনেক জ্বালা লক্ষিত হইবে । ইহা এখনও অসম্পূর্ণ রহিয়াছে ; কিন্তু পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ, কাউন্ট আর আমার উপর তাঁহার বিদ্যা

জাহির করিতে পারিবেন না।” (will not be able to use his skill on me any more.)

মিঃ ব্লেক হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হইলেন ; তাঁহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন, “মিঃ ব্রেট, তোমার এই কাহিনীটি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইলেও অদ্ভুত ; কিন্তু তুমি কাউন্ট ফেরারার হাতে পড়িয়াছ, ইহা তোমার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য—তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না ! কাউন্টের মস্তিষ্ক প্রকৃতিস্থ না থাকিলেও তোমার চিকিৎসায় সে যে রূপ কৃতকার্য হইয়াছে, অন্য কোন সুদক্ষ অস্ত্র-চিকিৎসক ততখানি কৃতকার্য হইতে পারিতেন কি না তাহা অনুমান করা আমার অসাধ্য।”

লায়নেল বলিল, “কিন্তু একথা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, কাউন্ট অসাধ্য-সাধন করিয়াছেন ; দৈববল ব্যতীত কোন লোক এরূপ কার্য করিতে পারে না। যেখানে মুখের চিহ্নমাত্র ছিল না, সেই স্থানে অস্ত্রপ্রয়োগ-কৌশলে মুখ নির্মাণ করা কিরূপ দুর্লভ কাৰ্য্য তাহা আপনি সহজেই বুঝিতে পারিবেন। সেই মুখ কেবল যে বাহ্যিক আকারেই মুখের মত এরূপ নহে ; আমি এই মুখে খাদ্য গ্রহণ করিতে পারি, আশ্রয় করিতে পারি, এবং কথাও কহিতে পারি ; আমার কর্ণও শ্রবণ-শক্তিহীন নহে। আমার দৃষ্টি-শক্তি অক্ষুণ্ণ আছে ; সুতরাং বৃদ্ধ যে সত্যই আমার ধন্যবাদের পাত্র—এ বিষয়ে সন্দেহের কি কারণ থাকিতে পারে ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না ; তাহার নিকট সত্যই তোমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত।”

লায়নেল বলিল, “আমি প্রায় তিনমাস রোগ শয্যায় পড়িয়া ছিলাম। জুলাই মাস হইতে বৎসরের শেষ পর্য্যন্ত আমি উত্থান-শক্তিরহিত ছিলাম ; সকল বিষয়েই আমাকে কাউন্ট ফেরারার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিতে হইয়াছিল। আমাকে তাঁহার হাতের খেলার পুতুলের মত পরিচালিত হইতে হইয়াছিল ! তিনি মাসের পর মাস ধরিয়া আমার দেহের সংস্কার করিতেছিলেন ; তাঁহার কন্দি অল্পসারে চিকিৎসা চালাইতেছিলেন। অবশেষে, যখন

আমি জানিতে পারিলাম—তিনি আমার অস্তিত্ব গোপন করিয়াছেন, আমার সম্বন্ধে কোন কথা কাহাকেও জানিতে দেন নাই, তখন আমার বিশ্বাসের সীমা রহিল না। আমার পিতা মাতার নিকট আমার বিপদের সংবাদ জানাইবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম ; তাঁহাকে বলিলাম, আমি জীবিত আছি ও ক্রমশঃ সুস্থ হইতেছি—এ সংবাদ জানিতে পারিলে আমার পিতা মাতা কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, কাউন্ট ফেরারা তোমার এই অনুরোধ অগ্রাহ্য করিয়াছিল ?”

লায়নেল বলিল, “আমার অনুরোধ শুনিয়া তিনি কয়েকখানি ইংরাজি ‘দৈনিক’ আমাকে দেখিতে দিলেন। সেই দৈনিকগুলি পাঠ করিয়া জানিতে পারিলাম—আমার নিকৃদ্ধিষ্ট ধ-পোতের অন্তরঙ্গান চলিতেছিল, এবং অনেকের ধারণা হইয়াছিল আমি ভূমধ্যসাগরে নিক্ষিপ্ত হইয়া ডুবিয়া মরিয়াছি, বা কোন পাহাড়ে পড়িয়া চূর্ণ হইয়াছি! আমি প্রাণত্যাগ করিয়াছি জনসাধারণের এইরূপ বিশ্বাস হওয়ায় কাউন্ট ফেরারা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তিনি বুঝিতে পারিলেন—তিনি নির্ভয়ে আমার দেহ লইয়া ইচ্ছানুরূপ পরীক্ষা চালাইতে পারিবেন ; কেহই তাঁহার সঙ্কল্পে বাধা দিবে না। তাহার আশঙ্কা হইয়াছিল—আমি আমার পিতা মাতার নিকট সংবাদ পাঠাইলে তাঁহার এখানে আসিয়া পড়িবেন, এবং আমাকে দেশে লইয়া যাইবেন।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, তাঁহার। তোমার উদ্ধারের ব্যবস্থা করিতেন ; তোমাকে উহার কাছে ফেলিয়া রাখিতে সম্মত হইতেন না।”

লায়নেল বলিল, “কিন্তু আমি বৃদ্ধ কাউন্টের প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করিতে পারি না। তিনি আমার জীবন রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন ; তাহার অন্তঃকরণেই আমি জীবিত আছি। আমি স্বীকার করি—তিনি আমার মুখের আকার এরূপ বিকীর্ণ করিয়াছেন যে, জনসমাজে মুখ দেখাইতে আমার লজ্জা হইবে ; কিন্তু আমার মুখ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, অন্য কোন ভিত্তিকৎসক এভাবে মুখের সংস্কার করিতে পারিত, ইহা আমি বিশ্বাস

করিতে পারি না। তিনি আমার সহিত সরল ব্যবহার না করিলেও আপনারা তাঁহাকে শাস্তি দিবেন না, ইহাই আমার অনুরোধ। তিনি অপরাধী নহেন, নরপশুও নহেন। তাঁহার একমাত্র দোষ—তাঁহার অহংজ্ঞান অত্যন্ত অধিক। আমার বিশ্বাস, তাঁহার মস্তিষ্কের অপ্রকৃতিস্থতাই ইহার কারণ। তিনি দম্ভভরে বলিয়াছেন—অস্ত্র-চিকিৎসায় তাঁহার সমকক্ষ চিকিৎসক পৃথিবীতে আর একজনও নাই, এবং অন্য কোন চিকিৎসক আমার দেহে অস্ত্রোপচার করিলে সেই অস্ত্রের আঘাতেই আমার মৃত্যু হইত।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হয় ত তাহার চিকিৎসার সাহায্যেই তুমি এষাত্র পাঁচিয়া গিয়াছ; কিন্তু এজন্ত তোমাকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এখানে কয়েদ করিয়া রাখিবার অধিকার তাহার আছে কি? আর সত্যই যদি তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াই বা কল কি? তাহার বিশ্বাস, সে তোমার উপকারই করিতেছে এবং তোমার দেহে অস্ত্রোপচারে তাহার অধিকার আছে; কারণ তুমি তাহার চিকিৎসাধীন রোগী। যদি তোমার মৃত্যু হয়—তাহা হইলে সে জন্ত তাহাকে কাহারও নিকট কৈফিয়ৎ দিতে হইবে না, ইহা জানিয়া সে নিশ্চিন্ত হইয়াছে; কিন্তু তুমি বলিতেছিলে—তাহার হাতের কাষ এখনও শেষ হয় নাই।—সে আর কি করিবে শুনিয়াছ কি?”

লায়নেল বলিল, “পরমেশ্বর জানেন। তিনি সে দিন বলিতেছিলেন আমার চেহারার কোন খুঁত রাখিবেন না! খাদ্য নাক পাণির মত করিবেন। কারা-কক্ষ হইতে আমার বাহির হইবার উপায় ছিল না, কেবল একটি দিনমাত্র সেই অধিকার লাভ করিয়াছিলাম। সে দিন আমি গোপনে একখানি কাগজে আমার কারাবাসের সংবাদটি লিখিয়া, সেই কাগজখানি একটি বোতলে পুরিয়াছিলাম পরে বোতলটি জানালা দিয়া পাহাড়ের নীচে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। সেই বোতল জানালার বাহিরের ধারীতে বাধিয়াছিল, কি গড়াইয়া নীচে পড়িয়াছিল, তাহা জানিতে পারি নাই। বাহা হউক, আমার সম্বন্ধে ত অনেক কথাই বলিলাম; আপনারা কিরূপে এখানে আসিলেন—তাহাই এখন

অনিতে চাই। আপনি বলিয়াছেন বটে আপনারা পাহাড়ের গা বহিয়া উঠিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এই অসম্ভব কথা কি আমাকে বিশ্বাস করিতে বলেন?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বাহা! অগ্নের অসাধ্য, মিঃ ওয়াল্ডোর তাহা অসাধ্য নহে; উনিই পাহাড়ের গা বহিয়া উঠিয়াছিলেন, এবং আমাকে ও স্থিথকেও দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া তুলিয়াছিলেন। মিঃ ওয়াল্ডো কিরূপ অসাধারণ বলবান পুরুষ—তাহা তোমার ধারণা করিবার শক্তি নাই।”

লায়নেল বলিল, “এই জন্তই আমি আপনার কথা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না। আমি কোন দিন দুর্গ-প্রাচীরের বাহিরে দৃষ্টিপাতের সুযোগ পাই নাই; কিন্তু কাউন্ট ফেরার সর্বদাই বলিতেন—এই পাহাড় অত্যন্ত দুরারোহ, ইহা গা বহিয়া কেহই এই দুর্গপ্রান্তে আসিতে পারে না। এখানে যাতায়াতের একটি মাত্র উপায় আছে; দুর্গ হইতে একটি কাঠের দোল। রজ্জুর সাহায্যে পাহাড়ের নীচে নামাইয়া দেওয়া হয়। আমার বিশ্বাস, সেই দোলাতেই কাউন্টের সাপ্তাহিক খাদ্য ও ব্যবহার্য দ্রব্য দুর্গে আনীত হয়। মূল্যাদি টাকা সেই দোলার সাহায্যেই নিম্নে প্রেরিত হয়। কাউন্ট কোন দিন দোলায় চাপিয়া নীচে নামিয়াছেন কি না তাহা আমার অজ্ঞাত।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “দোলায় চাপিয়া কেহ কখন কাউন্টের সঙ্গে দেখা করিতে আসে?”

লায়নেল বলিল, “বোধ হয় না; আমি ত কাহাকেও আসিতে দেখি নাই। এ সকল নিষ্ফল আলোচনা নিশ্চয়োজন।—আমার মা বাবা কেমন আছেন বলুন। আমি জীবিত আছি। এসংবাদ তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন কি? তাঁহারা কি আপনারদের সঙ্গে কাষ্টিলো গ্রামে আসিয়াছেন?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “না; তাঁহারা এদেশে আসিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে ইংল্যাণ্ডে রাখিয়া আসাই সম্ভব মনে করিয়াছিলাম। তোমার সম্বন্ধে কোন খাতি সংবাদ জানিতে পারিলে, তাঁহাদিগকে টেলিগ্রাম করিব বলিয়া আসিয়াছি।”

লায়নেল বলিল, “তাহারা আমাকে কি ভাবে গ্রহণ করিবেন তাহা বুঝিতে পারিতেছি না। আমার মা জানেন—আমি মরিয়া গিয়াছি; স্বতরাং আমি জীবিত আছি—এসংবাদে তিনি বোধ হয় অত্যন্ত বিস্মিত হইবেন। দেশে ফিরিবার সময় আমি কি কোন প্রকার মুখোশ ব্যবহার করিব? অথবা আমার মুখ ব্যাণ্ডেজ দিয়া বাঁধিয়া রাখা সঙ্গত হইবে?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমার ত তাহাই মনে হয়।”

লায়নেল বলিল, “ইংল্যান্ডের ডাক্তারেরা কি আমার কোন উপকার করিতে পারিবে না? তাহারা আমার মুখজীর একটু উন্নতি করিতেও পারে। কিন্তু আমাকে যে কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে তাহার পর আমার মুখে পুনর্বার অস্ত্রোপচার করিতে আমার সাহস হয় না; এরূপ চিকিৎসা আমার দুঃসহ। কিন্তু এ মুখ আমার পিতা মাতাকে কি করিয়া দেখাইব? আমার মুখ দেখিয়া তাহারা আমাকে চিনিতে পারিবেন—ইহা আশা করিতে পারিতেছি না। পিতা মাতা নিজের পুত্রকে চিনিতে পারিবেন না—ইহা অপেক্ষা অধিকতর ক্লোভের বিষয় আর কি হইতে পারে?”

মিঃ ব্লেক গম্ভীর ভাবে বলিলেন, “তোমার কথা সত্য বটে, কিন্তু যদি তাহারা পূর্বে এসংবাদ জানিতে পারেন তাহা হইলে তোমার বিরূত মুখ দেখিয়া তাহারা অধিক বিস্মিত হইবেন—এরূপ মনে হয় না।”

লায়নেল বলিল, “এ অবস্থায় আপনিই প্রথমে তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া সকল কথা তাহাদের নিকট প্রকাশ করিলে ভাল হয়। কি কারণে আমার মুখ বিরূত হইয়াছে এবং আমাকে চিনিবার কোন উপায় নাই তাহাও তাহাদের জানাইবেন। আপনার নিকট সকল কথা শুনিলে আমাকে দেখিয়া তাহারা মৰ্ম্মাহত বা বিস্মিত হইবেন না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার প্রকৃত অবস্থার কথা তাহাদিগকে বুঝাইবার জন্য আমার যাহা বলা উচিত তাহা বলিবে; সে জন্য তুমি চিন্তিত হইও না। —আর একটা সিগারেট চাও কি?”

মিঃ ব্লেক সিগারেটের বাস্কেট লায়নেলের সম্মুখে ধরিলে, সে আর একটি

সিগারেট তুলিয়া লইল; সেই সময় মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার হাতের দিকে চাহিলেন; তাহার আঙ্গুলগুলি বাঁকা, এবং করতলে একটি ক্ষতচিহ্ন দেখিতে পাইলেন।

লায়নেল তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, “আপনি আমার হাত দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন মিঃ ব্লেক! হাতের এই ক্ষতচিহ্নগুলি আমার জীবনের সঙ্গী।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সেই দুর্ঘটনায় তোমার করতলও কি ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল?”

লায়নেল বলিল, “না, উহা কাউন্টের কীর্ডি! তিনি আমার করতল হইতে খানিক চামড়া কাটিয়া লইয়াছিলেন, আঙ্গুলের ডগাও ছুরী দিয়া কুরিয়া লইয়াছিলেন। তাহা আমার কানে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল।”

মিঃ ব্লেক সহানুভূতি ভরে বলিলেন, “উঃ, কি ভয়ানক যন্ত্রণাই তুমি পাইয়াছিলে!”—তিনি উঠিয়া ওয়াল্ডোর মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, তাহার পর মুহূর্ত্তে তাহাকে বলিলেন, “তুমি লায়নেলের শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিয়া কাউন্টকে এখানে লইয়া আসিবে কি? সে আমাদের ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছে, স্বযোগ পাইলেই আমাদের অনিষ্টের চেষ্টা করিতে পারে; সুতরাং তাহার বাঁধন খুলিয়া দেওয়া সঙ্গত হইবে না। তাহাকে রজ্জ্ববদ্ধ অবস্থাতেই এখানে লইয়া এস।”

ওয়াল্ডো বলিল, “হাঁ, তাহাকে মুক্তিদান করিলে সে আমাদের বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবে। আমরা তাহার কয়েদীকে তাহার কবল হইতে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইব, ইহা তাহার সহ্য হইবে না; সুতরাং স্বযোগ পাইলেই সে একটা ফ্যাসাদ বাধাইবে।”

ওয়াল্ডো রুদ্ধদ্বারের নিকট উপস্থিত হইয়া দ্বার খুলিয়া ফেলিল। কয়েক মিনিট পরে সে কাউন্ট ফেরারাকে উভয় হস্তে বুলাইয়া-লইয়া মিঃ ব্লেকের সম্মুখে আসিল। ওয়াল্ডো তাহার ইঙ্গিতে কাউন্ট ফেরারাকে মেঝের উপর নামাইয়া দিলে কাউন্ট সেই কক্ষের দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া

রিহিল। তাহার হস্তপদ দৃঢ়রূপে রজ্জ্ববদ্ধ থাকায় তাহার তখন নড়িবার শক্তি ছিল না।

লায়নেল বৃদ্ধের দুর্দশা দেখিয়া ব্লেককে বলিল, “মিঃ ব্লেক, আপনি দয়া করিয়া কাউন্টের বন্ধন মোচন করুন। আমার বিশ্বাস, উনি আর আপনাদিগকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিবেন না। উনি বৃদ্ধ, একক, অসহায়, এবং দুর্বল, আপনাদের তিনজনকে উনি বিপদে ফেলিবেন—ইহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আপনারা সাহসী ও বলবান; ঐক্লপ দুর্বল বৃদ্ধের ভয়ে বিচলিত হওয়া আপনাদের পক্ষে অত্যন্ত অশোভন।”

কাউন্ট ফেরারা লায়নেলের কথা শুনিয়া সদর্পে বলিল, “আমার জ্ঞাত্য তুমি ব্যাকুল হইও না বন্ধু! উহাদের যাহা সাধা, করুক। (let them do their worst with me) আমার কায শেষ হইয়াছে তাহা কি আমি বুঝিতে পারি নাই? লায়নেলের মুখ নিখুঁত করিবার জ্ঞাত্য এখনও অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন আছে, কিন্তু আর তাহা করিতে পাইব না। আমার হাতের কায অসম্পূর্ণ রহিয়া যাইবে—ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় হইলেও আমি নিরুপায়! কিন্তু এজ্ঞাত্য আমি আক্ষেপ করিব না, কারণ প্রধান পরীক্ষায় আমি কৃতকায্য হইয়াছি।”

বৃদ্ধ কাউন্টের উৎসাহ ও উত্তম সকলই তখন অন্তর্হিত হইয়াছিল। লায়নেলের সহিত মিঃ ব্লেকের যে সকল কথা হইয়াছিল, রুদ্ধ-কণ্ঠে আবদ্ধ থাকিলেও সে তাহার অধিকাংশই শুনিতে পাইয়াছিল, এবং সে বুঝিতে পারিয়াছিল—আগন্তুকেরা লায়নেলকে সঙ্গে না লইয়া তাহার দুর্গ ত্যাগ করিবে না।

লায়নেল ব্রেট পুনর্বার বলিল, “মিঃ ব্লেক, এই অসহায় দুর্বল বৃদ্ধের বন্ধন মোচন করুন।”

স্মিত লায়নেলের অনুরোধ শুনিয়া কাউন্ট ফেরারার বন্ধন-মোচনের জ্ঞাত্য তাহার দিকে অগ্রসর হইল; তাহা দেখিয়া মিঃ ব্লেক হাত তুলিয়া তাহার দিকে ইঙ্গিতে নিষেধ করিলেন এবং অশ্রুচক্ষুরে বলিলেন, “এত ব্যস্ত হইবার

প্রয়োজন নাই স্থিথ! বৃদ্ধ কাউন্টের আর কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই।”

কাউন্ট ফেরারা বিজ্ঞপের স্বরে বলিল, “ওহে বীরপুরুষ! আমাকে মুক্তিদান করিতে তোমাদের ভয় হইতেছে? আমার মত দুর্বল, অসহায় বৃদ্ধকে তোমাদের এত ভয়! উঃ, ধন্য তোমাদের সাহস, ধন্য তোমাদের বীরত্ব! তোমাদের ধারণা, আমি ক্ষিপ্ত হইয়াছি; বেশ, তোমাদের বাহা ইচ্ছা ভাবিতে পার। তোমাদের মতামত আমি গ্রাহ্য করি না; আমি যদি সত্যই পাগল হইতাম তাহা হইলে কি আমার চিকিৎসায় এই যুবকের জীবন রক্ষা হইত? তোমরা এখানে আসিয়া কি উহাকে জীবিত দেখিতে পাইতে? এরোপ্লেন হইতে পতনের সঙ্গে সঙ্গে কি উহার মৃত্যু হইত না? সেই সময় উহার কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা তোমরা দেখিতে পাও নাই; যদি দেখিতে পাইতে, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতে আমি অসাধ্যসাধন করিয়াছিলাম; আমি বাহা করিয়াছিলাম তাহা অল্প মনুষ্যের সাধ্যাতীত। আমি উহার জীবন রক্ষায় কৃতকার্য হইয়াছি—ইহাই আমার পরিশ্রমের যথাযোগ্য পুরস্কার। আজ আমি জয়ী।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “শোন কাউন্ট ফেরারা, তুমি বাহা করিয়াছ—তাহা তোমার কার্যদক্ষতার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন; কিন্তু এজন্য তুমি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র কি না সন্দেহের বিষয়।”

মিঃ ব্লেকের এই কথা শুনিয়া স্থিথ অসন্তুষ্ট ভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিল; এমন কি, ওয়াল্ডোও তাঁহার দিকে চাহিয়া ক্র কুঞ্চিত করিল। কাউন্ট ফেরারা কঠোর স্বরে বলিল, “তোমার ধন্যবাদে কি আমি কৃতার্থ হইব মনে করিয়াছ? উহা তোমার নিজের জন্যই রাখিয়া দাও কাপুরুষ।”

মিঃ ব্লেক অস্বাভাবিক গভীর হইয়া বলিলেন, “লায়নেল ব্রেট, তোমার জন্য আমরা যে শ্রম স্বীকার করিয়াছি তাহা সকল হইয়াছে কি না সন্দেহ; তুমি যে সকল কথা বলিয়া আমার সহানুভূতি লাভের চেষ্টা করিয়াছ, তাহা শুনিয়া আমার হৃদয় বিচলিত হইলেও তোমার গল্পে দুই একটি সাংঘাতিক

গলদ আছে (there are one or two fatal flaws) ইহা অস্বীকার করিতে পারি না ।”

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া লায়নেলের চক্ষুতে উদ্বেগ ও আতঙ্ক পরিস্ফুট হইল ; সে উদ্ধত স্বরে বলিল, “আপনার এ কথার অর্থ কি ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ, অতঃপর আমাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য তোমার আগ্রহ হইতে পারে ; এ জন্য আমি সতর্কতা অবলম্বন অপরিহার্য্য মনে করি ; তাহার একটিমাত্র উপায় বর্তমান ।”

তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া লায়নেল ব্রেটের উভয় হস্তে হাতকড়ি আঁটিয়া দিলেন । লায়নেল স্তম্ভিত ভাবে তাহার উভয় প্রকোষ্ঠের হাতকড়ির দিকে চাহিয়া রহিল ।

সপ্তম অধ্যায়

ব্লেকের কৈফিয়ৎ

শ্মিঃ ব্লেকের ব্যবহারে শ্মিথ ও ওয়াল্ডো উভয়েই স্তম্ভিত হইল।

শ্মিথ জড়িত স্বরে বলিল, “আপনার এরূপ ব্যবহারের কারণ কি কণ্ঠা?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “কারণ, ইহারা উভয়েই ভয়ঙ্কর প্রতারক।”

ওয়াল্ডো সবিস্ময়ে বলিল, “যাঃ বাপের বাড়ী গেল!—মিঃ ব্লেক, আপনি মানুষকে হঠাৎ আকাশে তুলিতে পারেন।”

মিঃ ব্লেক হাসিয়া বলিলেন, “কিন্তু উহারাই সে কায়ে আমার অপেক্ষা অনেক অধিক দক্ষ; কাউন্ট ফেরারা ও ‘ব্রেট’ উভয়েই সমান ভণ্ড! লর্ড ও লেডি গেনথর্ণের সৌভাগ্য যে, অতঃপর আর তাঁহাদের প্রতারিত হইবার আশঙ্কা নাই।”

শ্মিথ বলিল, “তাঁহাদের প্রতারিত হইবার আশঙ্কা ছিল না কি?”

ওয়াল্ডো বলিল, “এত কষ্ট কয়িয়া এখানে আসিলাম কি একজোড়া ধাঙ্গাবাজ প্রবঞ্চকের কবলে পড়িয়া প্রতারিত হইতে?—এ কিরূপ ভণ্ডামী মিঃ ব্লেক!”

‘লায়নেল ব্রেট’ বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়া যে ব্যক্তি মিঃ ব্লেকের সহিত আলাপ করিতেছিল সে শুকস্বরে বলিল, “মিঃ ব্লেক, আপনি কি আমার সঙ্গে পরিহাস করিতেছেন? আপনি আমার হাতে হাতকড়ি দিলেন কেন? আপনার অভিপ্রায় কি? আপনার এত সাহস! আমি ত আপনাকে সরল ভাবে সকল কথাই বলিয়াছি। আপনি কি আমার আত্মকাহিনী শুনিয়া—”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি আমাকে যে আত্মকাহিনী শুনাইয়াছ, তাহা একটি কাল্পনিক উপকথা মাত্র; তাহাতে গল্প সাজাইবার কৌশল আছে, কিন্তু সত্যের সহিত তাহার সম্বন্ধ নাই। মিঃ লুই জি ব্রে নামক আমেরিকানটিকে

তোমার ‘মাস্তুতো ভাই’ বলিয়াই সন্দেহ হইতেছে!—আমার এই অনুমান সত্য নহে কি?”

গিরি-চূড়ার বন্দী বলিল, “মাস্তুতো ভাই!”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, ‘চোরে চোরে মাস্তুতো ভাই’; সমব্যবসায়ী কি না!”

মিঃ ব্লেকের কথা শুনিয়া কয়েদী হঠাৎ চমকিয়া উঠিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে সেই ভাব গোপন করিয়া বলিল, “ব্রে?—আমি কোন দিন তাহার নামও শুনি নাই!”

মিঃ ব্লেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “কখন শোন নাই? কিন্তু আমার ধারণা, তাহার সঙ্গে তোমার বিলক্ষণ জানাশুনা আছে। তুমি লোভে পড়িয়া লর্ড গেনথর্ণের ছেলে সাজিবার চেষ্টা করিতেছিলে,—কিন্তু তুমি যে কত বড় ভুল করিয়া বসিয়াছ তাহা কি বুঝিতে পার নাই? মিঃ ব্রে তোমার সাহায্য-কামনায় আমার নিকট গিয়া অত্যন্ত অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিল। কারণ তোমার করতলে যে শুষ্ক ক্ষত-চিহ্ন আছে—উহার ইতিহাস যে অল্প কয়েকজনের সুবিদিত, আমি তাহাদের অন্যতম। যদি সেই কাহিনী আমার জানা না থাকিত, তাহা হইলে আমাকে প্রতারণিত করা তোমাদের পক্ষে কঠিন হইত না বটে।”

জাল ব্রেট বিচলিত ভাবে নিজের করতলে দৃষ্টিপাত করিল। তাহার পর জড়িত স্বরে বলিল, “আ—আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিলাম না।”

মিঃ ব্লেক শুষ্ক স্বরে বলিলেন, “এখনও ন্যাকামী করিয়া অপরাধ গোপনের চেষ্টা? যদি হঠাৎ তোমার হাতের ঐ ক্ষত-চিহ্ন দেখিতে না পাইতাম, তাহা হইলে আমার চোখে ধূলা দেওয়া হয় ত তোমার অসাধ্য হইত না, কারণ তোমার গল্পটি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ ছিল; এই জন্যই তোমার ধারণা হইয়াছিল আমি তোমার চাতুর্য্যজাল ভেদ করিতে পারিব না।”

জাল ব্রেট উত্তেজিত স্বরে বলিল, “কিন্তু আমি সত্য কথাই বলিয়াছি।”

আপনি পাগলের মত এই সকল অসংলগ্ন কথা কেন বলিতেছেন? আপনি কি বলিতে চাহেন—আমি লর্ড গেনথর্ণের পুত্র মাননীয় লায়নেল ব্রেট নহি? আমি অন্য লোক?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “বলিতে চাহি কি? আমি ত স্পষ্টই বলিলাম—তুমি জাল ব্রেট! তোমার প্রকৃত নাম হাওয়ার্ড ষ্ট্যান্টন। কিন্তু যুরোপের সকল দেশের পুলিশের নিকট ‘তুমি মণ্টিকালোঁ ষ্ট্যান্টন’ নাম পরিচিত।”

জাল ব্রেটের চক্ষুতে যে আতঙ্ক পরিস্ফুট হইল, তাহাই মিঃ ব্লেকের উক্তির যাথার্থ সপ্রমাণ করিল।

ওয়াল্ডো বলিল, “আমার গলায় দড়ি—(I am hanged) যদি আমি আপনার কোনও কথা বুঝিতে পারিয়া থাকি মিঃ ব্লেক! আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি?”

মিঃ ব্লেক ওয়াল্ডোর কথায় কণপাত না করিয়া জাল ব্রেটকে বলিলেন, “হাঁ, তোমার প্রকৃত নাম হাওয়ার্ড ষ্ট্যান্টনই বটে। তোমার করতলের ঐ ক্ষত চিহ্নের ইতিহাস আমার অজ্ঞাত নহে—এ কথা পূর্বেই তোমাকে বলিয়াছি। সাত বৎসর পূর্বে ভিয়েনার কোন হোটেলের একটি কক্ষে মারামারি করিবার সময় তুমি করতলে ছুরীর যে আঘাত পাইয়াছিলে—উহা তাহারই স্বত্বচিহ্ন!”

ছদ্মনামধারী ষ্ট্যান্টন শুভিত স্বরে বলিল, “তুমি ত সোজা লোক নও হে! সে সংবাদও তোমার জানা আছে?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, সেই মারামারি-সংক্রান্ত সকল সংবাদই আমার সুবিদিত। একটি যুবতীর সহিত -তোমার বিবাদ হইয়াছিল। সেই জীলোকটির স্বভাব ছিল বাধিনীর মত! সেই উদ্ধতা নারী তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিতে করিতে টেবিল হইতে একখান ছুরী তুলিয়া লইয়া তাহা তোমার গলায় বিধাইতে উদ্ভত হইয়াছিল; কিন্তু তুমি দুই হাত তুলিয়া বাধা দেওয়ায় তাহার চেষ্টা সফল হয় নাই। এই ভাবে বাধা দেওয়ায় তোমার গলা বাঁচিল বটে, কিন্তু সেই ছুরীর আঘাতে—”

ষ্ট্যান্টন মি: ব্লেকের কথায় বাধা দিয়া বলিল, “খামো! আমি বুঝিয়াছি তোমার কথা অস্বীকার করিয়া ফল নাই। তুমি আমাকে ঠিক পাকড়াইয়াছ ব্লেক! (you’ve got me right, Blake!) তোমার গলায় দড়ি! এসকল কথা কিরূপে তুমি জানিতে পারিলে?”

মি: ব্লেক বলিলেন, “তুমি খুব চতুর লোক ষ্ট্যান্টন! কিন্তু তুমি আমাকে তোমার করতল দেখাইয়াই ধরা পড়িয়া গিয়াছ; তুমি যে নামে আত্ম-পরিচয় দিয়াছ, সেই নামে পরিচিত হইবার জন্ত যতখানি যোগ্যতার প্রয়োজন, তাহারও তোমার অভাব ছিল না, কারণ তুমিও অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ করিয়াছিলে, এবং তুমি বহুকাল ধরিয়া সম্ভ্রান্ত সমাজে মিশিবার সুযোগ পাইয়াছিলে। সুতরাং তুমি সহজেই ‘মাননীয় লায়নেল ব্রেট’ বলিয়া সমাজে গৃহীত হইতে পারিতে: বিশেষতঃ, তুমি এই দুৱাকাজ্জ্বার বশীভূত হইয়া ব্রেট-বংশের সকল বিশেষত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলে।”

মি: ব্লেকের এই সকল কথা শুনিয়া ষ্ট্যান্টন ও কাউন্ট ফেরার। উভয়েই স্তম্ভিত হইল। স্মিথ ও ওয়ালডো হতবুদ্ধি হইয়া নির্বাক ভাবে সকল কথা শুনিতে লাগিল। তাহারা বিস্ফারিত নেত্রে পরস্পরের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ষ্ট্যান্টনের অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়া তাহারা বুঝিতে পারিল—মি: ব্লেক ধ্রুব ষ্ট্যান্টনের প্রকৃত পরিচয় জানিতে না পারিলে তাহাদিগকে নিঃসন্দেহে প্রতারণিত হইতে হইত, তাহারা তাহাকেই লর্ড গেনথর্পের নিরুদ্দিষ্ট পুত্র লায়নেল ব্রেট বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইত। তাহার ফল কিরূপ শোচনীয় হইত, তাহা বুঝিতে পারিয়া উভয়েই অত্যন্ত বিচলিত হইল।

মি: ব্লেক ষ্ট্যান্টনকে বলিলেন, “তিন চার বৎসর পূর্বে তুমি পুলিশের সঙ্গে বিরোধ করিয়া অত্যন্ত স্পর্ধা ও আত্মসম্মতির পরিচয় দিয়াছিলে। পুলিশ তোমার করতলের ফটো লইয়াছিল। আমি সেই ফটো পরীক্ষা করিয়া-ছিলাম, এবং তোমার করতলে যে সকল ক্ষত-চিহ্ন ছিল, সেই চিহ্নগুলির বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া আমার হৃদয় কৌতূহলে পূর্ণ হইয়াছিল। আজ তোমার করতলের ক্ষতচিহ্নগুলি দেখিয়া তোমার প্রকৃত পরিচয় আমার স্মরণ হইল;

স্বতরাং তোমার প্রতারণা ধরিতে পারিয়াছি বলিয়া। আমার অহঙ্কার করিবার কারণ নাই। ইহাতে আমার বিন্দুমাত্র বাহাদুরী নাই। তোমার হাতের ঐ ক্ষত চিহ্ন দেখিয়া উহা চিনিতে পারায় আমি এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলাম যে, তুমি মষ্টিকালোঁ ষ্ট্যান্টন, মাননীয় লায়নেল ব্রেট নহ। স্বতরাং তোমার আত্মকাহিনীটি যে আগাগোড়া কাল্পনিক গল্প—ইহা আমার বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই।”

ষ্ট্যান্টন ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, “তুমি ধূর্ত শয়তান !”

তাহার দীর্ঘকালের জোগাড়-বস্ত্র ও ষড়যন্ত্র এক মিনিটে ব্যর্থ হইল দেখিয়া ক্ষোভে দুঃখে ক্রোধে তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার আর একটা কথায় আমি তোমাকে সন্দেহ করিয়াছিলাম ষ্ট্যান্টন ! কথা বলিবার সময় সতর্কতার অভাবেই তুমি ধরা পড়িয়াছিলে। তুমি বলিয়াছিলে, বহুদিন তুমি ধূমপান করিতে পাও নাই, এবং তোমার মূর্খাক কাউন্ট ফেরারারও ধূমপানের অভ্যাস নাই ! কিন্তু তুমি তোমার ডান হাতের তর্জনীটির অবস্থা লক্ষ্য করিয়াছ কি ?”

সে আঙ্গুলের দিকে চাহিয়া আঙ্গুলের ডগায় তামাকের দাগ দেখিতে পাইল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “যাহারা সর্বদা ধূমপান করে তাহাদের আঙ্গুলে তামাকের ঐরূপ দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। আমার নিকট সিগারেট লইয়া যখন তুমি ধূমপান করিতে আরম্ভ করিলে তখন তোমার আগ্রহ লক্ষ্য করিয়াছিলাম। যাহারা দীর্ঘকাল ধূমপানে অনভ্যস্ত, তাহারা দীর্ঘকাল পরে ধূমপানের স্বযোগ পাইলেও ধূমপানের জ্ঞান ঐরূপ আগ্রহ প্রকাশ করে না। বহুদিন পরে প্রথম ধূমপান করিলে ধূমপায়ী ছুই একবার না কাশিয়া থাকিতে পারে না ; ধূম গলাধঃকরণ করিবার সময় তাহাকে কাশিতে হইবেই ; কিন্তু দীর্ঘকাল পরে ধূমপান করিয়া তুমি একবারও কাশিলে না ! তাহা দেখিয়া বুঝিলাম তুমি ধূমপানে অনভ্যস্ত নহ। বিষয়টি সামান্য বটে, কিন্তু এইরূপ সামান্য বিষয়েই অনেক সময় মিথ্যা কথা ধরা পড়ে।”

ষ্ট্যান্টন পুনর্ব্বার ক্ষীণস্বরে বলিল, “তুমি ধূর্ত শয়তান !”

ওয়াল্ডো বলল, “কিন্তু উহার কথা আগাগোড়া মিথ্যা হইলে উহার মুখ বিকৃত হইবার কারণ কি ?—এই ধূর্ত প্রতারণা বলিয়াছিল—এরোপ্নেন হইতে ছিটকাইয়া পড়িয়া উহার মুখ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এই দুর্গে উহার মুখে অস্ত্রোপচার হইয়াছিল একথা সত্য নহে । কাউন্ট ফেরারা এক সময় অস্ত্র-চিকিৎসায় দক্ষতা লাভ করিয়াছিল—ইহা আমি অবিশ্বাস করি না ; কিন্তু আমার সন্দেহ, কাউন্ট ফেরারা বহু বৎসর ধরিয়া নানাপ্রকার অপরাধজনক কার্যে উহার সহযোগিতা লাভ করিয়াছিল । ফেরারার ইংরাজী উচ্চারণে আমেরিকানদের মত কথার টান আছে—তাহা কি তুমি লক্ষ্য কর নাই ?”

কাউন্ট ফেরারা উত্তেজিত স্বরে বলিল, “আমি তাহা লুকাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও কৃতকাৰ্য্য হইতে পারি নাই ? কি বিড়ম্বনা ! গোয়েন্দা ব্লেক, সত্যই তুমি ধূর্ত শয়তান !

মিঃ ব্লেক তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, “বৎসরাদিক পূর্বে ষ্ট্যান্টন তাহার বাসস্থান হইতে অদৃশ্য হইয়াছিল । বহুবৎসর ধরিয়া পাক। চোর বলিয়া সমগ্র যুরোপে সে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল । তাহাব পর ষ্ট্যান্টন নিরুদ্দেশ হইয়াছিল । গত আগষ্ট মাসে দক্ষিণ ফ্রান্সে যে ভীষণ রেশ-দুর্ঘটনায় বহু যাত্রীকে আহত ও নিহত হইতে হইয়াছিল, তাহাদের দলে থাকায় ষ্ট্যান্টনও আহত হইয়াছিল।—এসংবাদ সাধারণের অজ্ঞাত থাকিলেও স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের সুবিদিত ছিল । তাহার পর ষ্ট্যানটন কোথায় কি ভাবে কালদাপন করিতেছিল তাহা অনুমান করা কঠিন নহে ।”

ষ্ট্যান্টন ব্লেকের কথা শুনিয়া কঠোর স্বরে বলিল, “তুমি চুলোয় বাও ব্লেক ! ইহা, তাহার পর আমি কোথায় কি ভাবে কালদাপন করিয়াছি—তাহা অনুমান করা কঠিন নহে । আমি চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়িয়া রহিলাম ; কিন্তু আমার মুখও ভাঙ্গিয়া বিকৃত হইয়াছিল—একথা মিথ্যা নহে । আমার মুখের অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছিল ; তাহার পর ইহা পুনর্গঠিত হইয়াছে । (it was

nearly wiped away ; and it was re-built.) কিন্তু কাউন্ট ফেরারা দ্বারা নহে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সত্যই বাহা বাহা ঘটয়াছিল—তাহা বলিতে কি তোমার আপত্তি আছে? সে সকল কথা এখন আর গোপন করিয়া ত তোমার কোন লাভ নাই।”

ষ্টানটন বলিল, “না, তোমাদের নিকট তাহা প্রকাশ করিতে আমার আপত্তি নাই। গত ডিসেম্বর মাসে আমি অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া এই ফন্দীর কথা মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলাম। সেই সময় আমি একখানি সচিত্র পুরাতন মাসিক পত্রিকায় ত্রেটের এরোপ্লেনের ছবি দেখিতে পাইলাম। সে উড়িয়া ইণ্ডিয়ায় যাইবার সময় গগন-পথে কিরূপে অদৃশ্য হইয়াছিল তাহা আমার স্মরণ ছিল। অদৃশ্য হইবার পূর্বে টাইরলের উদ্ভে তাহার এরোপ্লেন শেষবার দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল—ইহাও আমি জানিতাম।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এরোপ্লেনে অনেকেই দেশ-দেশান্তরে যাতায়াত করিতেছে, ইহাতে কোন অসাধারণত্ব নাই; এ অবস্থায় ত্রেটের এরোপ্লেনেই তোমার মন আকৃষ্ট হইল কেন?”

ষ্টানটন বলিল, “কারণ কাষ্টিলো গিরিচূড়ার কথা আমার স্মরণ ছিল। আমি তখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারি নাই, হাতেও কোন কাষ ছিল না; এজন্য ঐ ফন্দীটাই আমার মাথায় গজাইয়া উঠিয়াছিল। আমি জানিতাম গিরি-চূড়ার দুর্গে অন্ধোন্নত কাউন্ট ফেরারা একাকী বাস করিত। আমি তাহাকে চিনিলাম। ত্রেটের এরোপ্লেন গিরি-চূড়ার সহিত সংঘর্ষে চূর্ণ হওয়ায় ত্রেটকে কাউন্ট ফেরারার দুর্গে নিক্ষিপ্ত হইতে হইয়াছিল—এই কাল্পনিক ঘটনার সহায়তায় কার্যোদ্ধারের সঙ্কল্প করিলাম। বুঝিলাম কাউন্ট ফেরারা আমাকে সাহায্য করিলে ভবিষ্যতে আমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে পারে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “অর্থাৎ লর্ড ও লেডি গেনথর্পকে প্রতারিত করিবার স্বযোগ হইতে পারে?”

ষ্টানটন বলিল, “যদি কথাটা ঐ ভাবে লইলে খুসী হও, তাহাতে আম র

আপত্তি নাই ; কিন্তু আমি আর এক রকম ভাবিয়াছিলাম । লর্ড গেনথর্ণ ও তাঁহার লেডি আমাকে তাঁহাদের নিরুদ্দিষ্ট পুত্ররূপে গ্রহণ করিলে পুত্রশোক বিন্ধুত হইবেন ; তাঁহাদের অন্ত কোন সন্তান নাই, সুতরাং নিরুদ্দিষ্টে লায়নেল ব্রেটের স্থান অধিকার করিলে আমিও সুখ শান্তিতে জীবন কাটাইতে পারিব । আমার মুখ বিকৃত হওয়ায় তাঁহারা আমাকে চিনিতে পারিবেন না, এবং কি কারণে আমার মুখ বিকৃত হইয়াছে তাহা শুনিলে তাঁহাদের সন্দেহেরও কারণ থাকিবে না । এই উদ্দেশ্যেই আমি বহুদূর অগ্রসর হইয়াছিলাম ; কিন্তু তুমি আমার সঙ্কল্প ব্যর্থ করিলে ! তাঁহাদেরও সুখ শান্তির সকল আশা শেষ মুহূর্ত্তে বিফল করিলে, তোমাকে শত ধিক্ গোয়েন্দা ব্লেক !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি আশা করিয়াছিলে লর্ড গেনথর্ণের মৃত্যুর পর তুমিই তাঁহার সম্পত্তি ও খেতাবের উত্তরাধিকারী হইবে ?”

ষ্ট্যানটন বলিল, “সন্দেহ কি ? কেবল খেতাব হইলে আমি তাহার লোভ করিতাম না ; কিন্তু গেনথর্ণের জমীদারীর আয় বার্ষিক দশ লক্ষ পাউণ্ড । তুমি আমার কি ক্ষতি করিলে তাহা বুঝিতে পারিয়াছ ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “সেজ্ঞা তুমিই দায়ী ; তুমিই ত আমাকে এই ব্যাপারে জড়াইয়াছ ! আমি এখানে স্বেচ্ছায় আসি নাই ।”

ষ্ট্যানটন বলিল, “উহা হতভাগা ব্রের খেয়ালের ফল ! সেই মূর্থ তোমার সাহায্যপ্রার্থী হইয়াই এই বিভ্রাট ঘটাইয়াছে । সে আশা করিয়াছিল লায়নেল ব্রেটের উদ্ধারের ভার তুমি গ্রহণ করিলে কাহারও কোনরূপ সন্দেহের কারণ থাকিবে না ; এমন কি, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড পর্য্যন্ত নিরুদ্দিষ্ট লায়নেল ব্রেটের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবে । কারণ সকলেই জানে—তোমাকে কেহ প্রতারণিত করিতে পারে না । যদি তুমি আমার হাতের ক্ষত-চিহ্নের প্রকৃত বিবরণ না জানিতে, তাহা হইলে কি আমার দীর্ঘকালের সকল বড়বন্দ এ ভাবে বিফল করিয়া আমার হাতে হাতকড়ি দিতে পারিতে ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “পরমেশ্বর আছেন, তিনি সর্বদর্শী, সর্বান্তর্যামী, এবং পূর্ণ পুণ্যের বিচারক—এ কথা না ভুলিলে তুমি তোমার এই দুর্দশার

জন্তু আমাকে দায়ী করিতে না। পরমেশ্বরের বিচার নিরপেক্ষ; তাঁহাকে কেহ প্রতারণিত করিতে পারে না।”

ষ্ট্যান্টন বলিল, “তুমি পাহাড় বহিয়া গিরিচূড়ায় উপস্থিত হইবে—ইহা আমাদের ধারণার অতীত। তোমরা গোপনে আসিয়া আমাদের বিস্ময়াভিভূত করিয়াছিলে। তোমাদের সহিত সাক্ষাতের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। আমরা আশা করিয়াছিলাম অন্য ভাবে নিরুদ্দিষ্ট এন্টের অনুসন্ধান আরম্ভ হইবে; কাউন্টের নিকট তোমরা প্রথমে পত্র লিখিবে।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমরা এখানে হঠাৎ আসিয়া পড়িয়া তোমাদিগকে সতর্কতাবলম্বনের সুযোগে বঞ্চিত করিয়াছি; তোমরা আত্মসমর্থনের বিন্দুমাত্র অবসর পাও নাই! কিন্তু একটা কথা এখনও জানিতে পারি নাই; এই ছুর্গ তোমরা কিরূপে দখল করিলে?”

কাউন্ট ফেরারা বলিল, “ইহা আমার সম্পত্তি।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এ সম্পত্তি কাহাকে ঠকাইয়া লইয়াছ শুনিতে পাই না?”

কাউন্ট বলিল, “আমি কাউন্ট নিকোলাস পাওলো ফেরারা—ইহা আমার পূর্বপুরুষের সম্পত্তি। ইতালীতে তাঁহাদের বংশগৌরব অতুলনীয়।”

ষ্ট্যান্টন বলিল, “এই সম্পত্তি উঁহার পূর্ব-পুরুষের। কাউন্টের সহিত প্রথমে তিনভিলে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। দ্বিতীয় বার পাম-বীচে উঁহার সহিত আমার সাক্ষাৎ। আমরা উভয়ে একত্র অনেক বৈষয়িক কাষকর্ষ করিয়াছি। উনি ইতালী দেশের একটি অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশের বংশধর; কিন্তু এরূপ লোকেরও কি শোচনীয় অধঃপতন!”

কাউন্ট গর্জন করিয়া বলিল, “তুই চূপ করিয়া থাক মুর্থ!”

ষ্ট্যান্টন বলিল, “কেন? আমার কথা কি সত্য নহে? আমি যখন ব্রেটের স্থলাভিষিক্ত হইবার সঙ্কল্প করি তখন ত তুমি নিউইয়র্কেই ছিলে! আমি পত্র লিখিলে তুমি ব্রেকে সঙ্গে লইয়া এখানে চলিয়া আসিলে।—তাহার পর আমাদের সকল পরামর্শ শেষ হইল ব্লেক! এই ছুর্গ বহুদিন বন্ধ ছিল। ফেরারার কাকা কিছুদিন পূর্বে নিঃসন্তান প্রাণত্যাগ করেন।

কেরারা উত্তরাধিকার-স্বত্বে ইহার মালিক হইল ; কাউন্ট এই দুর্গ বিক্রয়ের চেষ্টা করিয়াছিল ; কিন্তু কেহই ইহা ক্রয় করিল না । তখন কাউন্ট ব্রের সঙ্গে এখানে আসিয়া নানাপ্রকার বড়বস্ত্র আরম্ভ করিল । তাহার পর সে লওনে গিয়া কাউন্ট কেরারা সম্বন্ধে সে সকল কথা তোমাকে বলিয়াছিল তাহা তুমি জান ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি রেলের গাড়ীর সংঘর্ষে আহত হইয়া মুখ ভাঙ্গিয়া ফেলিলে, হঠাৎ লর্ডের সম্মান রূপে পরিগণিত হইবার আশা করিলে ! তোমার তখন জীবিকা-অর্জনের কোন উপায় ছিল না ; বিকৃত মুখ লইয়া ভক্তসমাজে মিশিবার চেষ্টা করিতেও তোমার সাহস হইল না ; অগত্যা পূরের ঐশ্বর্য্য ভোগের জন্য ব্যাকুল হইলে !”

ওয়াল্ডো বলিল “তাহা হইলে তিন জুয়াচোরে পরামর্শ করিয়া এই সকল কাণ্ড ঘটাইয়াছিল ? এত কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়া বৃথা আমরা এখানে আসিয়াছি ! আমরা জীবন বিপন্ন করিয়া, এমন কি, প্রাণ হাতে করিয়া এখানে আসিয়া—”

মিঃ ব্লেক তাহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন, “না ওয়াল্ডো, আমাদের শ্রম বিফল হয় নাই ; আজ রাত্রে আমরা যে কাষ করিয়াছি তাহার মূল্য অল্প নহে । কেরারা সম্বন্ধে আমেরিকানটান কথা শুনিয়া প্রথমে আমার একটু সন্দেহ হইয়াছিল ; আমি সতর্ক ছিলাম । তাহার পর কেরার মধ্যে চলিবার সময় সিগারেটের গোড়া পড়িয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম । তখন অবশ্য সন্দেহ ঘনীভূত হইলেও, শেষে ট্যান্টনের হাতে ক্ষত-চিহ্ন দেখিয়াই প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিলাম ।”

স্বিথ বলিল, “কিন্তু আমরা এখানে আসিয়া একটিশ বোতল বা ঐরূপ কোন জিনিস দেখিতে পাই নাই ! চিঠিখানা বোতলে পুরিয়া নীচে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল—ইহা কি সত্য ?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ওসব চালাকী মাত্র । চিঠিখানা জাল চিঠি ! ট্যান্টনের মত চতুর লোক লায়নেল ব্রেষ্টের হস্তাক্ষর সংগ্রহ করিয়া একখানা জাল চিঠি লিখিতে না পারিলে আর তাহার বাহাদুরী কি ?”

ষ্ট্যান্টন বলিল, “ব্রেটের এরোপ্লেন-বিলাটের প্রমাণ স্বরূপ আমরা এখানে একখান ভাঙ্গা এরোপ্লেন পর্য্যন্ত সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি ! যোগাড়-যন্ত্রের ক্রটি ছিল না; কিন্তু আমরা শেষ রক্ষা করিতে পারিলাম না !”—ষ্ট্যান্টন গভীর ক্ষোভে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “পূর্বেই ত বলিয়াছি—মানুষ সব পারে, কিন্তু পরমেশ্বরের চোখে ধূল দিতে পারে না।”

কাউন্ট ফেরারার হাত পা রজ্জ্ববদ্ধ থাকিলেও ওয়াল্ডো হঠাৎ তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইল। সে তাহার প্রতি মিঃ ব্লেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিল। কাউন্ট ফেরারার চোখ মুখের ভঙ্গি দেখিয়া তাঁহাদের ধারণা হইল—সে সেই কক্ষের দেওয়ালের কাছে বসিয়া মনে মনে কি একটা ভয়ঙ্কর ফন্দী আঁটিতেছিল !

তাঁহারা সতর্ক হইবার চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু তাঁহারা সেই স্থান হইতে সরিয়া যাইবার পূর্বেই কাউন্ট সেই দেওয়ালের এক স্থানে সবলে পিঠের ধাক্কা দিল ; মুহূর্ত্ত মধ্যে ‘চঃ’ করিয়া একটা শব্দ হইল। মিঃ ব্লেক, ওয়াল্ডো ও স্মিথ সেই কক্ষের মেঝের যে স্থানে দাঁড়াইয়া ছিলেন, মেঝের সেই দিকের অংশটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল ; তাহার পর তাহা কাত হইবামাত্র তাঁহারা তিনজনে অধোমুখে সবেগে নীচের দিকে নিক্ষিপ্ত হইলেন !

অষ্টম কণ্ঠ

ওয়ালডোর বাহাদুরী

তাহারা তিন জনেই গড়ানে মেঝে হইতে পিছলাইয়া মাথা গুজিয়া নীচে পড়িতে লাগিলেন। এই বিপদে মিঃ ব্লেককেও হতবুদ্ধি হইতে হইল।

কাউন্ট ফেরারার হস্তপদ আবদ্ধ ছিল; ট্যানটনও শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়াছিল। তাহারা দুইজনে সেইরূপ অসহায় অবস্থায় তাঁহাদের তিনজনকে বিপন্ন করিতে পারিবে—মিঃ ব্লেক ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কাউন্ট ফেরারা সেই কক্ষের প্রাচীরের কাছে বসিয়া কি কোণে সেই কক্ষের এক অংশের মেঝে ঢালু করিয়া তাঁহাদিগকে নীচে ফেলিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল—মিঃ ব্লেক তাহাও বুঝিতে পারেন নাই! সেই প্রস্তরনির্মিত মেঝের একাংশ যে নড়াইতে পারা যায় তাহাই বা তিনি কিরূপে জানিবেন? (How could he have known that a section of this stone-floor was movable?) কিন্তু সেই প্রাচীর দুর্গে শত শত বৎসর পূর্বে কোন্ অদৃশ্য বস্তুর সাহায্যে এইরূপ কোণলপূর্ণ কার্য্য-সম্পাদনের ব্যবস্থা করিয়া রাখা হইয়াছিল—তাহা কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না!

স্মিথের ধারণা হইল এবার তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য! কিন্তু কোনও কথা চিন্তা করিবার পূর্বেই সে পাষাণনির্মিত কঠিন মেঝের উপর নিক্ষিপ্ত হইল! উভয় বাহু মূলে ও জাহুতে আঘাত পাওয়ায় কয়েক মিনিট সে অসাড় ভাবে পড়িয়া রহিল; কিন্তু সে চেতনা লাভ করিয়াই অদরে মিঃ ব্লেকের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইল। তখন সে ধীরে ধীরে উঠিয়া-বসিয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করিল; কিন্তু নিবিড় অন্ধকারে চতুর্দিক আচ্ছন্ন থাকায় কিছুই দেখিতে পাইল না।

স্মিথ ক্ষীণ স্বরে বলিল, “কর্ত্তা, আপনি কোথায়?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তুমি ত জগম হও নাই স্মিথ! কে জানিত আমরা স্ঠান এ রকম সঙ্কটে পড়িব?”

মিঃ ব্লেক বিজলি-বাতি জালিয়া শ্মিথকে দেখিবার চেষ্টা করিলেন। সেই আলোকে তিনি শ্মিথকে ও ওয়াল্ডোকে অদূরে উপবিষ্ট দেখিলেন। তিনি ও শ্মিথ দেহের বিভিন্ন স্থানে আঘাত পাইলেও ওয়াল্ডোর দেহ সম্পূর্ণ অক্ষত ছিল। তাহার দেহ এরূপ স্বদৃঢ় যে, উচ্চ স্থান হইতে নীচে পড়িয়াও তাহাকে আহত হইতে হয় নাই! তাঁহারা এত সহজে মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিবেন, ইহা কেহই আশা করিতে পারেন নাই; এইজন্য কি কৌশলে তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা হইল তাহা জানিবার জন্য তাঁহাদের আগ্রহ প্রবল হইল।

বিজলি-বাতির আলোকে চতুর্দিক পরীক্ষা করিয়া তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, তাঁহারা একটি ক্ষুদ্র পাষাণময় কক্ষে নিষ্কিপ্ত হইয়াছেন। সেই কক্ষের মেঝের উপর দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন—কক্ষের ছাদটি তাঁহাদের মস্তকের এক ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত। (was only about a foot above their head) সুতরাং তাঁহারা যে স্থান হইতে এই কক্ষে নিষ্কিপ্ত হইয়াছিলেন তাহার উচ্চতা সাত আট ফিটের অধিক নহে। তাঁহারা কক্ষটি পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন তাহা একটি কারা-প্রকোষ্ঠ; এই প্রকোষ্ঠের কোন দিকে দ্বার ছিল না, কেবল বাহিরের দিকে গবাক্ষবৎ একটি বাতায়ন ছিল, তাহা কয়েকটি স্থূল লোহার গরাদে দ্বারা আবদ্ধ।

শ্মিথ চারি দিকে চাহিয়া হতাশভাবে বলিল, “এবার আর আমাদের উদ্ধার নাই কর্তা! আমরা উহাদিগকে হাতে পাইয়াছিলাম, তথাপি উহারা আমাদেরকে এ ভাবে ফাঁদে ফেলিবে—ইহা কি মুহূর্তের জন্য বুঝিতে পারিয়াছিলাম?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আমাদিগকে এই ভাবে কয়েদ করিয়া উহারা এই দুর্গ হইতে পলায়নের সঙ্কল্প করিয়াছে; আমার বিশ্বাস; উহারা অবিলম্বেই পলায়ন করিবে। যদি উহারা আমাদেরকে এই প্রকোষ্ঠে আবদ্ধ করিয়া দুর্গ ত্যাগ করে এবং আমাদের এই বিপদের সংবাদ কাহারও নিকট প্রকাশ না করে, তাহা হইলে—”

ওয়াল্ডো তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল, “তাহা হইলে আমাদের

দুঃখিত হইবার কারণ নাই। আমার বিশ্বাস, আপনার এই অল্পমান মিথ্যা নহে মিঃ ব্লেক ! উহারা মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং আমরা যাহাতে এখানে শুকাইয়া মরি তাহার সুব্যবস্থা করিয়া উভয়েই চম্পটদান করিবে, এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ। আহা, আমাদের ভবিষ্যৎ কি সমুজ্জল !”

মিঃ ব্লেক এই দুঃসময়ে ওয়াল্ডোর রসিকতায় অসন্তুষ্ট হইলেন ; কিন্তু তিনি কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে পূর্বোক্ত বাতায়নের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং গরাদের ফাঁক দিয়া মুখ বাড়াইয়া, বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখন আসন্ন উষার অক্ষুট আলোকে নিশাশেষের তরল অঙ্ককার অপসারিত হইয়াছিল।

মিঃ ব্লেক বাহিরে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া বলিলেন, “কি সর্বনাশ !”— তাহার মুখ মুহূর্ত্ত মধ্যে অস্বাভাবিক গম্ভীর হইল।

স্মিথ ব্যগ্র ভাবে বলিল, “কেন ? কি দেখিলেন কর্ত্তা !”

স্মিথ তৎক্ষণাৎ মিঃ ব্লেকের পশ্চাতে উপস্থিত হইল। ব্লেক সরিয়া দাড়াইয়া বলিলেন, “সম্মুখে চাহিয়া দেখিলেই আমাদের অবস্থাটা বুঝিতে পারিবে !”

ওয়াল্ডো বলিল, “কি দেখিলেন আপনি বলুন ; আমি মুঞ্চিল-আসান আপনাদের সঙ্গে আছি—ইহা ভুলিবেন না।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “এই জানালার বাহিরে সব ফাকা, বহুনিম্নে পর্বতের পাদভূমি। দুর্গের আঙ্গিনা বা প্রাচীর কিছুই দেখা যায় নাই ; আমরা দুর্গপ্রান্তস্থিত একটি রুদ্ধদ্বার কক্ষে আবদ্ধ হইয়া যেন শূন্যে ঝুলিতেছি !—এই কক্ষের বাহিরে পাহাড়ের চিহ্ন মাত্র নাই।”

স্মিথ দুই হাতে জানালার দুইটি গরাদে ধরিয়া মুখ বাড়াইয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল, নীচের দিকে চাহিয়া গিরিপাদস্থলে অবস্থিত কয়েকখানি অট্টালিকার ছাদ ও বৃক্ষচূড়া দেখিতে পাইল। তাহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল, সে সভয়ে বলিল, “ওরে বাপ রে ! আমরা যে শূন্যে ঝুলিতেছি, যেন নিশ্চল রোপ্পেনে বসিয়া আছি !—আমাদের উদ্ধারের আর কোন আশা নাই কর্ত্তা !”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হতাশ হইও না শ্মিথ ! কিছুকাল পরে রৌদ্র প্রথর হইলে নীচের লোকালয় হইতে এই কক্ষটি স্থম্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যাইবে ; তখন আমরা নীচের লোকজনকে ইঙ্গিতে আমাদের বিপদের কথা জানাইলে তাহারা—”

কিন্তু তিনি কথাটা শেষ না করিয়া হতাশ ভাবে দুর্দীর্ঘনিশ্বাস তাগ করিলেন ।

শ্মিথ বলিল, “হঠাৎ চুপ করিলেন কেন কর্তা ! আপনার যাহা বলিবার আছে বলুন ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “আর একটা কথা ভাবিতেছি শ্মিথ !”

শ্মিথ বলিল, “আপনি কি ভাবিতেছেন তাহা জানি । আপনি ভাবিতেছেন—ঐ দুটো প্রতারক শীঘ্রই দোলায় চড়িয়া পাহাড়ের নীচে নামিয়া পড়িবে ; তাহার পর দোলার দড়ি খুলিয়া লইবে । দোলা ও দড়ি এই উভয়ের অভাবে কেহই আমাদের সাহায্য করিতে পারিবে না । নীচে যাতায়াতের উপায় রহিত হইবে ।”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “তোমার অনুমান মিথ্যা নয় ।”

ওয়ালডো বলিল, “হা, সম্ভব বটে ; অবস্থাটা আশাপ্রদ নয় । যদি আমরা নীচের লোকগুলোকে ইঙ্গিতে আমাদের বিপদের কথা জানাইতে পারি, এবং তাহারা আমাদের সাহায্য করিতে উৎসুক হয়, তাহা হইলেও তাহারা আমাদের কোন উপকার করিতে পারিবে না । তাহারা গিরিচূড়ায় উঠিবার কোন ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্ত ক্ষোভ প্রকাশ করিবে, আর আমরা এই পাষণ-কারাগারে আবদ্ধ থাকিয়া অনাহারে পর-লোকের পথ :স্বগম করিব ! কত সহজে আমরা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারিব ভাবিয়া আমার মনে আনন্দের সীমা নাই !”

ওয়ালডো হঠাৎ একটা সন্ শব্দ শুনিতে পাইল । তাহার শ্রবণশক্তি অসাধারণ তীক্ষ্ণ বলিয়াই সেই শব্দ তাহার কর্ণগোচর হইল ; কিন্তু মিঃ ব্লেক বা শ্মিথ তাহা শুনিতে পাইলেন না ।

ওয়াল্ডো রুদ্ধ নিশ্বাসে উদ্ভত কর্ণে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর অক্ষুট স্বরে বলিল, “হাঁ, কায় আরম্ভ হইয়াছে ; স্থিথ, জানালার কাছে চল, বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দেখি ব্যাপারখানা কি ?”

ওয়াল্ডো তৎক্ষণাৎ জানালার নিকট উপস্থিত হইল, এবং বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ হাসিল। মিঃ ব্লেক তাহার মনের ভাব বুঝিতে না পারিয়া তাহার নিকট অগ্রসর হইয়া দেখিলেন—সে দুই হাতে জানালার একটা গরাদে ধরিয়া উৎসাহ ভরে সম্মুখে আকর্ষণ করিতেছে !

মিঃ ব্লেক তাহার পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বলিলেন, “ওয়াল্ডো, ও কি পাগলামি করিতেছ ? তুমি কি—”

ওয়াল্ডো তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না ; মিঃ ব্লেকের কথা শেষ হইবার পূর্বেই সে দেহের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া সেই গরাদেটা ভাঙ্গিয়া ফেলিল ! তাহার কায় দেখিয়া মিঃ ব্লেক ও স্থিথ উভয়েই স্তম্ভিত হইলেন।

ওয়াল্ডো আরও দুই মিনিটের মধ্যে সেই গরাদের পাশের গরাদেটিও ঐ ভাবে দ্বিখণ্ডিত করিল ! মিঃ ব্লেক জানিতেন ওয়াল্ডো অসাধারণ বলবান, কিন্তু সেইরূপ স্থূল লোহার গরাদে সে ঐভাবে ভাঙ্গিতে পারিবে—ইহা তিনি পূর্বে ধারণা করিতে পারেন নাই ; কিন্তু সেই গরাদে দুইটি ভাঙ্গিতে তাহার কিরূপ কষ্ট হইল, তাহা কেবল ওয়াল্ডোই বুঝিতে পারিল। অন্যের তাহা ধারণা করিবার শক্তি ছিল না।

স্থিথ বলিল, “গরাদে দু’টি ভাঙ্গিয়া কি লাভ হইল ? তুমি কি আশা করিতেছ এই জানালার বাহিরে বাইতে পারিলেই—”

স্থিথের কথা শেষ হইবার পূর্বেই ওয়াল্ডো ভাঙ্গা-গরাদে-জোড়াটার ভিতরের ফাঁক দিয়া জানালার বাহিরের সন্ধ্যা ধারীর উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। সে দুই হাতে সেই কক্ষের ছাদের কানিশ ধরিয়া ছাদের উপর দৃষ্টিপাত করিল, এবং একখানি লোহার ‘বীম’ ছাদের উপর এড়োভাবে সংস্থাপিত দেখিল। সেই বীমের একপ্রান্ত ছাদের বাহিরে প্রসারিত ছিল। তাহার বাহিরের মুড়ায় একগাছা স্থূল রজ্জু ঝুলিতেছিল। সেই রজ্জুর একপ্রান্তে একটি কাঠের

খাচা বা দোলা আবদ্ধ ছিল। ওয়াল্ডো দেখিল কপী-কলের সাহায্যে দোলা সহ সেই রজ্জু সন্-সন্ শব্দে নীচে নামিতেছে !

কাউন্ট ফেরারা ও ষ্ট্যানটন সেই দোলায় চড়িয়া পাহাড়ের নীচে নামিতে-ছিল। তাহারা বুঝিয়াছিল মিঃ ব্লেক, ওয়াল্ডো ও স্মিথ সেই পাষণ-কারাগারে অবরুদ্ধ আছেন ; সেই কক্ষেই তাহারা আবদ্ধ থাকিয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবেন।

ওয়াল্ডো বুঝিতে পারিল—কাউন্ট ফেরারা নীচে নামিয়াই দড়ি টানিয়া লইবে ; তাহার পূর্বেই তাহাদের উদ্ধার লাভের উপায় স্থির করিতে হইবে।

ওয়াল্ডো দুই হাতে ছাদের কানিশ ধরিয়া ছিল ; সে সেই কানিশ ধরিয়া মুহূর্তমধ্যে বুলিয়া পড়িল এবং জানালার ধারার উপর হইতে পা দুইখানি উদ্ধে তুলিয়া উভয় বাহ ও বৃকে ভর দিয়া সেই ছাদে উঠিয়া বসিল ! তাহা দেখিয়া স্মিথ ভয়ে ভয়ে আন্তনাদ করিল ; মিঃ ব্লেকের বক্ষঃস্থল প্ৰদীপ্ত হইতে লাগিল। তখন আর ওয়াল্ডোকে বাধা দেওয়ার উপায় ছিল না।

ওয়াল্ডো দুই হাত বাড়াইয়া এক লক্ষে সেই দড়ি চাপিয়া ধরিল। যদি সে লাফ দিয়া দড়ি ধরিতে না পারিত—তাহা হইলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ নীচে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে হইত। (he would have gone hurling down in a terrible death.)

ওয়াল্ডো মিঃ ব্লেককে বলিল, “আপনার আমার অনুসরণ করুন। আমি দড়ি ফেলিয়া দিতেছি, ধরিয়া থাকুন ; আপনাদিকে টানিয়া তুলিব।”

মিঃ ব্লেক জানালার বাহিরে আসিয়া দড়ি ধরিয়া প্রথমে ছাদে উঠিলেন ; স্মিথ তাহার অনুসরণ করিল।

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “ওয়াল্ডো, কি অসাধারণ মানুষ তুমি ! (what an extra-ordinary man !) কিন্তু কাণটা অত্যন্ত গোঁয়ারের মত হইয়াছে ; একটু বেতাক হইলে আর তোমার রক্ষা ছিল না ! অথচ তুমি মুহূর্তমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া দড়ি ধরিবার জন্ত শূন্যে লাফ দিলে ? অদ্ভুত, অতি অদ্ভুত সাহস !”

অতঃপর তাঁহারা পাহাড়ের নীচে দৃষ্টিপাত করিলেন। তখনও সূর্যোদয়ের
বিলম্ব ছিল ; সেই অক্ষুট উষালোকে : তাঁহারা দেখিতে পাইলেন—পূর্বোক্ত
দোলাটি রঞ্জুর সাহায্যে পাহাড়ের কিনারা দিয়া প্রায় অর্দ্ধপথে নামিয়া
পড়িয়াছে ! তন্মধ্যে দুইজন লোক উপবিষ্ট ! ওয়াল্ডো সেই দোলার দড়ি ধরিয়া
পূর্বেই তাহার গতিরোধ করায় মধ্যপথে তাহা বুলিতেছিল। (it hung
there, midway between earth and sky.) কাউন্ট ফেরারা ও মন্টি-
কার্লো স্ট্যান্টন শূন্যমার্গে দোলায় বসিয়া নিতান্ত অসহায় অবস্থায় কারাবজ্রপা
অনুভব করিতেছিল।

ওয়াল্ডো বলিল, “এই ছাদের উপর হইতে আমরা পাকশালার চিম্নি
দেখিতে পাইতেছি। হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর ক্ষুধাবোধ করিতেছি। আশা
করি পাকশালায় খাদ্য সামগ্রীর অভাব নাই। চলুন আমরা সেখানে গিয়া
প্রাতঃভোজন শেষ করিয়া আসি। আমি দোলার দড়ি ঐ বাঁয়ের সঙ্গে
লাগিয়া রাখিয়া যাইতেছি ; আমাদের বন্ধুদ্বয় দোলায় বসিয়া শূন্যে বিশ্রাম
ককক, আর উহারা পলায়ন করিতে পারিবে না।”

মিং ব্লেক বলিলেন, “কোথায় যাইতে হইবে বল। আজ তোমার
সাহায্যেই আমাদের প্রাণ রক্ষা হইল।”

ওয়াল্ডো বলিল, “ও বাজে কথা ; পরস্পরের সাহায্যে আজ আমরা
রুত কাষা হইয়াছি।”

ছাদের উপর হইতে অন্য দিক দিয়া তাঁহারা কয়েকটি প্রস্তরনির্মিত
নোপানের সাহায্যে পাকশালায় প্রবেশ করিলেন ; সেখানে প্রচুর ভোজ্য দ্রব্য
ছিল। আহারান্তে তাঁহারা পূর্ব-স্থানে প্রত্যাগমন করিলেন এবং কপিকলের
সাহায্যে দোলাটি টানিয়া সেই ছাদের কাছে তুলিয়া, তাহাতে নামিয়া
পড়িলেন। তাঁহাদের পাঁচজনকে লইয়া দোলা ধীরে ধীরে ধরাতলে অবতরণ
করিল। ফেরারা দোলায় আশ্রয় গ্রহণের পূর্বে স্ট্যান্টনের সাহায্যে হস্ত
সিঁদে/বন্ধন মোচন করিয়াছিল বটে, কিন্তু স্ট্যান্টনের উভয় হস্ত তখনও
শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল।

কাষ্টিলো গ্রামে উপস্থিত হইয়া মিঃ ব্লেক অপরাধীস্বয়ংকে ইতালীয় পুলিশের হস্তে অর্পণ করিলেন। লুই জি ব্রেকেও গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরোয়ান্ বাহির করা হইল।

মিঃ ব্লেক, স্থিথ ও ওয়ালডোকে সঙ্গে লইয়া স্বদেশে যাত্রা করিলেন। তাঁহারা ট্রেনে উঠিলে মিঃ ব্লেক বলিলেন, “লর্ড ও লেডি গেনথর্ণ আমাদের সঙ্গে ইটালীতে না আসায় অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহারা আমাদের সঙ্গে আসিলে সকল বিবরণ শুনিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পাইতেন।”

ওয়ালডো বলিল, “সে কথা সত্য; কিন্তু আপনি তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিয়া এই শোচনীয় কাহিনী কিরূপে প্রকাশ করিবেন? আমি ঐ ভাব গ্রহণ করিতে পারিতাম না।—সকল কথা শুনিলে দুঃখে কষ্টে লেডি গেনথর্ণের হৃদয় বিদীর্ণ হইবে না?”

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “হাঁ, তাঁহাদের নিকট কাউন্ট ফেরারা ও ষ্ট্যান্টনেব প্রতারণার কাহিনী প্রকাশ করা কঠিন হইবে বটে; কিন্তু আমি লেডি গেনথর্ণের নিকট যে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছি তাহা পাঠেই তিনি আমাদের ব্যর্থ চেষ্টার ইতিহাস কতকটা জানিতে পারিয়াছেন। কাউন্ট ফেরারা ও ষ্ট্যান্টন তাঁহাদিগকে প্রতারিত করিবার জন্য অত্যন্ত নিষ্ঠুর ষড়যন্ত্র করিয়াছিল! আমি ষ্ট্যান্টনকে চিনিতে না পারিলে তাহার ষড়যন্ত্র সফল হইত এবং সে লর্ড ও লেডি গেনথর্ণের পুত্ররূপে গৃহীত হইয়া তাঁহাদের সম্পত্তি ও খেতাবের উত্তরাধিকারী হইত।”

ওয়ালডো বলিল, “কিন্তু বিধাতার রাজ্যে পাপীর দণ্ড অপরিহার্য, উহারা কয়েক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করুক। আমরা লায়নেল ব্রেকের সন্ধান না পাইলেও আমাদের পরিশ্রম সম্পূর্ণ বিফল হয় নাই। আপনার সহিত অনেক বার কাষ করিয়া প্রচুর আনন্দ লাভ করিয়াছি; আশা করি শীঘ্রই আমরা পরস্পরের সহযোগীরূপে পুনর্বার কার্য-ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে পারিব।” (Let's hope that we join forces again before long.)

মিঃ ব্লেক বলিলেন, “শীঘ্রই বোধ হয় তোমার এই আশা পূর্ণ হইবে ; কিন্তু কোথায় কি ভাবে পুনর্ব্বার তোমার সহযোগিতা লাভ করিব তাহা ব্রহ্মমান করা আমার অসাধ্য !”

সমাপ্ত

রহস্য-লহরী উপন্যাস-মালার

১৫৭ নং উপন্যাস

চোরে গোয়েন্দায় যোগ

মিঃ রবার্ট ব্লেক ও রিউপার্ট ওয়াল্ডো

সহযোগীরূপে স্কটল্যাণ্ডে ইয়ার্ডের কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ

(এই সঙ্গে প্রকাশিত হইল)

